১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ১২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ পৌষ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ | ১৭ সফর, ১৪৩৪ হিজরি | ৩১ ফাতাহ্, ১৩৯১ হি. শা. | ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ ঈসাব্দ

## জলসা সালানা কাদিয়ান-২০১২

গত ২৯, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয় ১২১তম সালানা জলসা। এতে ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় আঠার হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

# Luxury Forever...

**Bashundhara**
Size : 1285-1750 sft

**Dhanmondi**
Size : 1350 sft

**Zigatola**
Size : 1285 sft

**Nurer Chala**
Size : 1210-1215 sft

**Mirpur**
Size : 1275-1350 sft

**Nordha**
Size : 1165-1350 sft

**Land Wanted**

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

## Kounik Properties Ltd

**Corporate Office** : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

## veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

## Amecon Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

## AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

**Mobile: 01713001536, 01973001536**

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

| Jessore Office | Bogra Office | Chittagong Office |
|---|---|---|
| Palbari More, New Khairtola | Kanas Gari, Sherpur Road | 205, Baizid Bostami Road |
| Jessore. Tel : 67284 | Bogra. Tel : 73315 | Ctg. Tel : 682216 |

ameconniaz@yahoo.com

## সম্পাদকীয়

# আহমদীয়াতের জয়যাত্রা ছড়িয়ে চলছে বিশ্ব-শান্তির বার্তা

দেখতে দেখতে আরেকটি বছর আমরা অতিক্রম করেছি। বিগত এক বছরে আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় বিশ্ব ব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অনেক বড় সফলতা অর্জন করেছে, আলহামদুল্লিাহ। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত এক বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে যেমন ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা এবং ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন তেমনি তিনি বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকার কংগ্রেস ভবনেও ইসলামের সমতা ও ন্যায়-ভিত্তিক আকর্ষনী শিক্ষা তুলে ধরেছেন যার প্রয়োগে বিশ্ব-শান্তি সুনিশ্চিত হতে পারে।

একইভাবে গত নভেম্বর মাসে ব্রাসেলসের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান জানিয়ে অসধারণ বক্তৃতা দিয়েছেন। ইসলামের বিরদ্ধবাদীদের দাতভাঙ্গা জবাবও তিনি তাঁর জুমুআর খুতবার মাধ্যমে প্রতিশুক্রবার দিয়ে যাচ্ছেন। গত এক বছরে ইসলামের পক্ষে এ জামাত থেকে প্রকাশিত হয়েছে অগনিত বই-পুস্তক। লাখ লাখ পথ হারা মানুষের কাছে শান্তির ধর্ম ইসলামের মনোমুগ্ধকর শিক্ষা পৌঁছানো হয়েছে। আর্তমানবতার সেবায় পশ্চাদপদ বিভিন্ন দেশে সেবা প্রদান করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে স্কুল, হাসপাতাল। এক খোদার বাণী প্রচার করার জন্য নির্মিত হয়েছে বহু মসজিদ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আমেরিকার নীতিনির্ধারকদেরকে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় সংক্রান্ত যে উপদেশ দিয়েছেন তাতে তিনি একথা বলেছেন যে, 'একথা সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, মানবীয় জ্ঞান ও মেধা ত্রুটিমুক্ত নয়, বরং এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার বা চিন্তা-ভাবনার রূপরেখা নির্ধারণের সময়, প্রায়শঃই নির্দিষ্ট কিছু বিষয় মানব হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করে বিচার ক্ষমতাকে কলুষিত করে দিতে পারে এবং এর পরিণতিতে মানুষ তার ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে লিপ্ত হতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি অন্যায় ফলাফল প্রকাশ ও অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পর্যবসিত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আইন নিখুঁত, হীন স্বার্থসিদ্ধি বা অন্যায্য উপকরণের কিছুই এতে নেই। এর কারণ হলো, আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির জন্য কেবল ভাল বা মঙ্গলই কামনা করে থাকেন আর তাই তাঁর আইন হলো সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য। পৃথিবীর মানুষ যেদিন এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে, সেদিন প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তির ভিত রচিত হবে। অন্যথায় বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোন কার্যকর ফলাফল বয়ে আনতে পারছে না বলেই প্রতীয়মান হয়।'

এছাড়া তিনি (আই.) ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই আহবানই করেন, 'সব সময় মনে রাখবেন, কায়েমী স্বার্থ থেকে মুক্ত হয়ে এবং সকল প্রকার শত্রুতার উর্ধ্বে থেকে অত্যাচারিত এবং অত্যাচারী, উভয়কে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষভাবে সাহায্য করা হলেই কেবলমাত্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সংশ্লিষ্ট সকলকে সমান প্লাটফর্ম ও সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে শান্তি আসে।' হুযূর (আই.)-এর এই মহান বাণীর আলোকে দেশ পরিচালনা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত সম্ভব। মহান খোদা তা'লা আমাদের সবাইকে নতুন বছরে আরো বেশি করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সবার মাঝে পৌঁছে দেয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

## সূচিপত্র

**৩১ ডিসেম্বর, ২০১২**


কুরআন শরীফ ২

হাদীস শরীফ ৩

অমৃত বাণী ৪

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর প্রদত্ত
**জুমুআর খুতবা** (৩০ নভেম্বর ২০১২) ৫

**মৌলিক মানবাধিকার : ধর্মীয় স্বাধীনতা** ১৩
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

**শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)** ১৯
মাহমুদ আহমদ সুমন

**চুয়াডাঙ্গা জামা'তের আদিকথা** ২১
সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

**প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি** ২৫
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

**হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাজারো নিদর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী (আ.)** ২৭
সংকলন: মোজাফফর আহমদ রাজু

**আমার বয়আত গ্রহণ ও ঐশী দিনর্শন** ২৮
মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

যিকরে খায়ের-স্মৃতি কথা
চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লার প্রথম প্রেসিডেন্ট মরহুমা
**সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা**-র স্মরণে ২৯

**পাঠক কলাম** ৩১

**সংবাদ** ৩৪

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী ৩৫

**এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও** ৩৬

# কুরআন শরীফ

## সূরা আর রা'দ-১৩

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ
وَّلَا وَاقٍ ﴿۳۸﴾

৩৮। আর এভাবেই আমরা এটিকে এক প্রাঞ্জল ও হৃদগ্রাহী আদেশরূপে অবতীর্ণ করেছি। আর তোমার কাছে জ্ঞান এসে যাওয়ার পরও তুমি যদি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার কোন বন্ধু বা কোন রক্ষাকারীও হবে না।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا
وَّذُرِّيَّةً ؕ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا
بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ﴿۳۹﴾

৩৯। আর নিশ্চয় আমরা তোমার পূর্বে বহু রসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দিয়েছি। আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কোন রসূলের পক্ষে একটিও নিদর্শন উপস্থিত করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক নির্ধারিত সময়ের জন্য একটি ঐশী বিধান লিপিবদ্ধ রয়েছে।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۚ وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ﴿۴۰﴾

৪০। আল্লাহ্ যা চান, মুছে দেন এবং তিনি (যা চান তা) প্রতিষ্ঠিতও[১৪৪৯] করেন। আর তাঁরই কাছে রয়েছে সব বিধানের[১৪৫০] উৎস।

---

১৪৪৯। এই আয়াতে ঐশী আযাব বা শাস্তি সম্পর্কে দু'টি নিয়ম নির্দেশ করছে : (ক) আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে শাস্তি রদ করে থাকেন (সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে) অথবা আল্লাহ্ একে (শাস্তি) নিশ্চিতরূপে বিধিবদ্ধ করে দেন।

১৪৫০। (ক) সকল অনুশাসনের মূল-কারণ বা তার অন্তর্নিহিত জ্ঞান বা প্রজ্ঞা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই সঠিক জানেন, (খ) শরীয়তের সকল বিধানের ভিত্তি আল্লাহ্ তাআলার সিফ্‌ত বা গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, বিধান বা শরীয়তের মূল-উৎস আল্লাহ্ তাআলা। 'উম্মুন' অর্থ মাতা, উৎস, ভিত্তি, মূল, শিকড়, উপকরণ, অবস্থান বা ধরে রাখা (লেইন)।

# হাদীস শরীফ

## মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ যিকরে ইলাহীতে নিহীত

**কুরআন :**

'এরপর তোমরা যখন নামায শেষ কর, তখন দাঁড়িয়ে, বসে ও কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর...' (সূরা আন-নিসা:১০৪)।

'যারা দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় এবং কাৎ হয়ে শোয়া অবস্থাতেও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে..' (সূরা আলে ইমরান: ১৯২)।

'যারা ঈমান আনে এবং যাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করে। মনে রেখো! আল্লাহ্‌কে স্মরণ করলে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে' (সূরা আর্ রা'দ: ২৯)।

**হাদীস :**

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ পার হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তাআলা আকাশের নিম্নস্তরে চলে আসেন এবং বলেন, আমি মালিক, আমাকে কে ডাকছে, যার ডাকের উত্তর আমি দিব, আমার থেকে কে চাচ্ছে, যাকে আমি দিব, আমার থেকে কে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, যাকে আমি ক্ষমা করব, এরকম অবস্থা সকাল পর্যন্ত থাকে। (তিরমিযি)

অপর এক হাদীসে হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, রোযার রাত্রে ইব্রাহীম (আ.) এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তোমার উম্মতকে আমার তরফ হতে সালাম পৌঁছে দিও এবং তাদেরকে বলো, জান্নাতের মাটি খুব উর্বর এবং পানি খুব মিষ্ট, কিন্তু সেখানে কোন বৃক্ষ নেই। তোমরা যদি জান্নাতে বৃক্ষ রোপন করতে চাও, তাহলে ***'সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার'*** বার বার পাঠ কর।

আরেক স্থানে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেন, আদম সন্তানকে যিক্‌রে ইলাহী ব্যতিরেকে অন্য আর কোন আমল নেই, যা তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

**ব্যাখ্যা :**

কুরআন ও হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, মানব জাতির সার্বিক-কল্যাণ যিক্‌রে ইলাহীতে নিহীত। 'যিক্‌রে ইলাহী'-দ্বারা আল্লাহ্‌র ফযল ও রহমতের অধিকারী হওয়া যায়। তাই আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেছেন, মানব সন্তানকে একমাত্র যিক্‌রে ইলাহীই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচাতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি সর্বদা যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকে, তার হৃদয় খোদার ভয়ে ভীত থাকবে এবং ঐ সমস্ত কর্ম হতে বিরত থাকবে, যার দরুন খোদা অসন্তুষ্ট হোন। আল্লাহ্‌র যিক্‌র হৃদয়কে নরম ও কোমল করে এবং রূহানী উন্নতি লাভ হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বেশী বেশী 'যিক্‌রে ইলাহী' করার তৌফিক দান করুন।

*আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ*

মুরুব্বী সিলসিলাহ্

# অমৃতবাণী

## হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) হলেন খাতামান নবীঈন

**হযরত ইমাম মাহদী (আ.)**

'আমাদের নেতা ও প্রভু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি খোদা তাআলার তরফ থেকে যে সকল নিদর্শন ও মোজেজা প্রকাশিত হয়েছিল, তা কেবল সেই যুগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং, তার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। অতীতে যে নবীরা এসেছিলেন, তাঁরা কেউই তাঁদের পূর্ববর্তী নবীর উম্মতরূপে নিজেকে গণ্য করতেন না, এবং নিজেকে 'উম্মতি' বলে প্রচারও করতেন না। যদিও তাঁরা পূর্ববর্তী নবীর ধর্মেরই সাহায্য করতেন এবং তাঁদেরকে সত্য বলে জানতেন। কিন্তু, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই বিশেষ এক গৌরব দান করা হয়েছিল যে, তিনি- 'খাতামান্নাবীঈন'। এর এক অর্থ হচ্ছে-নবুওয়াতের সমস্ত পূর্ণতা, উৎকর্ষতা বা কামালাত তাঁর ওপরে খতম হয়ে গেছে; এবং দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে,- তাঁর (সা.) পরে নতুন শরীয়তওয়ালা আর কোন রাসূল নেই; এবং তার (সা.) পরে এমন কোন নবী নেই, যিনি তাঁর উম্মত-বহির্ভূত। বরং, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি খোদা তাআলার সহিত বাক্যালাপের সম্মানে সম্মানিত, তিনি সেই সম্মান লাভ করেন একমাত্র তাঁরই (সা.) কল্যাণে এবং তাঁরই মধ্যস্থতায়; তিনি উম্মতি, তিনি মুস্তাকিম বা সরাসরি-নবী নন। তাঁকে (সা.) এতো উচ্চ-মর্যাদা দিয়ে কবুল করা হয়েছে যে, আজ অন্তত:পক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর, বিশ কোটি মুসলমান তাঁর গোলামী করার জন্য কোমর বেঁধে দন্ডায়মান আছে। এবং যখন থেকে খোদা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন, তখন থেকেই বড় বড় শক্তিশালী সম্রাটগণ, যারা দিগ্বজয়ী ছিলেন, তাঁরাও তাঁর (সা.) পদতলে নিজেদেরকে সামান্য-ভৃত্যের ন্যায় উৎসর্গ করেছিলেন। এবং বর্তমান কালেও মুসলিম বাদশাহগণ তাঁর সামনে নিজেদেরকে নগণ্য-চাকরের মতই মনে করেন এবং তাঁর (সা.) নাম উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন থেকে নেমে আসেন।

অতএব, এটা বিবেচনা করে দেখার বিষয় যে, এই যে মান-ইজ্জত, এই যে শওকত ও ঐশ্বর্য্য, এই যে সৌভাগ্য, এই যে জালাল বা গৌরব ও প্রতাপ, এবং এই যে হাজারো আসমানী নিদর্শন, এই হাজারো ঐশী-আশিস ও কল্যাণ, তা কি কোন মিথ্যাবাদী লাভ করতে পারে? আমরা বড়ই গৌরবান্বিত যে, যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল আমরা আঁকড়ে ধরেছি, তাঁর ওপরে খোদা তাআলার কৃপা-কল্যাণের কোন সীমা নেই, অন্ত নেই। তিনি খোদা তো নন ঠিকই, কিন্তু তাঁরই মাধ্যমে আমরা খোদাকে দেখেছি। তাঁর ধর্ম, যা আমরা পেয়েছি, তা খোদার ক্ষমতাসমূহের আয়না। যদি ইসলাম না হতো, তাহলে এই যুগে এটা বুঝানোই সম্ভব ছিল না যে, নবুওয়াত কি জিনিষ। এছাড়া, মোজেজা সম্ভব কি না, এবং তা প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আওতাভুক্ত কি-না, এসব কিছুর সমাধান হয়ে গেছে সেই নবীর (সা.) চিরস্থায়ী কল্যাণ দ্বারা। এবং তাঁরই বদৌলতে আজ আমরা অন্যান্য জাতির মত কেবল কেচ্ছা-কাহিনীর কথক নই, বরং আমাদের সাথে রয়েছে খোদার নূর এবং খোদার আসমানী-সাহায্য। আমরা কী বস্তু যে, আমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা করি! যে খোদা অন্য সকলের কাছে গোপন, যাঁর গোপন-শক্তি অন্য সবার ধারণার অতীত, সেই মহাগৌরব ও প্রতাপের অধিকারী খোদা শুধু এই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কারণেই আমাদের ওপরে প্রকাশিত হয়েছেন'

*(চশমা মারেফাত, পৃ ৮-১০)।*

# জুমুআর খুতবা

## সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৩০ নভেম্বর ২০১২-এর (৩০ নবুয়ত, ১৩৯১ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

## হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবীদের আহমদীয়াত গ্রহণের ঈমানবর্ধক ঘটনাবলী

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

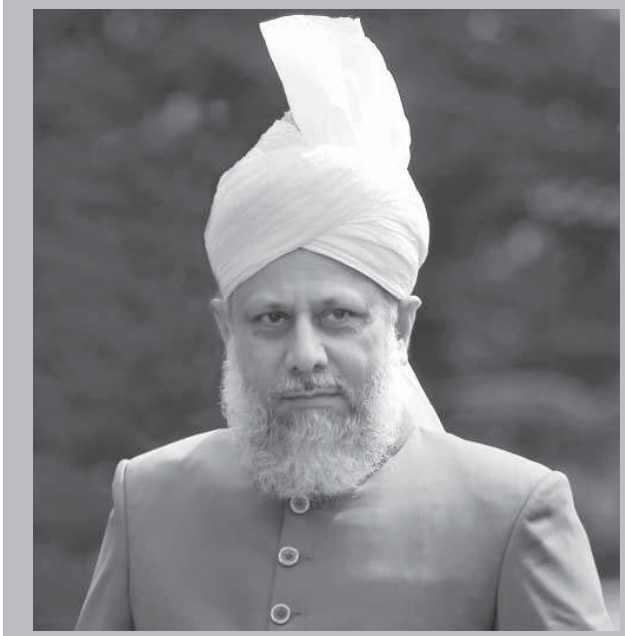

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্মানিত সাহাবীদের বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা ঘটনাবলী উপস্থাপন করব, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি সাহাবীগণের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও এতদসংক্রান্ত ঘটনাবলী থাকবে। এছাড়া সাহাবীদের উপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বইয়ের প্রভাব এবং সেগুলো পড়ে তাদের অন্তরে সত্যের যে প্রতিফলন ঘটেছে, সে সম্পর্কেও দু'একটি ঘটনা থাকবে। অনুরূপভাবে, আল্লাহ্ কীভাবে স্বপ্নের-মাধ্যমে সত্য দেখিয়েছেন, তারও উল্লেখ থাকবে। ঘটনাগুলোর বর্ণনা দীর্ঘ হওয়ার কারণে আমি দু'একটি ঘটনাই নিয়েছি।

হযরত শেখ জয়নুল আবেদীন সাহেব (রা.) বলেন, একবার আমার এক ভাবী অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর রোগটি ছিল ভয়াবহ। আমরা চিন্তা করলাম, এখন কাদিয়ান যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তাই সেখানেই নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। হযরত খলীফা আউয়ালের মত বড় কবিরাজ সেখানে রয়েছেন, তাঁর মাধ্যমে চিকিৎসা করাব অথবা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে দোয়ার আবেদন করব। তিনি লিখেন, আমরা রওয়ানা হলাম, আমার মা এবং ভাইও সাথে ছিলেন। [ হুযূর বলেন, হাতের লেখা তাই ঠিকমত পড়া যাচ্ছে না] যাহোক, তিনি লিখেছেন, মেয়েকে অর্থাৎ-সেই অসুস্থ মহিলাকে বলা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলবেন, মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবের চিকিৎসা নাও। কিন্তু তুমি বলবে, আমি হুযূরের চিকিৎসাই করাতে চাই। মৌলভী সাহেবের চিকিৎসা আমি কোনক্রমেই নেবো না। তিনি লিখেন, আমরা কাদিয়ানে পৌঁছার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বললেন, 'মৌলভী সাহেব

আপনার চিকিৎসা করবেন।' কিন্তু সেই মেয়ে বলল, 'আমি তো মৌলভী সাহেব দ্বারা চিকিৎসা করাতে প্রস্তুত নই, হুযূর, আপনি নিজেই আমার চিকিৎসা করুন'।

হুযূর (আ.) একটি ঔষধ লিখে দিলেন এবং বাড়ির ভেতর থেকে তিন বোতল মধু এনে দিয়ে বললেন, আগামীকাল আমি লুধিয়ানা যাচ্ছি, আপনি ঔষধ সেবন আরম্ভ করুন, রোগ ভয়ানক। আমাকে পত্রযোগে জানাবেন অথবা স্বয়ং চলে আসবেন। তিনি লিখেন, সেই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে আমরা হযরত মৌলভী নূর উদ্দীন সাহেবকে দেখালাম। তিনি এটি দেখে বললেন, এই ব্যবস্থাপত্র এ রোগের জন্য খুবই ক্ষতিকর। আমি যদি কোন রোগীকে এই ব্যবস্থাপত্র দেই, তবে সে এক মিনিটেই মারা যাবে। কিন্তু এ ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক ঔষধ হুযূর (আ.) দিয়েছেন, কাজেই এ-মেয়ে অবশ্যই আরোগ্য লাভ করবে। আমরা সেই ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক ঔষধ সেবন করালাম এবং দু'তিন দিনের মধ্যেই সেই মেয়েটি সুস্থ হয়ে উঠল।

হুযূর (আ.)-এর প্রতি হযরত মৌলানা নূর উদ্দীন সাহেবের ছিল দৃঢ় বিশ্বাস; এ কারণেই হুযূর (আ.) বলেছেন, 'আমি যদি নূর উদ্দীনের মত মানুষ পাই, তাহলে অচিরেই বিপ্লব এসে যাবে'। কিন্তু সেই গ্রাম্য লোকদেরও এ-ঈমান ছিল যে, ব্যবস্থাপত্র যেমনই হোক, আমরা সে মোতাবেক সেবন করব এবং এতেই আরোগ্য লাভ হবে। আর আল্লাহ্ তা'লাও আরোগ্য দিয়েছেন।

হযরত মিয়াঁ মোহাম্মদ শরীফ কাশ্মীরি (রা.) বলেন, মৌলভী ইমাম উদ্দীন সিখওয়ানীর ভাই মিয়াঁ জামাল উদ্দীন সিখওয়ানী হুযূর (আ.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, (তখন হুযূর উপরে অর্থাৎ- মসজিদে অবস্থান করছিলেন) ইনি আমার ভাই মোহাম্মদ শরীফ এবং তাদের এলাকায় প্লেগের প্রকোপ বড় ভয়াবহ, হুযূর তার জন্য দোয়া করুন, অর্থাৎ-তিনি যে অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, সে অঞ্চলের কথা হচ্ছে। এ কথার প্রেক্ষিতে হুযূর (আ.) আমাকে সম্বোধন করে বলেন, 'প্লেগ কেমন হয়'? আমি বললাম 'প্রথমে ইঁদুর মরে'। হুযূর (আ.) বললেন, 'এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সতর্কবাণী'। আমি বললাম, 'হুযূর, লাল রঙের ফোড়া বের হলে রোগী প্রাণে বেঁচে যায় এবং হলুদ হলে বাঁচে না'।

হুযূর (আ.) বললেন, 'আপনি কি সেখানে যাতায়াত করেন'? উত্তরে আমি নিবেদন করলাম, 'হুযূর যাতায়াত করা ঠিক হবে কি'? হুযূর (আ.) বললেন, 'না যাওয়াই শ্রেয়। সচরাচর সেখানে যাবেন না কিন্তু যার ঈমান দৃঢ়, তার কোন ভয় নেই, সে প্লেগে মরবে না'। আমি বললাম, 'আমার স্ত্রী প্লেগে মারা গেছে'। হুযূর (আ.) বললেন, 'মনে হচ্ছে, আমার প্রতি তার বিশ্বাস ছিল না। ঈমান থাকলে সে এই রোগে মারা যেত না। আমার মনে পড়েছে যে, সে বয়আত করে নি'। হুযূর (আ.) বললেন, 'আপনি বেশি বেশি ইস্তেগফার করুন'। আমাদের পরিবারের সবাই অসুস্থ ছিল, আমি হুযূর (আ.)-এর সমীপে লিখলাম, উত্তরে হুযূর (আ.) বললেন, 'ইস্তেগফার করতে থাকুন'। আমরা ইস্তেগফারে রত হয়ে গেলাম। আর আল্লাহ্‌র কৃপায় আমরা সবাই সুস্থ হয়ে উঠলাম।

মিয়াঁ মোহাম্মদ শরীফ কাশ্মিরী সাহেব (রা.) আরো বলেন, মিয়াঁ সিদ্দিক সাহেবের ছেলে জামাল উদ্দীন সিখওয়ায়নী আমাকে বলেছেন, আমরা চিন্তা করলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছে 'রাজা-বাদশাহ্‌রা তোমার বস্ত্রে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।' তবে আমরা কী এ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকব? তখন তার চোখ থেকে পানি ঝরত। একবার তিনি হুযূর (আ.)-এর পাগড়ির আঁচল পেয়ে গেলেন এবং তা চোখের উপর বুলিয়ে নিলেন, এতে তার চোখ ভাল হয়ে গেল। তিনি বলেন, আমার চোখেও তখন প্রদাহ ছিল, আর আমিও পাগড়ির আঁচল বুলিয়ে নেই। ফলে তা নিরাময় হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকের প্রভাব সম্পর্কে একটি ঘটনা নয়, বরং দু'টি ঘটনা রয়েছে। মিয়াঁ নূর উদ্দীন সাহেবের ছেলে হযরত মিয়াঁ মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব বলেন, 'এটি একটি চলমান ঘটনা'। তিনি বলেন, 'আর্য, ব্রাহ্মণ ও নাস্তিকদের বক্তৃতার বিষক্রিয়া আমাকে ও আমার মত আরো অধিকাংশ মানুষকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, অর্থাৎ-আল্লাহ্ তা'লা এবং ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আর এসব মন্দ প্রভাবের চক্রে জীবন অতিবাহিত করছিলাম, এমন সময় বারাহীনে আহমদীয়া পেয়ে যাই এবং পড়তে শুরু করি। এটিও আল্লাহ্ তা'লার একটি অনুগ্রহ। কেননা, তিনিই বই পড়ার সৌভাগ্য দিয়েছেন। এমন অনেকেই আছে, যাদের এ সৌভাগ্যও হয় না, আর তাদের প্রকৃতিতে গোঁয়ার্তুমি ও হঠকারিতা থেকে থাকে। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ হওয়ার ছিল। তিনি বলেন, বারাহীনে আহমদীয়া পেয়ে পড়া শুরু করলাম, আর পড়তে পড়তে যখন ৯০ পৃষ্ঠার ২ নম্বর টিকা এবং ১৪৯ পৃষ্ঠার ১১ নম্বর টিকাতে পৌঁছে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ পড়লাম, তখনই আমার মধ্য হতে নাস্তিকতা দূর হয়ে গেল। (তিনি লিখেছেন, এটি রূহানী খাযায়েনের প্রথম খন্ডের ৭৮ পৃষ্ঠার ২ নম্বর টিকা)। আমার মতে, এখানে ভুল হয়েছে, কেননা আগে সংখ্যা উর্দূতে লিখা হত। ২ নম্বর নয় বরং ৪ নম্বর টিকা হবে। একইভাবে রূহানী খাযায়েনের প্রথম খন্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠার ১১ নম্বর টিকায় এ উদ্ধৃতি শুরু হয়ে চার-পাঁচ পৃষ্ঠা পর্যন্ত চলছে। এটি পড়লে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।)

যাহোক, তিনি বলেন, সেখানে পৌঁছার সাথে সাথে আমার নাস্তিকতা দূর হয়ে গেল। কোন ঘুমন্ত বা মৃত-মানুষ জেগে উঠলে যেমন হয়, আমার চোখ সেভাবে খুলে যায়। তখন শীতকাল, আর সেদিন ১৮৯৩ সালের জানুয়ারী মাসের ১৯ তারিখ। মধ্যরাতে বই পড়তে পড়তে আমি 'থাকা উচিত' আর 'আছে'-এ আলোচনার স্থলে পৌঁছলাম। {এখানে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের বর্ণনা হচ্ছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, যেসব জিনিসের অস্তিত্ব আছে, সেগুলো দেখে হৃদয়ে এ চিন্তার উদ্রেগ হয় যে, এগুলোর কোন সৃষ্টিকর্তা থাকা উচিত এবং কোন সৃষ্টিকর্তা আছে। এ দু'টি জিনিসকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এটি আসলে এমন একটি জিনিস, যা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি

পূর্ণ বিশ্বাসের জন্ম দেয়। যাহোক, এটি অনেক গভীর একটি বিষয়। এ বিষয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাচ্ছে না। বারাহীনে আহমদীয়াতে যা লিখা আছে তা পড়ে নিন।} তিনি বলেন, আমি যখন বই পড়ছিলাম, তখন মধ্য রাত ছিল। পড়তে পড়তে 'থাকা উচিত' আর 'আছে'-এ স্থলে পৌছার পরই তওবার প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, আর আমি তওবা করি। উঠানে পানি ভরা নতুন কলসী রাখা ছিল। অর্থাৎ ঠান্ডা পানির কলসী আঙ্গিনায় রাখা ছিল।

জানুয়ারী মাসে কলসীর পানি কেমন ঠান্ডা হবে একটু ভেবে দেখুন! আমার কাছে তেপায়া একটি টুল ছিল। এই ঠান্ডা পানি দিয়ে এতে আমি আমার লুঙ্গি ধৌত করলাম। মঙতু নামের আমার কাজের লোকটি ঘুমাচ্ছিল। লুঙ্গি ধোওয়ার সময় ওর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে আমাকে বলল, কী হয়েছে? কী হয়েছে? লুঙ্গিটি আমাকে দিন, আমি ধুয়ে দেই। কিন্তু আমি তখন এমন সুরা পান করেছিলাম, যার নেশা আমাকে কারো সাথে কথা বলার অনুমতি দিচ্ছিল না। সর্বাত্মক চেষ্টা করার পর শেষ পর্যন্ত মঙতু চুপ হয়ে গেল। তিনি বলেন, ভিজা লুঙ্গি পড়েই আমি নামায পড়তে শুরু করলাম এবং মঙতু চেয়ে চেয়ে দেখছিল। নিমগ্ন অবস্থায় আমার নামায এমন দীর্ঘ হল যে, কাজের লোক মঙতু ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আর আমি নামাযে নিমগ্ন থাকলাম। বারাহীনে আহমদীয়া এ নামায পড়িয়েছে, আর এরপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি নামায পরিত্যাগ করি নি। অর্থাৎ-হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নিদর্শন বর্ণনার জন্য আমি উপরোক্ত কথাগুলো লিখেছি। অর্থাৎ-বারাহীনে আহমদীয়া আমার মাঝে কীভাবে যে এক বিপ্লব আনয়ন করেছে, তা বর্ণনার জন্যই এ সুদীর্ঘ ও সুন্দর অবতরণিকা।

তিনি বলেন, যৌবনে যখন আমি খোদার সমালোচনা করতাম (অর্থাৎ যৌবনকালের কথা, যখন আমি অবিবাহিত ছিলাম), ঠিক সে সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঈমানকে যা খুব-সম্ভব সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গিয়েছিল, তা নামিয়ে এনে আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট করান। আর এভাবে 'মুসলমানকে মুসলমান বানানোর' ইলহামটি আমার সত্তায় সত্য প্রমাণিত হলো। বারাহীনে আহমদীয়া পড়ার কারণে যে-রাতে আমি কাফির রূপে প্রবেশ করেছিলাম সেই রাতের প্রভাত হলো, ইসলামের ছায়ায়। মুসলমান হিসেবে যখন প্রভাত হলো, আমি আর সেই মুহাম্মদ দ্বীন থাকলাম না, যে গতকাল সন্ধ্যায় ছিল। স্বভাবগত ভাবে আমার মাঝে লজ্জাবোধ গুণটি খুব ভাল ছিল। অর্থাৎ-আমার চরিত্রে লজ্জাবোধ ছিল, যা অসৎ-সঙ্গের কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ-মন্দ লোকদের সাথে উঠাবসা করায় আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজ-অনুগ্রহে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কল্যাণে লজ্জাবোধের সেই গুণ আমাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। আমি তখন সূরা হুজরাতের আয়াতগুলো উপভোগ করছিলাম।

اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٨﴾ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩﴾

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ ঈমানকে তোমাদের কাছে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং তোমাদের অন্তরে তা আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। আর কুফর, দুস্কৃতি ও অবাধ্যতা তোমাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য করে তুলেছেন। (যাদের ক্ষেত্রে এ আয়াত প্রযোজ্য) তারাই সঠিক-পথের অনুসারী। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ এক বড় অনুগ্রহ ও নিয়ামত। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়' (সূরা আল্ হুজুরাত: ৮-৯)।

তিনি বলেন, ঈমান আনার সাথে সাথে কুরআনের মাহাত্ম ও ভালবাসা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেলো। অর্থাৎ-শরীয়তের জ্ঞান, যা ঈমানের মূল, তা অর্জন করার স্পৃহা ও মনোবাঞ্ছা সৃষ্টি হলো। ১৮৯৩ - ১৮৯৪ সালে আমি বারাহীনে আহমদীয়ার পাঠ একবার শেষ করলাম। আমি এ বইটি তাহাজ্জুদের নামাযের পরে পড়তাম। এরপর আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম পড়লাম, যা তাওযিহে মারাম এর-ই ব্যাখ্যা। ১২তম অশ্বারোহী বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত 'মুনশী' মির্যা জালাল উদ্দীন সাহেব, যিনি গুজরাতের খারিয়াঁ তহসীলের বোলানীর অধিবাসী, দুই মাসের ছুটি নিয়ে শিয়ালকোট ক্যান্টনমেন্ট (সেনা ছাউনি) থেকে এসে বোলানীতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় আমি বোলানীতে পাটওয়ারী ছিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করে আমি বয়আতের চিঠি পাঠালাম, যার উত্তর আমি ১৮৯৪ সালের অক্টোবরে পাই। উত্তরে লেখা ছিল, 'সরাসরি হাতে বয়আতেরও প্রয়োজন আছে'। ১৮৯৫ সালের ৫ই জুন মসজিদে মুবারকের ছাদের চিলেকোঠার দরজার চৌকাঠের পূর্ব দিকে বসে হযরত সাহেবের হাতে আমি এই বয়আত করি।

মিয়াঁ নূর উদ্দীন সাহেবের পুত্র হযরত মিয়াঁ মুহাম্মদ দীন সাহেব বলেন, 'আহমদী হবার পর আমার মনে এ ধারণার উদ্রেক হয় যে, যেহেতু আমি ধর্মের জ্ঞান রাখি না, মৌলভীরা আমাকে অনেক বিরক্ত করবে'। আমি কি করবো, এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বা অন্য কারো সাথে পরামর্শ করতেও লজ্জা পাচ্ছিলাম। কিছু জিজ্ঞেস করা ছাড়াই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলেন। তিনি (আ.) মসজিদে মুবারকে মেহরাবের বাম পার্শ্বে শুয়ে ছিলেন। তাঁর মাথা উত্তর দিকে ছিলো। আমি তাঁর (আ.) পিঠের দিকে পূর্বমুখী হয়ে তাঁর শরীর টিপছিলাম। জিজ্ঞেস করতে লজ্জা হচ্ছিল, কিন্তু আমি মনে মনে সে কথাই ভাবছিলাম। শায়িত অবস্থায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন "আমাদের পুস্তক পাঠকারী কখনো পরাজিত হবে না।" তা এত উচ্চস্বরে এবং প্রতাপান্বিত কণ্ঠে ছিল যে, আমি কেঁপে উঠলাম। (হুযুর ব্যাখ্যা করে বলেন) এ ধনভান্ডার তো আজও আমাদের কাছে আছে। আমাদের তা হস্তগত করার ও অধ্যয়নের চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজকাল বহুভাষায় এসব বই অনুদিত হয়ে ছাপা হয়েছে।

এখন আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করছি। হযরত চৌধুরী ফাতাহ্ মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন, আমার ভাই নবাব দ্বীন

সাহেব স্বপ্নে দেখেন, হুযুর (আ.) আমার কাছ থেকে আট আনা চাইছেন। এরপর আমি ও নবাব দ্বীন সাহেব দু'জন পয়সা দিতে গেলাম এবং নিজেদের স্বপ্ন শুনালাম। হুযুর (আ.) বলেন, এ স্বপ্নের ফলে তোমরা জ্ঞান অর্জন করবে। এরপর মৌলভী সিকান্দর আলী সাহেব যখন আমাদের গ্রামে আসেন, তখন আমি, নবাব দ্বীন এবং আরো অনেকে তার কাছ থেকে পবিত্র কুরআন এবং কিছু উর্দূ কিতাব পাঠ করি। এভাবে হযরত (আ.)-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যা পূর্ণতা লাভ করে। তিনি আরো বলেন, আমাদের গ্রামে একটি অশ্বত্থ গাছ ছিলো, যা আমরা মির্যা নিযাম উদ্দীন সাহেবের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম। সে সময় আমাদের গ্রামে প্লেগের প্রকোপ ছিলো। হযরত সাহেব যখন ভ্রমনের উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে আসেন, তখন আমরা প্রাপ্ত অর্থ তোহফা হিসেবে হযরত (আ.) সাহেবের সমীপে উপস্থাপন করলাম। হযরত সাহেব রাস্তা থেকে কিছুটা সরে আমাদের গ্রামের মসজিদের কাছে আসেন এবং দোয়া করতে থাকেন। আর এর ফলে আমাদের গ্রামের প্লেগ দূরীভূত হয়।

হযরত ফযল দ্বীন সাহেব (রা.) তার বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি এক স্বাধীন চিন্তা-ধারার মানুষ ছিলাম। জীবনের কিছুকাল এভাবেই কেটে যায়। পরবর্তীতে কয়েকজন বন্ধুর সাহচর্যে নকশ্‌বন্দী তরীকার মুরীদ হয়ে যাই। আমার বন্ধুরা নকশ্‌বন্দী তরীকার মুরীদ ছিল এবং আমাদের মুরশীদ অর্থাৎ পীর আমাদের গ্রামেই থাকতেন। এ পরিবার শরীয়তের বিধি-নিষেধ মেনে চলার এবং হযরত আবুবকর (রা.)-এর অধঃস্তন হওয়ার দাবী করতো। তাই বয়আতের সাথে সাথে আমাকে নামায পড়া এবং রোযা রাখার ব্যাপারে জোরালো তাগাদা দেয়। তাহাজ্জুদের ব্যাপারেও এ কঠোর আদেশ দেয়া হয় যে, তাহাজ্জুদের নামায কখনো ছাড়া যাবে না। আরো নির্দেশ দেয়া হয়, স্বপ্ন দেখলে তা কারো কাছে বলা যাবে না। সে যুগে আমি বেশ কয়েকটি স্বপ্ন দেখি। তবে তা কারো কাছে বলি নি। আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করতাম। কাজ না পাওয়ার কারণে আমার পীরের অনুমতি নিয়ে সস্ত্রীক অমৃতসর চলে আসি। সেখানে একটি ভাড়া-বাসায় বসবাস করতে আরম্ভ করি এবং সেখানেই কাজ করতাম। একদিন তাহাজ্জুদ নামাযের পর দোয়া দরূদ পড়ছিলাম, আর এমতাবস্থায় আমার ঘুম পায়। জায়নামাযে শুয়ে পড়ি। স্বপ্নে দেখলাম, আকাশ থেকে মানবরূপী ফিরিশ্‌তাদের একটি সেনাদল আমার চারপাশে কিছুটা দূরত্বে বৃত্তাকারে বসে যায় এবং একজন উচ্চপদস্থ সেনাকর্মকর্তা, যিনি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, আমার পাশে এসে বসেন। তার বসার পর আকাশ থেকে একটি সোনালী সিংহাসন নেমে আসে এবং সেই সেনাদলের মাঝখানে সিংহাসনটি রাখা হলে সব সৈন্যরা সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যায়।

আমি দেখলাম, সেই সোনালী সিংহাসনে সমানভাবে জ্যোতির্মন্ডিত চেহারার দু'জন বুযূর্গ ব্যক্তি বসে আছেন, তাদের চারপাশে কেবল আলো আর আলো। তখন আমি আমার পাশের সেই অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, এই বুযূর্গরা কারা? তিনি বলেন, ডান পাশে বসা বুযূর্গ হচ্ছেন, খোদার প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) এবং যিনি বামপাশে বসা, তিনি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রিয় ইবনে মরিয়ম। আমি বললাম, ইবনে মরিয়ম তো হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম, যিনি ইসরাঈলী নবী ছিলেন। তিনি বললেন, ইনি সেই ব্যক্তি নন, তিনি তো মারা গেছেন। ইনি মুহাম্মদ (সা.)-এর সবচেয়ে প্রিয় ইবনে মরিয়ম। এরপর রসূল করীম (সা.) তাঁর পবিত্র মুখে ঐ অফিসারকে বললেন, উচ্চস্বরে লোকদেরকে জানিয়ে দাও যে, যখন ইবনে মরিয়ম আগমন করবে, তার আনুগত্য করা তাদের জন্য আবশ্যক হবে এবং যে তার আনুগত্য করবে না, তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ঐ সময় আমার স্ত্রী আমাকে জাগ্রত করে বলল যে, ফজরের আযান হয়ে গেছে। আপনি তাহাজ্জুদের পর কখনও ঘুমান নি, (আজ কি হয়েছে?) উঠুন আর নামাযের জন্য মসজিদে যান। আমি আমার স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হয়ে বললাম, 'কেন তুমি আমাকে জাগ্রত করলে?'

পরদিন আমি গ্রামে চলে গেলাম এবং আমার স্বপ্ন সবিস্তারে আমার পীরকে শুনালাম। তিনি বললেন, তুমি সৌভাগ্যবান যে, স্বপ্নে মহানবী (সা.)-এর দর্শন লাভ করেছ। এরপর বলেন, শীঘ্রই ইবনে মরিয়ম অবতরণ করবেন, আর তখন আমরা ভিনদেশে থাকব। অর্থাৎ, তিনি স্বপ্নের তা'বীর করেন, আমরা ভিনদেশে থাকব এবং শীঘ্রই ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন। এ যুগ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌রই যুগ। তারাই সৌভাগ্যবান, যারা এটি পাবে। পীর এ জবাব দিলেন। তিনি বলেন, এরপর আমি সেচ ও নহর বিভাগে মিস্ত্রি হিসেবে চাকরী করি। এক বাবুর মাধ্যমে অর্থাৎ এক কেরানীর মাধ্যমে এ চাকরীটি পাই এবং চাকরীরত অবস্থায় আমি অনেক স্বপ্ন দেখি। নিষেধাজ্ঞার কারণে (অর্থাৎ, ঐ পীর ও মুর্শিদ কাউকে স্বপ্ন বলতে নিষেধ করেছিলেন) আমি কারো কাছে আমার স্বপ্ন প্রকাশ করি নি। আমি পনের/বিশ বছর চাকরী করি। এরপর চাকরী ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাই এবং নিজ বাড়ীতে বসবাস আরম্ভ করি।

আমার এক ভাই মৌলভী মোহাম্মদ চেরাগ সাহেব, যিনি আমাদের শিক্ষকও এবং কট্টর আহলে হাদীস ছিলেন, আমি যখন চাকরী ছেড়ে ফেরত আসি, তখন তাকে আহমদী হিসেবে দেখতে পাই। তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং আমার সাথে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাত সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু আমি কোন আগ্রহ দেখালাম না। কারণ, আমি পীর-ফকিরদের ধর্মে বিশ্বাসী ছিলাম এবং বিশ্বাস করতাম যে, ফকিররাই প্রকৃত শরীয়তের মালিক। এজন্য আমি মৌলভী সাহেবকে কোন জবাব দিলাম না এবং একথা বলে অবজ্ঞা করলাম যে, আজকাল এসব লোক ব্যবসা খুলে বসেছে এবং খোদার সৃষ্টিকে ধোকা দিচ্ছে। আমার পীরের মাধ্যমে যাচাই করব বলে মনস্ত করলাম যে, হযরত সাহেবের প্রত্যাদিষ্ট হবার এই দাবী সত্য, নাকি ধোকা। যখন আমি তার বাড়ীতে গেলাম এবং পীর সাহেবের ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম হযরত সাহেব কোথায়, তখন সে কেঁদে জবাব দিল, তিনি দু'মাস পূর্বে মৃত্যু বরণ করেছেন, আমরা আপনাকে তার মৃত্যু সংবাদ দিতে ভুলে গেছি, এজন্য ক্ষমা করবেন। তিনি বলেন, আমার খুব দুঃখ ও আক্ষেপ হল। আমি কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরে আসি। একদিন মৌলভী সাহেব পুনরায় আমাকে

বলেন, তুমি শিক্ষিত মানুষ। হযরত সাহেবের রচনাবলী পড়ে দেখা উচিত। অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে গ্রন্থাবলী রয়েছে, সেগুলো দেখা প্রয়োজন। তিনি তখনই 'জলসা মাযাহেব মহোৎসব' নামে একটি বই আমাকে পড়তে দিলেন। আমি পুরো বইটি পড়লাম। এরপর তিনি আমাকে বারাহীনে আহমদীয়ার প্রথম চার খন্ড পড়তে দিলেন। যখন আমি সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে এ-ধারণার উদয় হল যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর পর এমন যোগ্যলোক আর হয় নি, আর না-ই তাঁর (সা.)-পর ভিন্ন-ধর্মাবলম্বীদের ইসলামের সত্যতার প্রতি আহ্বান জানাবার মত এরূপ কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর আমি দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ে গেলাম। হৃদয়ে একথা উদিত হল যে, যে ব্যক্তি জগতের সামনে এমন জিনিস পেশ করেছে, যদি সে সত্য হয়, যদি তাঁর হাতে বয়আত করি, তাহলে আমি সত্যবাদীর বয়আত করব। আর যদি সে মিথ্যা-দাবীদার হয়ে থাকে, তবে একজন মিথ্যুকের বয়আতভূক্ত হবো।

এ ধারণা হৃদয়ে এত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয় যে, দু'মাস পর্যন্ত এটি নিয়েই চিন্তিত ছিলাম। মৌলভী সাহেব আমাকে প্রতিদিন বুঝাতেন, কিন্তু মন সায় দিল না। একবার রমযান মাসের প্রথম দিন আমি খোদা তা'লার কাছে খুব অনুনয়-বিনয় ও কান্নাকাটি করে দোয়া করলাম, হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! মুহাম্মদ (সা.)-এর দোহাই, যদি এ-ব্যক্তি, অর্থাৎ- মির্যা সাহেব সত্য হয়ে থাকেন এবং তুমিই তাঁকে জগতের সংশোধনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করে অবির্ভূত করে থাক, তবে তুমি তোমার সাত্তারীয়তের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমাকে প্রকাশ্যে বা স্বপ্নের মাধ্যমে কোন নিদর্শন দেখিয়ে দাও। যদি তুমি আমাকে কোন নিদর্শন না দেখাও, তবে কিয়ামত দিবসে আমার বিরুদ্ধে তোমার কোন কিছু বলার অধিকার থাকবে না। কেননা, সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করার সামর্থ্য আমার নেই। রমযানের পনের দিন অতিবাহিত হয়, তাহাজ্জুদের পর জায়নামাযেই ঘুমিয়ে পড়ি। তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমি এবং আমার সাথে অন্য এক ব্যক্তি কোন এক শহরে গেছি, রাস্তায় আমরা এক বাগান দেখলাম, যার চর্তুদিকে প্রায় ৩ ফুট উঁচু প্রাচীর ছিল। (বাগানের চারদিকে তিন ফুট উঁচু দেয়াল ছিল)। ঐ দেয়ালের পাশে গিয়ে দেখলাম, বাগানটি যেন একটি বেহেশ্‌ত। আর নদী আছে ঠিকই, কিন্তু পানি শুকিয়ে গেছে, সামান্যই প্রবাহিত হচ্ছিল। তখন খুব জাকজমকপূর্ণ একটি মহল দৃষ্টিগোচর হয়। আমরা বাগানের ভেতরে গিয়ে দেখতে চাইলাম।

এজন্য আমরা দু'জনই প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, কিন্তু প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে যেতে পারি নি। তারপর আমরা দৃঢ়ভাবে সংকল্পবদ্ধ হলাম যে, (তিনি তাঁর দীর্ঘ স্বপ্নের বিবরণ দিচ্ছিলেন) অবশ্যই ভেতরে যাব। এখন দেখি, এর দরজা কোথায়। আমরা বাগানের তিন দিকে ঘুরলাম। অর্থাৎ, আমরা দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তর-এই তিন দিকের কোথাও দরজা খুঁজে পেলাম না। কিন্তু এরপর আমরা বললাম, চল, পূর্বদিকে যাই; সেখানে আমরা হয়তো কোন দরজা পেয়ে যাব। যখন আমরা পূর্ব দিকে রওনা হলাম, তখন একজন বুযূর্গকে গাছের ছায়ায় বসা দেখলাম। আর এই বুযূর্গ বা পুণ্যবান-ব্যক্তি তাঁর হাতের ইশারায় আমাদেরকে ডাকছিলেন, এদিকে এসো, আমি তোমাদেরকে দরজার সন্ধান দিব। আর যদি আমাদের দিকে না আস, তাহ'লে তোমরা সারা জীবনেও বাগানের দরজা খুঁজে পাবে না। যখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম, তখনই ঐ স্বপ্নের কথা আমার স্মরণ হলো, যা বেশ কিছুকাল পূর্বে আমি অমৃতসরে দেখেছিলাম। আর আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, (স্বপ্নের মধ্যেই স্বপ্নের কথা স্মরণ হল) আমি স্বপ্নে এই বুযূর্গকে একই সিংহাসনে মহানবী (সা.)-এর সাথেই দেখেছিলাম।

দ্বিতীয় যে ব্যক্তিকে দেখেছিলাম, তিনিই ছিলেন এই বুযূর্গ। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুযূর আপনি কে? তখন তিনি বললেন, আমি ইবনে মরিয়ম। আর ঐ দেখ, এটিই বাগানের দরজা। যাও, দেখে আস। আমরা উভয়েই বাগানের ভেতর চলে গেলাম, আর প্রাণভরে ঘুরে দেখলাম। হঠাৎ আমার পিপাসা লাগল। আর আমি আমার সাথীকে বললাম, আমার পিপাসা লেগেছে। কিন্তু পানির ঝর্ণাতো অনেক নিচে, হাত তো পৌঁছাবে না, কি করব? আমরা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরেই দশ-বার বছর বয়স্ক এক বালক একটি মহল থেকে বের হয়ে আসল। তার ডান হাতে ডিম্বাকৃতির একটি পেয়ালা ছিল, আর এতে কোন জিনিস ছিল। সে এটা আমার হাতে দিল আর বলল, তুমি এটা পান করে নাও। অতএব, আমার পিপাসা থাকার কারণে অর্ধেকের মতো অংশ আমি পান করে নিলাম, আর বাকীটা আমার সাথীকে দিলাম। ঐ বালকটি তার হাত থেকে পেয়ালাটি কেড়ে নিয়ে আমাকে দিল। আর বলল, এটা তোমার অংশ, এতে তার কোন অংশ নেই। অর্থাৎ, অপর ব্যক্তি, যে স্বপ্নে তার সাথে ছিল, এতে তার কোন অংশ ছিল না। ফলে আমার সাথী লজ্জিত হয়ে বলতে লাগল, চল অনেক দেরী হয়ে গেছে, আমাদেরকে এখন অনেক দূর যেতে হবে, তাই আমরা অতি দ্রুত দরজার দিকে আসলাম। আমার সাথী খুব দ্রুত দরজার বাইরে চলে গেল, আর আমি তখনও ভেতরেই ছিলাম। তখন আমাদের মৌলভী সাহেবের ছেলে এসে আমাকে জাগিয়ে বলল, কি ব্যাপার! আপনি তাহাজ্জুদের পর কুরআন শরীফ না পড়ে আজ শুয়ে গেলেন যে? আমি তাকে রাগতস্বরে বললাম, আমি একটি ভালস্বপ্ন দেখছিলাম, তুমি আমাকে জাগিয়ে খুবই মন্দ কাজ করেছ। সে আমাকে উত্তর দিল, খোদার বান্দা! ফজরের আযান হয়ে গেছে আর মৌলভী সাহেব মসজিদে জামাতের অপেক্ষায় রয়েছেন। চলুন, নামায পড়তে যাই। আমরা দু'জনই মসজিদে চলে গেলাম। আর ওযু করে মৌলভী সাহেবের সাথে বাজামাত নামায পড়লাম। নামায শেষ করার পর এই স্বপ্নের পুরো বিবরণ এবং যেভাবে খোদা তালার নিকট দোয়া করেছিলাম, আর যেভাবে খোদা তা'লা আমাকে স্বপ্নে সবকিছু দেখিয়েছেন, আমি সবকিছু মৌলভী সাহেবকে বললাম। আর এটিও বললাম, আমি হযরত মির্যা সাহেবকে আমার জীবনে পূর্বে কখনো দেখি নি, আর কখনো কাদিয়ানেও যাই নি।

এ স্বপ্নের ব্যাখ্যায় মৌলভী সাহেব বললেন, আপনি যে বাগান, শুকনো নদী এবং প্রাসাদ, ইত্যাদি দেখেছেন, এর দ্বারা শরীয়তের বাগান বুঝাচ্ছে। আর নদী হল, যুগের আলেমগণ, যারা শুকিয়ে গেছে, তাদের কাছে এখন কোন জ্ঞান নেই, শরীয়তের মূল তাদের কাছে নেই। আর মহল এবং ঘর দ্বারা আমল বুঝানো হয়েছে, আর পেয়ালা দ্বারাও আমল বা কর্ম বুঝিয়েছেন, যার মধ্যে কিছুটা ত্রুটি রয়েছে। ডিম্বাকৃতি বলতে বুঝায় যে, এটি সোজা নয়। আর স্বপ্নে যে পূর্বদিকের ইংগিত রয়েছে, তার অর্থ হলো, কাদিয়ান, আমাদের গ্রাম থেকে কাদিয়ান পূর্ব দিকেই অবস্থিত। এ ছাড়াও পূর্ব দিক সংক্রান্ত হাদীস বুঝে নাও। আর সেই বুযূর্গ, অর্থাৎ- মসীহ্ পূর্বদিকেই আবির্ভূত হবেন। এটিও হাদীসের দিকেই ইঙ্গিত করছে, ইচ্ছা হয় বুঝে নাও। আর আপনি যে সম্মানিত-ব্যক্তির চেহারার বিবরণ দিয়েছেন, তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ্ মওউদ এবং মাহদীয়ে মাশহুদ, আর হাতের ইশারার অর্থ হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জামাতে অন্তর্ভূক্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী শরীয়ত ও বেহেশ্‌তের দরজার সন্ধান পাবে না। আপনি যে নিদর্শন যাচ্না করেছেন, সে নিদর্শন খোদা তা'লা আপনাকে দেখিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, জুমুআর দিন আমি কাদিয়ান যাব, আপনিও আমার সাথে চলুন।

যদি আপনার স্বপ্ন-অনুযায়ী সে-বুযূর্গ হযরত সাহেব হয়, তবে মেনে নিবেন, কোন জোর-জবরদস্তি নেই। মোটকথা, আমরা বৃহস্পতিবার কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলাম। আমরা যখন কাদিয়ান পৌঁছলাম, তখন আমার প্রচন্ড জ্বর হল। মৌলভী সাহেব হযরত সাহেবের কাছে নিবেদন করলেন, আমাদের একটি ছেলে, যে সত্যের সন্ধানে এখানে এসেছে, তার জ্বর হয়েছে। হযরত সাহেব আমাকে দেখলেন এবং বললেন, মৌলভী সাহেব! আপনি তাকে রোযা রেখে সফরের কেন অনুমতি দিলেন? যদি পথিমধ্যে জ্বর বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হতো, তখন আপনি কী করতেন? এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার বিরোধী। যাহোক, আমি ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ্ ঠিক হয়ে যাবে। ঔষধ এসে গেল। সম্ভবত হামেদ আলী সাহেব ঔষধ নিয়ে এসেছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই। আমি ঔষধ খেলাম এবং জ্বর একেবারেই ভাল হয়ে গেল। সে সময় আমি জ্বরে অচেতন থাকার কারণে হযরত সাহেবকে ভালভাবে চিনতে পারি নি। পরবর্তী দিন ছিল জুমুআ।

আমি ওযু করে সামনে বসার জন্য দ্রুত মসজিদে গেলাম এবং প্রথম সারিতেই জায়গা পেয়ে গেলাম। প্রথমে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব এবং এরপর মৌলভী সাহেব অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল সাহেব আসেন এবং তাঁদের পর হযরত মির্যা সাহেব আসেন, আর আমি তাকে দেখা মাত্রই চিনতে পারি যে, ইনি-ই আমার স্বপ্নে-দেখা ব্যক্তি এবং আমি মৌলভী সাহেবকে বললাম, এই লোকই ইবনে মরিয়ম, যাকে আমি দু'বার স্বপ্নে দেখেছি! তখন মৌলভী সাহেব নিশ্চিন্ত হলেন এবং ভাবলেন আজ এ ব্যক্তি নিজ থেকেই বয়আত করবে। যখন আমরা কাদিয়ান যাচ্ছিলাম, তখন আমরা ছিলাম চারজন। আমি প্রথম, দ্বিতীয় মৌলভী সাহেব, তৃতীয় সে, যে স্বপ্নেও আমাদের সাথে ছিল আর চতুর্থত কুমার পেশার এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি বয়আতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। মোটকথা, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব খুতবা প্রদান করেন আর নামাযও তিনিই পড়ান।

জুমুআর নামাযের পর ঘোষণা করা হল, যারা বয়আত করতে চান, তারা সামনে এসে বয়আত করে নিন। যাহোক, সেদিন অনেকেই বয়আত করার জন্য অগ্রসর হল, যাদের মাঝে আমাদের কুমার সাথীও ছিল। আমি যখন বয়আত করতে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন আমার সাথী, যে স্বপ্নেও আমার সাথে ছিল, আমার বয়আতে বাঁধা দিল আর কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, তুমি মির্যা সাহেবের বইগুলো পড়ছিলে তাই সেসব চিন্তাধারা স্বপ্নে মূর্ত হয়েছে– এছাড়া আর কিছু না। তোমার স্বপ্ন ভ্রান্ত। তিনি বলেন, সে এসবকিছু আমাকে বলে আর কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে বলে যে, সব ধোকা বৈ কিছু নয়; অপরদিকে আমিও মানসিকভাবে দুর্বল ছিলাম, অর্থাৎ-মানুষের কথায় গলে যেতাম। ফলে সে আমাকে বয়আত করা থেকে বিরত রাখল।

পরবর্তী দিন সকাল সকাল আমরা চারজন কাদিয়ান থেকে নিজ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। যখন আমরা বাটালা থেকে আলী ওয়াল যাবার রাস্তায় অবস্থিত মুলে ওয়াল গ্রামের কাছাকছি পৌঁছলাম, তখন মৌলভী সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বয়আত করেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, কেন কর নি? তোমার স্বপ্ন অনুযায়ী সবকিছু পূর্ণ হয়ে গেছে, তবুও কেন বয়আত করো নি? আমি উত্তরে বললাম, ঐ ব্যক্তি আমাকে বাঁধা দিয়েছে আর বলেছে, তুমি মির্যা সাহেবের বই-পুস্তক পড় বলে সেই চিন্তাধারাই হুবহু তোমার স্বপ্নে মূর্ত হয়েছে বৈ আর কিছু নয়। এ কথা শোনা মাত্রই মৌলভী সাহেব আমার সাথে এবং ঐ ব্যক্তির সাথে, যে তার চাচাত ভাই ছিল, ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন, আর আমাকে বলতে লাগলেন, যথেষ্ট হয়েছে, এখন থেকে তোমার সাথে আমার ছাত্র-শিক্ষক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হলো। আমরা আসরের নামাযের সময় আমাদের গ্রামে পৌঁছলাম।

এরপর আমি চার-পাঁচ দিন আমার গ্রামে অবস্থান করলাম। কিন্তু মৌলভী সাহেব আমার প্রতি অসন্তুষ্টই থাকলেন। ঘটনাক্রমে ভামড়ী গ্রাম থেকে আমার কাছে বাবু জান মুহাম্মদের চিঠি আসলো যে, আমি বদলি হয়ে হার চোয়াল নহরের বাংলোতে এসে গেছি, আর আমার কাছে অনেক কাজ আছে। আমি শুনেছি, আপনি চাকরি ছেড়ে চলে এসেছেন। তাই পত্র পাওয়া মাত্রই ভামড়ী বা হার চোয়ালের বাংলোতে চলে আসবেন। যাহোক, আমারও মন উদাস ছিল। আমি পত্র পাওয়ার পরদিন কাদিয়ানের রাস্তায় হার চোয়ালের বাংলোতে পৌঁছে গেলাম। বাবু সাহেব আমাকে হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানান ও আদর-যত্ন করেন। পরবর্তী দিন আমাকে কাজ দেয়া হল, আর আমি ব্যস্ত হয়ে গেলাম।

তৃতীয় দিন আমি আবার স্বপ্ন দেখলাম, আর স্বপ্নটি হলো, মির্যা সাহেব, অর্থাৎ-মসীহ্ মওউদ (আ.) আমার কাছে এসে বসলেন, আর আমি সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে গেলাম। গদ্দীনশীনদের রীতি

অনুযায়ী তাঁর পায়ে চুমু দেবার জন্য মাথা অবনত করলাম, কিন্তু হযরত সাহেব আমাকে তাঁর পবিত্র হাতে বাঁধা দিলেন এবং বললেন, এটি শির্‌ক। এরপর তিনি বললেন, দেখ মিয়াঁ ফযল উদ্দিন! তুমি খোদার কাছে দোয়ার মাধ্যমে নিদর্শন চেয়েছিলে, 'যদি আমাকে বাহ্যিকভাবে অথবা স্বপ্নে নিদর্শন দেখানো না হয় তবে কিয়ামতের দিন হে খোদা! এ বান্দাকে তুমি বলতে পারবে না যে, তুমি মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করো নি কেন?

অতএব, এখন তুমি নিদর্শন লাভ করেছ আর তোমার সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। এতটুকু বলেই তিনি চলে গেলেন, আর আমি স্বপ্ন থেকে উঠে কাঁদতে শুরু করলাম। আর এত কাঁদলাম যে, অশ্রুতে আমার বুক ভিজে গেল। আর তখনি আমি বাবু সাহেবকে না বলে খালি পায়ে উঠে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে ছুটলাম (জুতাও পরেন নি)। এক ব্যক্তি আমাকে ছুটতে দেখে বাবু সাহেবকে গিয়ে বলল যে, মিস্ত্রি সাহেব নিজের গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছেন। তখন বাবু সাহেব ঘোড়ায় চড়ে আমার পিছু পিছু এসে হার চোয়াল নদীর সেতুতে আমাকে ধরে ফেলেন এবং বলেন, আপনার কী হয়েছে, আপনি অনুমতি না নিয়েই নিজ গ্রামে চলে যাচ্ছেন, সবকিছু ঠিক আছে তো? আমি বললাম, আমাকে যেতে দাও, আমি গ্রামে যাচ্ছি না, আমি কাদিয়ান যাচ্ছি।

কাদিয়ানের নাম শোনার সাথে সাথে সে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। কেননা, সেও বিরোধী ছিল আর এখনও বিরোধী রয়েছে। মোটকথা, সে আমাকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছিল, না আর আমিও যাবার ইচ্ছায় অনড় ছিলাম। আমি বিনয়ের সাথে বললাম, বাবু সাহেব! আমাকে যেতে দিন, নইলে আমি এখানেই জীবন দিয়ে দিব। কেননা, এটি আমার সাধ্যের ব্যাপার নয়। একটি শক্তিশালী অস্তিত্ব আমাকে জোরপূর্বক নিয়ে যাচ্ছে। আমি তিন দিন পর আপনার নিকট ফিরে আসার অঙ্গীকার করছি। যাহোক, সে আমাকে ছেড়ে দিল। আমি মনে মনে বলছিলাম, মির্যা সাহেব সত্য, কেননা-আমার মনের কথা তিনি বলে দিয়েছেন যে, তোমার সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। অতএব, আমি কাদিয়ান পৌঁছলাম। এখন যেখানে লাইব্রেরী রয়েছে, এর পিছনে কূপের পাশে একটি ছাপাখানা ছিল। সেই ছাপাখানায় মির্যা ইসমাঈল কাজ করতেন।

আমি তাকে বললাম, মির্যা সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। তিনি বললেন, যোহরের নামাযের সময় তিনি মসজিদে মুবারকে যাবেন, আপনি সেখানে সাক্ষাৎ করে নিন। তিনি (আ.) সেদিন যোহরের নামাযে আসেন নি, মাগরীবের সময় এসেছেন। আমি তাঁর (আ.) সাথে সাক্ষাৎ করে নিবেদন করি, হুযুর! আমি বয়আত করতে চাই। হুযুর (আ.) বললেন, তিনদিন পর বয়আত নেয়া হবে। যাহোক, আমি সেখানে তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করি এবং তৃতীয় দিন আমি, ফারুক পত্রিকার সম্পাদক মীর কাশেম আলী সাহেব ও তৃতীয় আর একজন ছিলেন তার নাম আমার মনে নাই, খুব সম্ভব মৌলভী সারওয়ার শাহ্ সাহেব হবেন, আমরা তিনজন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতে দাখিল হই। এভাবেও আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে বয়আত করাতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, 'আমাদের তবলীগের অনেক কাজ ফিরিশ্‌তারা সম্পন্ন করে থাকে'।

আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীর পদমর্যাদা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন, আর তাঁদের বংশধরদের স্বীয় প্রবীণ ও বর্ষীয়ানদের পুণ্যকর্ম সমূহ অবলম্বন করার তৌফিক দিন।

আমি এখন একজন শহীদের স্মৃতিচারণ করতে চাই এবং জুমুআর নামাযের পর তাঁর গায়েবানা জানাযাও পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্। তিনি হচ্ছেন মোকাররম চৌধুরী মঞ্জুর আহমদ গোন্দল সাহেবের ছেলে মোকাররম মোহতরম চৌধুরী নুসরত মাহমুদ সাহেব। তার পারিবারিক পরিচয় হলো, হযরত চৌধুরী এনায়েত উল্লাহ্ সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে তাঁদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয়; যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। শহীদ মরহুমের দাদা জনাব চৌধুরী ইখলাস আহমদ সাহেবের কাযিন ছিলেন। পরবর্তীতে তার প্রচেষ্টায় প্রথম খিলাফতের সময় চৌধুরী ইখলাস আহমদ সাহেবও বয়আত করেন। তার পূর্ব পুরুষগণ শিয়ালকোর্ট জেলার বাহওয়ালপুরের অধিবাসী ছিলেন। দীর্ঘ দিন অর্থাৎ-প্রায় ৩০বছর চৌধুরী নুসরত সাহেব মন্ডী বাহাউদ্দীনে বসবাস করেন। ২০০৮ সালে স্ত্রী ও ছোট মেয়েসহ আমেরিকার নিউইয়র্কস্থ লং আইল্যান্ডে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করেন।

নুসরত মাহমুদ সাহেব ৬ই মার্চ ১৯৪৯ সালে শিয়ালকোট জেলার বাহওয়ালপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর শিয়ালকোটের 'মারে' কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর মন্ডি বাহাউদ্দীনের শাহ্ তাজ সুগার মিলে চাকরী করেন। তিনি সেখানে প্রায় ৩৫ব ছর ম্যানেজার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। যেমনটি আমি বলেছি, এরপর তিনি আমেরিকায় চলে যান। তিনি গত সেপ্টেম্বরে তার ছোট মেয়ে শায়েযাহ্ মাহমুদ সাহেবার বিয়ে উপলক্ষে আমেরিকা থেকে পাকিস্তানে আসেন। শহীদ সা'দ ফারুক সাহেবের সাথে ৫ই অক্টোবর ২০১২ সালে শায়েযাহ্ মাহমুদ সাহেবার বিবাহ সম্পন্ন হয়, যাকে বিয়ের তৃতীয় দিনই শহীদ করা হয়েছিল। তিনি ফারুক আহমদ কাহলুন সাহেবের ছেলে। আমি ১৯শে অক্টোবর জুমুআর দিন জানাযা উপলক্ষে সা'দ ফারুকের কথা উল্লেখ করেছি। শহীদ সা'দ ফারুক সাহেব এবং তার বেয়াই ফারুক আহমদ কাহলুন সাহেব ও পরিবারের আরো কয়েকজন পৌরসভাস্থ বায়তুল হামদ মসজিদ থেকে জুমুআর নামাযের পরে বাড়ী ফিরছিলেন তখন অজ্ঞাত পরিচয় দুষ্কৃতকারীরা তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করে। সা'দ ফারুক সাহেব ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান। দু'তিন সপ্তাহ পূর্বে তার জানাযা পড়ানো হয়েছে। বাকীরা আহত হন।

চৌধুরী নুসরত মাহমুদ সাহেবের ঘাড়ে একটি গুলি লাগে এবং দু'টি গুলি তাঁর বুকে বিদ্ধ হয়। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তাকে প্রথমে শহীদ আব্বাসী হাসপাতাল এবং পরে আগা খাঁন হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। প্রায় ২৮দিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। আরোগ্য লাভ সম্ভব হয় নি বরং কয়েকটি ক্ষত দ্রুত

অবনতির দিকে যায় যে কারণে গত ২৭ নভেম্বর মঙ্গলবার রাত ১১টায় তিনি প্রিয় প্রভুর নিকট ফিরে যান এবং শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় শহীদ মরহুম মূসী ছিলেন এবং ধর্মসেবার প্রেরণায় ছিলেন সমৃদ্ধ। মন্ডি বাহাউদ্দীনে বসবাসের সময় তিনি সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা ও সেক্রেটারী তবলীগ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বিভিন্ন পদে থেকে জামাতের কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

২০০৮ সালে আমেরিকা স্থানান্তরিত হবার পর নিউইয়র্কের লংআইল্যান্ডে, তিনি সেক্রেটারী তরবীয়ত হিসাবে খিদমত করছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ঈমানদার মানুষ ছিলেন। যেখানে কাজ করতেন সেখানে একবার সততার জন্য পুরষ্কারও লাভ করেছিলেন। খিলাফতের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সকল তাহরীকে তিনি গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন। তবলীগের কাজে নিজে উপস্থিত হতে না পারলে অন্যদের যাবার জন্য নিজের গাড়ী দিয়ে দিতেন যেন পুণ্যকর্মে অংশীদার হতে পারেন। তার ছেলে কাশেফ আহমদ দানেশ পিতা সম্পর্কে লিখেন, আমি আমার পিতাকে অত্যন্ত স্নেহশীল ও সন্তান বাৎসল্যে পূর্ণ পেয়েছি। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত সর্বদাই তিনি সন্তানদের ব্যাপারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাদের সুশিক্ষিত ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করতেন। তিনি উন্নত চরিত্র ও নম্রভাষী মানুষ ছিলেন। তিনি সন্তানদের কখনও তুমি বলে ডাকেন নি বরং আপনি বলে সম্বোধন করতেন। তার ছেলে বলেন, তিনি আমার জামাতী কাজের প্রতি আগ্রহ দেখলে সব সময় আমার কাজের প্রশংসা করতেন।

আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য সর্বদা নসীহত করতেন। বাড়ি ফিরে সর্বপ্রথম সন্তানদের নামাযের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন। কোন কারণে কেউ নামায না পড়ে থাকলে, তিনি তৎক্ষণাৎ নামায পড়তে বলতেন। আমি যখন ছোট ছিলাম, তিনি আমাকে বাজামাত নামায পড়ার জন্য সাথে নিয়ে যেতেন। কাজের মাঝে বা সফরে যেখানেই থাকতেন না কেন নামাযের বিশেষ ব্যবস্থা করতেন। কারো সাথে রূঢ়ভাবে কথা বলেন নি। সর্বদাই নৈতিক গুণাবলীতে সজ্জিত হওয়ার কথা বলতেন। তার নম্র-কথন এবং মিশুক স্বভাবের কারণে অল্প সময়ই মানুষ তার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হতো। তার সম্মানিতা স্ত্রী বর্তমানে আমেরিকায় আছেন। তিনি সসম্প্রতি এখানে এসেছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে চলে যান, তিনিও সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন। তার জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাকেও আরোগ্য দান করুন।

তার ছেলে কাশেফ আহমদ দানেশ কানাডায় থাকেন এবং সেখানকার খোদ্দামুল আহমদীয়া কানাডার নায়েব সদর হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। মরহুমের তিনজন কন্যা সন্তান রয়েছে। সর্ব কনিষ্ঠ কন্যা শহীদ সা'দ ফারুকের বিধবা স্ত্রী। মুহাম্মদ মুনীর শামস সাহেব মুরব্বী হিসেবে মন্ডি বাহাউদ্দীনে প্রায় ১১ বছর কাজ করেছেন। তিনি বলেন, জেলা মুরব্বী হিসেবে তাঁর সাথে ১১ বছর কাজ করার সুযোগ হয়েছে। তিনি সুগার মিলের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তিনি সেখানকার আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম, সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা, মসজিদ, অতিথিশালা ও মুরব্বী কোয়ার্টার কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন, তিনি পাঁচ বেলার নামায বাজামাত পড়তেন। বাড়িতে খাবার খেয়ে অফিসে যেতেন। যোহরের নামাযের সময়ও তিনি অফিস থেকে প্রথমে নামাযে যেতেন এরপর আবার অফিসে যেতেন। মসজিদের পাশেই মুরব্বী কোয়ার্টার ছিল।

মুরব্বী সাহেব বলেন, যখনই কোনদিন নিভৃতে কিছুটা ইবাদত করার অর্থাৎ মসজিদে গিয়ে ফজরের পূর্বে নফল পড়ার পরিকল্পনা ও চেষ্টা করতাম সর্বদা নুসরত মাহমুদ সাহেবকে মসজিদে উপস্থিত দেখতাম। যখনই গিয়েছে তাঁকে আল্লাহ্ তা'লার দরবারের অঝোরে কেঁদে কেঁদে দোয়ারত দেখতে পেয়েছি। তিনি আয় অনুযায়ী সঠিক বাজেট লিখাতেন এবং সঠিক সময় চাঁদাও পরিশোধ করে দিতেন। সদকা প্রদান ও পুণ্যকর্মে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিতেন। তিনি পরিচ্ছন্নতা-প্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখতেন সেই সাথে গেষ্ট হাউস ইত্যাদির পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতারও খেয়াল রাখতেন। মুরব্বী সাহেব বলেন, আমার সাথে প্রাতঃভ্রমনে গেলে তিনি পথে জাগতিক কোন আলোচনা বা কথা বলতেন না। সবসময় তবলীগ এবং জামাতী বিষয়ে কথা বলতেন। নিজের গাড়ীতে পেট্রোল ভরে জামাতী কাজে বা গরীব ছেলে মেয়েদের জন্য দিয়ে দিতেন। যাতায়াতের পথে কোন গরীবকে লিফট দেয়ার প্রয়োজন হলে তাও করতেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে কখনও রাগান্বিত হতে দেখিনি।

তাঁর এক অ-আহমদী কর্মচারী বলেন, আমি পঁচিশ বছর ধরে নুসরত সাহেবর সাথে কাজ করছি, তিনি কখনও আমাকে ধমক দেন নি এবং কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করেন নি। সব কর্মচারীকে প্রতি ঈদে অবশ্যই নতুন কাপড় ও ঈদের উপহার দিতেন। খিলাফতের সাথে গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। খুতবা সবসময় প্রথম সম্প্রচারের সময় শুনতেন এবং সফরে খুতবায় বর্ণীত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং বিষয়বস্তু বর্ণনা করতেন। তিনি সর্বদাই ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেয়ার নসিহত করতেন। মুরব্বী সাহেব বলেন, কোথাও যাবার থাকলে তিনি প্রথমে মুরব্বী সাহেব ও তার পরিবারকে নিজের গাড়ীতে করে পৌঁছে দিতেন এরপর এসে নিজের পরিবারকে নিয়ে যেতেন। ভোজসভায় অবশ্যই গরীবদেরও নিমন্ত্রণ জানাতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর সন্তান সন্ততিদেরও পিতার পুণ্যকর্মকে ধরে রাখার তৌফীক দান করুন।

আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানের প্রত্যেক আহমদীকে আহমদীয়াতের শত্রুদের সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং নিজ অপার কৃপায় অচিরেই তাদের বিজয় ও আপন সাহায্যে ধন্য করুন। যেমনটি আমি বলেছি, এ দিনগুলোতে দোয়ার প্রতি খুব বেশি জোর দিন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

# মৌলিক মানবাধিকার : ধর্মীয় স্বাধীনতা

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

## মৌলিক মানবাধিকারের সার্বজনীন স্বীকৃতি :

পৃথিবীর সকল স্বাধীন-দেশে সকল মানুষ কতগুলি জন্মগত মৌলিক-অধিকার ভোগ করতে পারে–যার মধ্যে ধর্মীয়-মত পোষণ করা, ধর্ম পালন করা এবং শান্তিপূর্ণ-পদ্ধতিতে ধর্ম প্রচার করা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত। পৃথিবীর কোন সত্য-ধর্ম এবং সত্য-আদর্শ ধর্মীয় ব্যাপারে জোর-জুলুমের শিক্ষা দেয় নাই। তেমনিভাবে, পৃথিবীর স্বাধীন ও সভ্য-রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানে এবং জাতিসংঘের সর্বসম্মত ঘোষণাতেও ধর্মীয়-স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছে। মানবীয় বিচার-বুদ্ধি ও বিবেক এবং সভ্য-জগতের রীতি-নীতি কখনই একথা মানতে প্রস্তুত নয় যে, এক ব্যক্তির ধর্ম, অন্য কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্রীয়-যন্ত্রের আইন দ্বারা নির্ণীত হবে–সেই ব্যক্তি নিজেকে যে-ধর্মের অনুসারী বলে ঘোষণা করে তদ্বারা, নয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে, কতিপয় উগ্রপন্থী মোল্লাশ্রেণী এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিত পাকিস্তান সরকার এই সকল সার্বজনীন আদর্শ ও মানবাধিকার-নীতি পদ-দলিত করে শান্তিপ্রিয় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কঠোর নির্যাতন-মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং বাস্তবক্ষেত্রে জন্মগত মৌলিক অধিকার হতে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে। যে ধর্মের নামে তারা এই সকল নির্যাতন ও দমন-নীতির আশ্রয় নিয়েছে, সেই ধর্ম, তথা ইসলাম কি তাদের এই নীতি সমর্থন করে? উদার মন ও মুক্ত বিচার-বুদ্ধি, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং বুযুর্গানে দ্বীনের অভিমতের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শান্তিবাদী ধর্ম ইসলাম এবং বিশ্বের রহমত বা কল্যাণরূপে আগমনকারী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনই এই ধরনের জোর-জবরদস্তি ও অমানবিক-পন্থা নির্ধারণ করেন নাই।

## (ক) পবিত্র কুরআনের আলোকে :

ইসলামে ধর্মীয়-বিশ্বাস ও বিবেকের-স্বাধীনতা সুস্পষ্টরূপে ঘোষিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ৩৪তম রুকুতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে :

***"লা ইকরাহা ফিদ্দীন"*** –অর্থাৎ, ধর্মের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নিষিদ্ধ।

অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে যে, ধর্মীয় মত-পার্থক্যের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারী একমাত্র খোদা তাআলা স্বয়ং। তাই বলা হয়েছে :–

*"আল্লাহ্ তাহাদের (পরস্পর বিরোধীদের) মধ্যে কেয়ামতের দিনে বিচার করিবেন সেই বিষয় সম্বন্ধে, যাহাতে তাহারা মতানৈক্য পোষণ করিয়াছে"* (সূরা বাকারা : ১৪তম রুকু)।

উপদেশ দানের ক্ষেত্রে ইসলাম যুক্তি, জ্ঞান ও নিদর্শনের উপর জোর দিয়েছে, ধর্মের ব্যাপারে দমন-নীতি বা দারোগাগিরির অধিকার কাউকে দেয়া হয় নাই। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতের মধ্য থেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি বরাতের উল্লেখ করা হলো :

*"বলো : ইহা তোমাদের রব্বের নিকট হইতে সমাগত সত্য। সুতরাং, যাহার ইচ্ছা, সে ইহাতে বিশ্বাস আনুক এবং যাহার ইচ্ছা, সে অবিশ্বাস করুক"* (সূরা বাকারা : ৪র্থ রুকু)।

*"আর যদি তোমার রব্ব ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে যাহারা আছে, তাহারা সকলেই বিশ্বাস করিত। সুতরাং, তুমি কি মানুষদিগকে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য বাধ্য করিবে? আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন আত্মাই বিশ্বাসী হইতে পারে না"* (সূরা ইউসুফ, ১০ম রুকু)

*"সুতরাং উপদেশ দাও, কারণ, তুমি একজন উপদেশ-দানকারী মাত্র। তোমাকে তাহাদের উপর রক্ষী হিসাবে মনোনীত করা হয় নাই।"* (সূরা গাশিয়া, ১ম রুকু)।

*"এবং তাহার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আল্লাহ্‌র মসজিদে আল্লাহ্‌র নামের যিকির করিতে বাধা প্রদান করে এবং সেইগুলিকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে?"* (সূরা বাকারা, ১৪তম রুকু)।

সুতরাং, পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীর আলোকে এ-কথা অনস্বীকার্য যে, ধর্মীয়-বিশ্বাস, তথা আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পূর্ণ-স্বাধীনতা রয়েছে, জোর-জবরদস্তি বা অত্যাচার-নীতির প্রশ্ন অবাস্তব এবং অবান্তর। ইসলামের প্রথম-যুগে, তথা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শুধু ধর্মীয় মত-পার্থক্যের কারণে মুসলমানগণ কখনই কোন যুদ্ধ করেন নাই। কেননা, যুদ্ধ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো :–

***"উযেনা লিল্লাযীনা ইউকাতালুনা বে আন্নাহুম যুলেমু। ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরিহিম লাকাদীর"।*** অর্থ: *"যুদ্ধ করার অনুমতি তাহাদের জন্য রহিয়াছে, যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইয়াছে–কেননা তাহাদের উপর যুলুম করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাদিগকে সাহায্য করিবার ক্ষমতা রাখেন।"* (সূরা হজ্জ : ৬ রুকু)।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু ধর্মীয় মত-পার্থক্যের কারণে কখনই যুদ্ধ করেন নাই। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর খেলাফতকালে যে 'রিদ্দার যুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছিল, তার কারণ এই ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীরা প্রতিষ্ঠিত খেলাফত-ব্যবস্থার

বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। বর্তমান যামানার আহমদীগণ প্রতিষ্ঠিত কোন খেলাফত-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে (এরূপ খেলাফত বর্তমানে অন্য কারো মধ্যে বিদ্যমান আছে কি?)কখনই সশস্ত্র-বিদ্রোহ ঘোষণা করে নাই। সুতরাং, একদিকে জগদ্ব্যাপী ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা নাই এবং অন্যদিকে আহমদীরাও সশস্ত্র সংগ্রাম করছে না। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে কোন কঠোর-ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার কারো থাকতে পারে না। আহমদীগণ ইসলামের পবিত্র কলেমা তৈয়বা-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্-র উপর পুর্ণভাবে বিশ্বাসী।

## (খ) হাদীসের আলোকে :

কোন মানুষের অন্তরের বিশ্বাসকে একমাত্র খোদা তাআলাই সঠিকভাবে জানেন। এক যুদ্ধে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) এক শত্রুকে হত্যা করেন, যদিও সেই-ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে 'কলেমা তৈয়ব' উচ্চারণ করেছিল। এই ঘটনার কথা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে পৌঁছলো, তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বললেন : "হে রাসূলুল্লাহ্, ঐ ব্যক্তি তো মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। হযরত রাসূল করীম (সা.) বললেন :-

***"আলা শাকাকতা আন কালবিহি।"*** অর্থ: "তুমি কি তার হৃদয় চিরিয়া দেখিয়াছিলে?" (মসনদ ইমাম আহমদ)।

এই হাদীস হতে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয় যে, কোন মানুষ যদি বাহ্যিকভাবে ঈমান আনয়নের ঘোষণা দান করে, তবে অন্য কোন ব্যক্তি সেই ঘোষণাকে অবজ্ঞা করার অধিকার রাখে না।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছেন : ***"আমার ধর্মীয়-বিশ্বাসের সংক্ষিপ্তসার হলো : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"*** (তৌজীয়ে মারাম পুস্তক, পৃষ্ঠা ২৩, প্রকাশকাল ১৮৯৯ খৃ:)। সুতরাং, আহমদীদের এই পবিত্র-কলেমা উচ্চারণ ও ঘোষণা করার পর অন্যকোন মানুষ বা রাষ্ট্র সেই ঘোষণাকে অবজ্ঞা করার কোনই অধিকার রাখে না।

বুখারী শরীফের হাদীসে আছে : *"যে-ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলা মুখী হয়ে নামায পড়ে এবং আমাদের যবাই করা পশুর গোশ্‌ত খায়, সে মুসলমান। তার সম্বন্ধে আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল যামানত দিয়েছেন; সুতরাং, তোমরা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র যামানতকে বিনষ্ট করিও না।"*

আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সদস্যগণ ইসলামী নামায, ইসলামী কিব্‌লা এবং ইসলাম-সম্মত যবাই করা গোশ্‌ত খাওয়া–এই সকল বিষয়ই পালন করেন। আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধবাদীগণ এই মৌলিক-শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলে স্বকপোলকল্পিত ভ্রান্ত-ধারণা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন না কি?

অন্য একটি হাদীসে আছে : *"একজন মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যার হাত এবং জিহ্বা হতে অন্যেরা নিরাপদ থাকে"* (বুখারী ও মুসলিম)। বস্তুত: ইসলামী-শিক্ষা এক মুসলমানকে শান্তি-প্রিয়, বিনয়ী এবং মহৎ গুণাবলীর অধিকারী হতে উদ্বুদ্ধ করে। এই শিক্ষা ভুলে পরস্পর হানাহানির নীতি কোন ক্রমেই ইসলাম সমর্থন করে না–একথা অনেকেই বাস্তব ক্ষেত্রে বেমালুম ভুলে বসেছে।

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন : *"ইহুদীরা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল এবং আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভিক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ফির্‌কা ব্যতীত অন্য সকলে অগ্নিতে (অর্থাৎ, ঝগড়া-বিবাদের আগুনে) নিমজ্জিত থাকবে।" একজন সাহাবী প্রশ্ন করলেন : "হে আল্লাহ্‌র রাসূল, সেই দল কোনটি? হযরত রসূল করীম (সা.) বললেন : যে দল আমার এবং আমার সাহাবীদের অনুসারী হবে।"* (তিরমিযী)

এই হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। কারণ, বর্তমানে মুসলিম উম্মত ৭২ ফেরকায় বিভক্ত এবং পরস্পর যুদ্ধ, ঝগড়া-বিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণে মত্ত। এমতাবস্থায় আহমদীয়া জামাত শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের সত্যিকার-শিক্ষা ও আদর্শের পুন:প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ প্রচার-কল্পে সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আহমদীয়া জামাতের কোন সদস্য আক্রমণাত্মক পদ্ধতির দ্বারা তার মতবাদ প্রচার করেছে-এরূপ একটি দৃষ্টান্ত কেউ দেখাতে পারবে কি?

আহমদীদের নৈতিক ও আদর্শিক-জীবন, তালিম ও তরবিয়তী-পদ্ধতি এমনভাবে পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে যে, এই জামাতের কোন সদস্য একথা চিন্তাও করতে পারে না যে, বিরুদ্ধবাদীদের অজ্ঞানতা এবং জাহেলিয়াতের মোকাবেলার জন্য তারাও কোন অজ্ঞানতা এবং জাহেলিয়াতের পথ অনুসরণ করবে। আহমদীয়া জামাতের মহান প্রতিষ্ঠাতা যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে। তিনি বলেছেন : ***"যদি তোমাদের উপর উৎপীড়ন করা হয়, তোমাদিগকে গালমন্দ দেওয়া হয় এবং তোমাদের সম্পর্কে দুর্নাম রটানো হয় ও কটুকথা বলা হয়, তাহা হইলে হুশিয়ার থাকিবে, যেন অজ্ঞানতার মুকাবিলা অজ্ঞানতা দ্বারা না কর। অন্যথায়, 'তোমরাও তাহাদের ন্যায়'-বলে সাব্যস্ত হইবে। খোদা তাআলা তোমাদিগকে এমন এক জামাতে পরিণত করিতে চাহেন, যেন তোমরা জগতের জন্য পুণ্য ও সত্য-পরায়ণতায় দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সাব্যস্ত হও"*** (তবলীগে রেসালত পৃ: ৫৪)। বস্তুত: শান্তি ও যুক্তিবাদী-ধর্ম ইসলামের বিস্মৃত-আদর্শ ও শিক্ষাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আহমদীগণ বিশ্বব্যাপী নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

## (গ) হযরত ইমাম আবু হানিফা (রা.)-এর অভিমত :

যুগে যুগে এক শ্রেণীর মোল্লাদের মুখে 'ইসলাম বিপন্ন'-শ্লোগান ধ্বনিত হয়েছে এবং শান্তিবাদী ইসলামকে তারা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছে। এরূপ ঘটনাবলীর শিকার হয়েছেন অনেক বুযুর্গানে দ্বীন এবং তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণও। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি স্বয়ং মোল্লা-শ্রেণীর কতিপয়ের বিরাগভাজন হয়ে 'কুফরী ফতোয়ার' শিকার হন এবং পরবর্তীতে কারারুদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। এই মহান বুযুর্গ স্বয়ং যে-নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন, তা খুবই স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। তিনি বলেছেন :

*"কোন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমানের আওতা থেকে বহিস্কার করা যেতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেই সেই কলেমাকে প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা না করে, যার দ্বারা সে ঈমান এনেছিল"* (কিতাব মুঈনুল হুক্কাম, পৃ: ২০২)।

তিনি আরও বলেছেন :

*"যে ব্যক্তি নিজেকে মুহাম্মদী উম্মতের*

*একজন বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক, তার উচিত, কলেমা তৈয়ব উচ্চারণ করা এবং হৃদয় দিয়ে উহা বিশ্বাস করা, যদিও ধর্মীয় সকল আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে সে জ্ঞাত না-ও হতে পারে"* (শারাহ ফিকাহ আকবর, মিশরে মুদ্রিত, পৃ: ১০)।

এই মহান-নীতি অনুসরণ করার মাধ্যমে অনেক ভ্রান্ত-ধারণা, অহেতুক পারস্পরিক-বিরোধিতা ও ফতোয়াবাজীর অবসান হতে পারে। তাই ইসলামী-নীতি ও আদর্শের জন্য বাস্তবক্ষেত্রে সহনশীলতা ও শান্তিবাদী পদক্ষেপসহ মুসলিম উম্মতকে একতাবদ্ধ করার মহান লক্ষ্যে আহমদীয়া জামাত এক রূহানী-কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

## (ঘ) রাষ্ট্রীয় সংবিধানের আলোকে :

বাংলাদেশ সহ সভ্য-জগতের স্বাধীন-রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানে ধর্মীয়-স্বাধীনতা এবং অন্যান্য সকল মানবিক মৌলিক-অধিকারের নিশ্চয়তা ঘোষিত হয়েছে। এমনকি, পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ এবং ১৯৭৩ সালে প্রণীত সংবিধান সমূহেও ধর্মীয়-স্বাধীনতার উল্লেখ রয়েছে। ১৯৭৩ সনের সংবিধানের ২০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :–

"(a) Every Citizen shall have the right to profess, practise and propagate his religion ; and (b) Every religious denomination and every Sect thereof shall have the right to establish, maintain and manage its religious institutions." (Article-20).

এই স্বীকৃতি ও নিশ্চয়তার বিধান থাকা সত্বেও মোল্লাশ্রেণীর চাপে পরবর্তীকালে সাংবিধানিক-সংশোধনী আনয়ন করে পাকিস্তানে আহমদীয়া জামাতকে 'নট মুসলিম' অভিহিত করা হয়। বলা বাহুল্য যে, এই সংশোধনী এবং ১৯৮৪ সালের মে মাসে জারীকৃত সামরিক অধ্যাদেশ (যার মাধ্যমে ধর্মীয়-স্বাধীনতা হরণ, যুলুম ও অত্যাচার বিধিবদ্ধ করা হয়েছে) উপরোক্ত ২০ নম্বর অনুচ্ছেদের সাংবিধানিক-নিশ্চয়তার মাপকাঠিতে পরস্পর-বিরোধী নয় কি?

আহমদীয়া জামাতের খলীফা সৈয়্যদনা হযরত মীর্যা তাহের আহমদ (রাহে.) এক বিশেষ-সাক্ষাৎকারে (যা বিগত ২৫-৫-৮৪ তারিখে লন্ডন হতে বি. বি. সি-র মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়েছে) বলেছেন :

**ধর্ম কি জনগণের তৈরী, না খোদার তৈরী? এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। সর্বাগ্রে এর উত্তর জানা দরকার। ধর্ম যদি জনগণের সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্নিত হয়, তাহলে তো নবী-মাত্রই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কেননা, প্রত্যেক নবীকেই তাঁর যুগের সংখ্যা-গরিষ্ঠ লোক অস্বীকার করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে গণ-রায়ও দিয়েছিল। অতএব, এটি একটি অবান্তর দাবী। কারো সম্বন্ধে জনসাধারণ যা ইচ্ছা ধারণা পোষণ করতে পারে, তারা সে-ব্যাপারে আইনও রচনা করতে পারে। কিন্তু এ কি করে সম্ভব যে, কেউ নিজে, নিজের সম্বন্ধে কোন ধারণাই পোষণ করতে পারবে না? এই দুইটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। কেউ যদি কাউকে কুকুর বলে, তাহলে হয়তো বলা যাবে যে, কুকুর বলার অধিকার তার আছে। কিন্তু তাই বলে এ বিষয়টি কি করে চাপিয়ে দেওয়া যায় যে, যাকে কুকুর বলা হয়েছে, কুকুরের মতই তাকে জীবন যাপন করতে হবে? এটা করার অধিকার কি-করে থাকতে পারে?**

*"আসল প্রশ্ন হলো, ধর্ম কি জনগণের তৈরী, না খোদার তৈরী? এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। সর্বাগ্রে এর উত্তর জানা দরকার। ধর্ম যদি জনগণের সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্নিত হয়, তাহলে তো নবী-মাত্রই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। কেননা, প্রত্যেক নবীকেই তাঁর যুগের সংখ্যা-গরিষ্ঠ লোক অস্বীকার করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে গণ-রায়ও দিয়েছিল। অতএব, এটি একটি অবান্তর দাবী। কারো সম্বন্ধে জনসাধারণ যা ইচ্ছা ধারণা পোষণ করতে পারে, তারা সে-ব্যাপারে আইনও রচনা করতে পারে। কিন্তু এ কি করে সম্ভব যে, কেউ নিজে, নিজের সম্বন্ধে কোন ধারণাই পোষণ করতে পারবে না? এই দুইটি বিষয় ভিন্ন ভিন্ন। কেউ যদি কাউকে কুকুর বলে, তাহলে হয়তো বলা যাবে যে, কুকুর বলার অধিকার তার আছে। কিন্তু তাই বলে এ বিষয়টি কি করে চাপিয়ে দেওয়া যায় যে, যাকে কুকুর বলা হয়েছে, কুকুরের মতই তাকে জীবন যাপন করতে হবে? এটা করার অধিকার কি-করে থাকতে পারে? তৎসংগে যদি তাকে এও বলে দেওয়া হয় যে, তুমি এখন থেকে মানুষের মত কথা না বলে ঘেউ ঘেউ করবে–এটা কি সম্ভব? জন-সাধারণের অধিকারের যেমন একটা সীমারেখা আছে, তেমনিভাবে ব্যক্তির অধিকারেরও একটা সীমারেখা আছে। উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম আর মানবতাবাদ এই আদর্শের বুনিয়াদকে রক্ষা করে চলেছে।"*

বলাবাহুল্য যে, বিরুদ্ধবাদীদের মস্তিষ্ক ও হৃদয় যদি কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা-মুক্ত হতো, তা-হলে মানবাধিকারের শাশ্বত-নীতিকেই সমুন্নত রাখতে তারা দ্বিধা করতো না। কিন্তু তমসাচ্ছন্ন তা, কুসংস্কার আর উগ্রতাবাদের প্রবল চাপে মৌলিক মানবধিকার, প্রেম ও বিনয়, যুক্তি ও জ্ঞানের বাণী আজ চরমাকারে নিষ্পেষিত ও পদ-দলিত।

## (ঙ) জাতিসংঘের 'মানবাধিকার' শীর্ষক সার্বজনীন-ঘোষণা :

জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মানবাধিকার-সনদের সার্বজনীন ঘোষণা দ্বারা সকল মানুষের চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয়-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা স্বীকৃত হয়েছে। এই ঘোষণায় বলা হয়েছে :

"Every one has the right to freedom of thought, conscience and religion, this includes freedom to change one's religion or belief, freedom either alone or in community with others in public or private to manifest one's religion or belief in teaching, practice, worship and observance". (Article-18 of the Bill on Human Rights),

যে সকল দেশ জাতিসংঘের এই ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছে, তারা প্রকাশ্যভাবেই এই সকল মানবাধিকারকে স্বীকৃতি দান করেছে। আহমদীদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার-বিরোধী যে কর্মসমূহ করা হয়েছে, তা জাতিসংঘের উপরোক্ত ঘোষণার সুস্পষ্ট অবমাননা।

বস্তুত:পক্ষে পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং অন্যান্য সকল সুসভ্য ও পরিশীলিত-মানদন্ড অনুযায়ী ধর্মীয়- স্বাধীনতা, তথা নিজ ইচ্ছামত ধর্ম পালন ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে প্রচার করার অধিকার একটি সার্বজনীন-স্বীকৃত বিষয়। এতদ্‌সত্বেও কতিপয় উগ্রপন্থী লোক এবং শ্রেণী-বিশেষ হয় বুঝেও না বুঝার ভান করছে, অথবা তাদের কোন দূরভিসন্ধি রয়েছে। কিন্তু এই ভনিতার ফানুস আর কতদিন চলবে! বুদ্ধিমান সূধী-সমাজ ক্রমান্বয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সকল বাধা-বিঘ্ন সত্বেও আহমদীয়া জামাতের শান্তিপূর্ণ কর্ম-তৎপরতা আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বিশ্বব্যাপী তাদের প্রচেষ্টা প্রতিদিনের সূর্যকে নতুন সাফল্য দ্বারা ঐশী সাহায্য ও অনুগ্রহের প্রদীপ্ত পথে অভিনন্দিত করছে।

## ভ্রান্ত-ধারণার অপনোদন :

আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে কতিপয় উগ্রপন্থী-আলেম ও মোল্লাশ্রেণীর লোক নিজেদের অজ্ঞতার কারণে অথবা পার্থিব-উদ্দেশ্য হাসিল করার লক্ষ্যে নানা প্রকার ভ্রান্ত-ধারণা, মিথ্যা প্রচারণা এবং গুজব রটনা করে আসছে। 'হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর সমকালীন আলেম সমাজই তাঁর বর্ণিত সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বুঝতে না পেরে তাকে নানাভাবে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করবে'-এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। বস্তুত: পৃথিবীতে যখনই কোন নবী-রসূল বা সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছেন, তখনই তাঁকে ঠাট্টা ও হাসি-বিদ্রূপ করা হয়েছে (সূরা ইয়াসীন : ২য় রুকু)। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধেও হাসি-বিদ্রূপ, বাধা-বিপত্তির ঝড় প্রবাহিত হয়েছে এবং আজো তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের উপর দিয়ে সেই ঝড় বয়ে চলেছে।

*(ক)* বিরুদ্ধবাদীগণের মধ্যে কোন কোন সীমা-লঙ্ঘনকারী নিতান্ত হীনমন্যতার পরিচয় দিয়ে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে এমন সব প্রপাগান্ডা এবং ভ্রান্তধারণা ছড়াচ্ছে যে, কোন সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং শিক্ষিত ব্যক্তির মাথায় কখনই এরূপ পদ্ধতি (বিশেষত: ধর্মীয় ব্যাপারে) কখনও আসতে পারে বলে মনে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাম্প্রতিক কোন কোন বিরুদ্ধবাদী তাদের কিছু কিছু প্রচার-পত্রে এমন সব কথা বলে বেড়াচ্ছেন এবং এমন কিছু আহমদীয়া-সাহিত্যের রেফারেন্স উল্লেখ করছেন, যেগুলোর হয় কোন অস্তিত্বই নাই অথবা যেগুলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত এবং বিক্ষিপ্ত করা হয়েছে। সুতরাং, সর্বপ্রথম একটি বহুল প্রচারিত ভ্রান্ত-ধারণা সুস্পষ্টরূপে দুর করে দেওয়ার জন্য উল্লেখ করছি যে, বিরুদ্ধবাদীদের যে সকল প্রচারণায় বলা হয়েছে যে, আহমদীরা কলেমা তৈয়ব মানে না, অথবা তারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্জ পালন করে না, সেই সকল প্রচারণা সর্বৈব মিথ্যা।

*(খ)* দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণাটি হলো এই যে, অনেকে বলে বেড়ান যে, আহমদীগণ আল্লাহ্‌কে মানে না, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানে না, পবিত্র কুরআন, সুন্নত ও হাদীস মানে না, ইত্যাদি। এই সকল কথা শুধু নির্জলা মিথ্যাই নয়, নিতান্তই মিথ্যার বেসাতী-ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত হতে পারে না। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, ইহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদা তাআলা ব্যতিত অন্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই, সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে, উল্লেখিত বর্ণনা অনুসারে তা যাবতীয় সত্য।" (আইয়ামুস সুলেহ পুস্তক পৃ: ৮৬)।

*(গ)* তৃতীয়ত:, আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, আহমদীগণ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 'খাতামান নবীঈন' রূপে মান্য করে না। প্রকৃতপক্ষে ইহাও একটি বিভ্রান্তি-সৃষ্টিকারী, উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা মাত্র। কেননা, আহমদীগণ পবিত্র কুরআন মানে এবং সেই কুরআনে যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে 'খাতামান নবীঈন' বলে অভিহিত করেছেন (সূরা আহযাব : ৫ম রুকু), তাই তারা তাঁকে 'খাতামান নবীঈন' বলে অবশ্যই মান্য করে। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছেন :

"আমরা মুসলমান। আমরা এক ও অদ্বিতীয় খোদার উপর ঈমান রাখি এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-কলেমায় বিশ্বাসী এবং খোদা তাআলার কিতাব কুরআন করীম এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে খাতামাননবীঈন বলে মানি" (নূরুল হক পুস্তক, ১ম খন্ড, পৃ-৫)।

এই ঘোষণা সত্ত্বেও আহমদীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার কোন যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে কি? স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে 'খাতামান নবীঈন' বাক্যাংশটির প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা কি? এ সম্বন্ধে আহমদীগণ যে মত পোষণ করে, তা প্রাসঙ্গিক-সূরা আহযাব এবং উহাতে বর্ণিত বিষয়াদির সংগে পুরোপুরী সামঞ্জস্যপূর্ণ, অতীতের বুযুর্গানে দ্বীনের ব্যাখ্যার সহিত সংগতিপূর্ণ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকারী রূপে সাব্যস্ত। (বিস্তারিত জানার জন্য 'খাতামান নবীঈন', 'খতমে নবুওয়াত ও আহমদীয়া জামাত', Truth about `Khatame Nabuat', প্রভৃতি পুস্তকাবলী দ্রষ্টব্য)।

*(ঘ)* চতুর্থত: প্রশ্ন হতে পারে যে, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার মোকাম ও মর্যাদা কি? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, খোদা তাআলার নির্দেশে তিনি নিজেকে 'ইমাম মাহ্‌দী' ও 'মসীহ্ মাওউদ' বলে দাবী পেশ করেছেন। তিনি স্বয়ং বলেছেন : "আমাকে খোদা তাআলার পবিত্র এবং সুস্পষ্ট ওহী দ্বারা সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আমি তাঁরই তরফ হতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং অঙ্গীকারকৃত মাহ্‌দী রূপে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মতভেদ সমূহের মীমাংসার জন্য সুবিচারক রূপে প্রেরিত হয়েছি। আমার জন্য 'মসীহ্ ও মাহ্‌দী' যে দুটি নাম রাখা হয়েছে, উক্ত নাম দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাকে পূর্বেই সম্মানিত করেছেন। পরে খোদা তাআলা আপন সুস্পষ্ট বাণী দ্বারা আমার এই নামই রেখেছেন। যুগের বর্তমান অবস্থাও অনুমোদন করছে যে, আমার এই নামই হোক" ('আরবাইন' পুস্তক, প্রকাশ-কাল ১৯০০ খৃষ্টাব্দ)।

বলাবাহুল্য যে, যারা আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতাকে 'ইমাম মাহ্‌দী' ও 'প্রতিশ্রুত মসীহ্' বলে স্বীকার করে না, তাঁরা তাদের মতে ভবিষ্যতে আগমনকারী 'ইমাম মাহ্‌দী' ও 'মসীহ্'কে কোন্ মোকাম ও মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নিবেন? তিনি যদি তাদের মতে মসীহ্ (আ.) রূপে আকাশ হতেই নেমে আসেন, তবে কি নবুয়ত-চ্যুত হয়েই আসবেন? দু'হাজার বছর আগের যে

বনী-ইস্রায়েলী নবুয়তের পোষাক, তা কি খুলে ফেলতে হবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, হযরত মসীহ্ (আ.)-এর দ্বিতীয়-আগমন সংক্রান্ত বিষয়টি রূপক অর্থে প্রযোজ্য। সেই কারণে আহমদীদের বিশ্বাস এই যে, বনী ইস্রায়েলী হযরত মসীহ্ (আ.) বহু পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন, যা পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইতিহাসের প্রামাণিক দলীল ও বিজ্ঞানের প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত। (আহমদীয়া মসজিদ ও প্রচার-কেন্দ্র হতে এ-সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক পুস্তকাদি সংগ্রহ করতে পারেন)। তাহলে তার দ্বিতীয় আগমন দ্বারা 'মসীলে ঈসা' অর্থাৎ ঈসা সদৃশ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হওয়ার কথাই বলা হয়েছে বলে মানা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। বস্তুত: এরূপ ঘটনা নবুওয়াতের ইতিহাসে পূর্বেও ঘটেছিল। যখন বনী ইস্রায়েলী ঈসা (আ.) আবির্ভুত হয়েছিলেন, তখন সমকালীন ইহুদীরা দাবী করেছিল যে, তাঁর আগমনের পূর্বে এলীয় (হযরত ইলিয়াস আ.) এর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। এই দাবীর উত্তরে হযরত ঈসা (আ.) বলেছিলেন যে, ইয়াহিয়া (আ.) এর আগমনের মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একজন নবীর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী অন্য একজনের আগমন দ্বারা পূর্ণ হয়ে যাওয়া নতুন কোন বিষয় নয়। বস্তুত: ভবিষ্যদ্বাণীর ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই রূপক ও আলঙ্কারিক অর্থে প্রযোজ্য হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইহুদী জাতি আক্ষরিক অর্থে এলীয় নবীর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার আশায় আজও 'WAILING WALL'-এ গিয়ে কান্নাকাটি করছে! এখন পর্যন্ত তাদের সেই আশা এবং আকাঙ্খা পূর্ণ হলো না।

মোট কথা, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার মোকাম ও মর্যাদা ততখানি, যা পবিত্র রসূল মুহাম্মদ (সা.) তাঁর ভাবিষ্যদ্বাণীতে তাঁকে দান করেছেন–অর্থাৎ তিনি 'ইমাম মাহ্‌দী' ও 'মসীহ্ মাওউদ' হওয়ার মর্যাদা দ্বারা ভূষিত হয়েছেন। মুহাম্মদী উম্মতে আগমনকারী ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর মোকাম ও মর্যাদা সম্বন্ধে বিরূপ কোন প্রশ্ন অবান্তর। কেননা, আজ হতে ১৪০০ বছর আগে স্বয়ং হযরত রসূল করীম (সা.) তাঁকে ঐ মোকামের অধিকারী বলে অভিহিত করেছেন। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবী ঐ মোকাম ও মর্যাদা অপেক্ষা একটি অণু পরিমাণও কম বা বেশী নয়। তাই ইমাম মাহ্‌দী হিসেবে তিনি অবশ্যই 'সৎপথ প্রাপ্ত যুগ-ইমাম বা যুগের ধর্মীয়-নেতা' হওয়ার অধিকারী। অনুরূপভাবে তিনি মুহাম্মদী উম্মতে আগমনকারী ঈসা বা মসীহ্ হিসেবে 'উম্মতী নবী' হওয়ার অধিকারী–যেহেতু একদিকে তিনি বনী ইস্রায়েলী ঈসা (আ.)-এর 'মসীল' বা সদৃশ এবং অন্যদিকে মুহাম্মদী উম্মত হতে আবির্ভূত, তাই তাঁর দাবী ইসলামের গন্ডিভুক্ত দাবী; ইসলামকে বাদ দিয়ে নতুন কোন ধর্ম অথবা নতুন কলেমা অথবা পবিত্র কুরআনকে বাদ দিয়ে নতুন কোন শরীয়ত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বাদ দিয়ে নতুন কোন শরীয়তদাতা-নবীর কথা তিনি কখনই বলেন নাই। হযরত মহানবী (সা.)-এর প্রতিশ্রুত আগমনকারী মসীহ্ (আ.) নবুওয়াত-চ্যুত হয়ে আসতে পারেন না। কেননা, হাদীসে তিনি 'নবী উল্লাহ্' (সহী মুসলিম ও মেশকাত দ্রষ্টব্য) বলে অভিহিত হওয়ার গৌরব লাভ করেছেন।

**আহমদী মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে মূল-পার্থক্য শুধু একটাই এবং তাহলো: আহমদীগণ বিশ্বাস করেন যে, বর্তমান যুগই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দীর যুগ এবং তার আবির্ভাব হয়েছে।**

**পক্ষান্তরে, অন্যদের ধারণা এই যে, সেই যুগ এখনও আসে নাই এবং সেই মহামানব আরো পরে আসবেন।**

**ঙ)** প্রশ্ন করা হয়ে থাকে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী কি একই ব্যক্তি হবেন, অথবা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন? বস্তুত: হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় একই প্রতিশ্রুত মহামানবকে কখনও 'মসীহ্ ইবনে মরিয়ম' এবং কখনও 'ইমাম মাহ্‌দী' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং এতদ্বারা একই ব্যক্তিকে দু'টি গুণ প্রকাশক উপাধি প্রদান করা হয়েছে। সহী হাদীসে এসেছে যে ***'লাল মাহদীয়ু ইল্লা ঈসা ইবনু মারয়্যামা'*** অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরীয়ম ব্যতিত অন্য কেহ মাহ্‌দী নাই (ইবনে মাজা-বাব সিদ্দাতুজ্জমান)। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ইবনে মরিয়ম ও ইমাম মাহ্‌দী একই ব্যক্তি হবেন (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড-২, পৃ: ৪১১)।

হিজরী ১২৯১ সালে আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান তার প্রণীত 'হুজাজুল কিরামাহ্' শীর্ষক প্রসিদ্ধ-গ্রন্থে চতুর্দশ শতাব্দীতে মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর আবির্ভাবের সম্ভাবনার উল্লেখ করেছেন (পৃ: ৩৯)। বস্তুত: বর্তমান-যুগে আগমনকারী মহামানব ইমাম মাহ্‌দী এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ উভয়-উপাধি এবং উপাধির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুযায়ী কার্যাবলী সম্পন্ন করবেন।

উল্লেখিত মোকাম ও মর্যাদার তিনটি মৌলিক বিষয় হলো (১) সর্বপ্রথমে তিনি মুহাম্মদী উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর সকল প্রকার মোকাম ও মর্যাদা মুহাম্মদী উম্মতী হওয়ার কারণেই সম্ভব হয়েছে; (২) হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত ইমাম মাহ্‌দীর পদ-মর্যাদা, এবং (৩) হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের যে মোকাম ও মর্যাদা দ্বারা ভূষিত হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, সেই মোকাম ও মর্যাদাই আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) লাভ করবেন।

## মূল পার্থক্য

আহমদী মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে মূল-পার্থক্য শুধু একটাই এবং তাহলো: আহমদীগণ বিশ্বাস করেন যে, বর্তমান যুগই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দীর যুগ এবং তার আবির্ভাব হয়েছে। পক্ষান্তরে, অন্যদের ধারণা এই যে, সেই যুগ এখনও আসে নাই এবং সেই মহামানব আরো পরে আসবেন। ফলত: প্রশ্নটা হলো আন্তরিক বিশ্বাস-ঘটিত, যা বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ-সাপেক্ষ ব্যাপার। আহমদীগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং আধ্যাত্মিক-প্রস্তুতি ও ঐশী-নিদর্শনাবলীর কষ্টি-পাথরে দাবীকারকের দাবীর সত্যতা পরীক্ষা করে তাঁকে সত্য বলে গ্রহণ করেছে। তাদের এই আন্তরিক-বিশ্বাস ও চেতনা-বোধের জন্য তারা খোদা তাআলার কাছে দায়ী থাকবে। অন্য কোন মানুষ বা রাষ্ট্র জোর-জবরদস্তি করে তাদের উপর অন্য কিছু চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার রাখে না। মুসলিম সমাজ আজ বহু দল ও উপদলে বিভিক্ত : সুন্নী, শিয়া, আহলে-হাদীস, আহলে কুরআন, দেওবন্দী বেরলভী, ইসমাঈলী, ইত্যাদি। আমি যদি নিজেকে সুন্নী বলি, তবে শিয়া বা আহলে

হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে সুন্নী মতবাদ অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী করতে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে কি? নিশ্চয়ই রাখে না। সুতরাং বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে ইসলামে যে স্বাধীনতার শিক্ষা রয়েছে ('লা ইকরাহা ফিদ্দীন'-সূরা বাকারা) তা অক্ষরে অক্ষরে মানাই কি সর্বোত্তম পন্থা নয়? আশা করি সুধী সমাজ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন এবং যারা সীমালঙ্ঘনকারী, তাদের অত্যাচারমূলক কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা করবেন।

## উদাত্ত আহ্বান

আজ এ কথা অনস্বীকার্য যে, সকল বাধা-বিপত্তি এবং বিরুদ্ধবাদীদের অপ-প্রচার সত্ত্বেও সত্যাশ্রয়ী বান্দাগণ এক দুই করে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম, সম্প্রদায় ও অঞ্চল হতে এসে এ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইসলামের খেদমতের জন্য সুসংবদ্ধভাবে ইসলামী খেলাফতের পতাকা তলে এই মহান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করছে যে ***'আমরা ধর্মকে পার্থিব সকল বিষয়ের উপর প্রাধান্য দান করিব।'*** বাস্তবক্ষেত্রে এই মহান সংকল্প ও প্রতিশ্রুতির ফলে সাফল্যের পর সাফল্য এবং অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব হয়েছে এবং এই জামাত বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করে চলেছে। বর্তমানে, অর্থাৎ ২০১২ ইং সনে পৃথিবী-ব্যাপী ২০০টিরও অধিক দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শান্তিপূর্ণ এবং শিক্ষামূলক প্রচার-ব্যবস্থা সুসংগঠিতভাবে ইসলামী খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়ে চলছে।

আজ সময় এসেছে, এই মহান আধ্যাত্মিক-আন্দোলন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার। তাই, বিশেষ করে সুধী ও সদগুণবিশিষ্ট সভ্য-সমাজের কাছে উদাত্ত আহ্বান –

*(১)* আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে উন্মুক্ত বিচার-বুদ্ধির আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

*(২)* দ্বিতীয়তঃ, উগ্রপন্থী বিরুদ্ধবাদীদের একতরফা প্রচারণা ও ভ্রান্ত-ধারণাগুলির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে প্রকৃত-সত্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ঐশী নিদর্শনাবলীর আলোকে তথ্যানুসন্ধানের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

*(৩)* তৃতীয়তঃ, সঠিকভাবে অনুসন্ধান না করে শুধু মাত্র শোনা কথা অথবা বিষয়টি সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা জ্ঞানের ভিত্তিতে এই জামাত সম্বন্ধে কু-ধারণা পোষণ করা হতে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

*(৪)* চতুর্থতঃ, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবীসমূহ তথা ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হওয়ার দাবীর সত্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্যে সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিশেষ ভাবে দোয়া করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, তিনি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার জবাব প্রদান করেন এবং সৎপথ প্রদর্শন করেন (সূরা বাকারা : ২৩তম রুকু)।

সুতরাং, আহমদীয়া জামাত তথা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর জামাতকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার আগে এই সকল পন্থায় অগ্রসর হতে বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি।

## বিবেকবান সুধী-সমাজের প্রতি নিবেদন

আজ বিশ্বব্যাপী যে সকল নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যা রয়েছে, তার সমাধান দিতে পারে ইসলাম এবং ইসলামের খেলাফত-ব্যবস্থা, যার পুন:প্রতিষ্ঠা হয়েছে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে। যারা এই খেলাফতের বিরোধিতা করছেন এবং আহমদীদের উপর নির্যাতন চলাচ্ছেন, তারা বিষয়টিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেন নাই–শুধুমাত্র শোনা-কথার উপর ভিত্তি করেছেন অথবা ব্যক্তিস্বার্থজনিত অন্ধত্ব দ্বারা তাড়িত হচ্ছেন। পরিণামে আহমদীয়াতের সত্যতাই প্রকাশ পাচ্ছে।

অত্যাচারমূলক ঘটনাবলী প্রচারের ফলে মানবতা-বিরোধী ও ধর্ম-বিরোধী কার্যকলাপের কারণে বিশ্বের সুধী-সমাজ মোল্লাদের যুক্তি-জ্ঞানের দৈন্য এবং জীবন-দর্শনের ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পাচ্ছে। বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমের দ্বারা এই বিষয়টি বেশী বেশী সম্প্রচারিত হওয়ার কারণে আজ সবাই জানতে পারছে যে, যালেম কারা এবং মজলুম কারা। ফলত: চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মজলুম আহমদীদেরই অধিকতর লাভ হচ্ছে। বস্তুত: ইতিপূর্বে যতবারই আহমদীয়া জামাতের উপরে নির্যাতন করা হয়েছে, ততবারই জামাত অধিকতর দ্রুত-গতিতে উন্নতি ও সাফল্য লাভ করেছে। আজও তেমনি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

আজ আহমদীয়া জামাতের সদস্যদেরকে কঠোরভাবে ইসলামী-জীবন যাপন করার আদর্শের সংগে সংগে পরীক্ষার মুহূর্তগুলি অত্যন্ত ধৈর্য ও সবরের মধ্যে কাটাতে হবে, সর্বদা দোয়া করতে হবে, যেন ঐশী ফয়সালা প্রকাশিত হয় এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে মানবজাতিকে আহ্বান করতে হবে। বিশেষ করে সুধী সমাজকে একথা জানাতে হবে যে, তারা যালেম-সমাজের সহযোগী হতে পারে না। যাদের বিবেক রয়েছে, তারা সত্য ও ন্যায়ের ডাকে মজলুমদের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

একথা ঠিক যে, সত্য ও ন্যায়ের পথ কোন কালেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, এখনও তা হতে পারে না। এটাই বিধিবদ্ধ নিয়ম এবং সকল যুগের ঘটনাবলীই তার সাক্ষী। অতীতের ন্যায় আজও যুলুমকারীরা সোচ্চার হয়েছে। আজ মজলুম আহমদীগণ সেই দোয়াই জানাচ্ছে : ***'মাতা নাসরুল্লাহ্'***-অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে?

বিপদাবলীর কঠোর আঘাতের দ্বারা, নির্যাতনের অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা, এই রূহানী-জামাতের প্রতিটি সদস্যের ঈমান ও আমলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা জীবন্ত-খোদার নৈকট্য লাভ করেছে। আজ মাটির পৃথিবী তাদের কোন ক্ষতিই করতে সক্ষম নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর রচিত 'আনোয়ারুল হক'-নামক পুস্তকে বলেছেন: ***"আমি জানি, খোদা তাআলা আমার সঙ্গে আছেন। যদি আমি পিষ্ট হইয়া যাই এবং এক অণুর চেয়ে ক্ষুদ্রতর হইয়া যাই, এবং চতুর্দিক হইতে দুঃখ, কটুবাক্য এবং অভিশাপ বর্ষিত হইতে দেখি–তবুও আমি জয়ী হইব। যিনি আমার সঙ্গে আছেন, তিনি ব্যতিত আমাকে কেহ জানে না। আমি আদৌ বিনষ্ট হইব না। শত্রুর সকল প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং বিদ্বেষ-পোষণকারীদের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। হে অজ্ঞ এবং অন্ধগণ! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হইয়াছে যে, আমি ধ্বংস হইব? কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা কি কখনও অপমানের সহিত বিনাশ করিয়াছেন যে, আমাকেও তিনি বিনাশ করিবেন? নিশ্চয়ই স্মরণ রাখিও এবং কান পাতিয়া শ্রবণ কর যে, আমার আত্মা বিনাশ হইবার নহে এবং আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার বীজ নেই (মেরী সিরেস্ত্ মে নাকামি কী খামীর নেহী)।"***

# শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

*(৫ম কিস্তি)*

## মহানবী (সা.) মানব জাতির জন্য সুসংবাদ দানকারী

হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য সুসংবাদ বাহক। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- **"ইন্না আরসালনাকা বিল হাক্কি বাশিরাওঁ ওয়া নাযিরা, ওয়া ইম্‌মিন্ উম্মাতিন ইল্লা খালাফীহা নাজির।"**

অনুবাদঃ 'নিশ্চয় আমরা তোমাকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি। আর প্রত্যেক জাতিতেই কোন না কোন সতর্ককারী এসেছে' (সূরা আল ফাতেরঃ ২৫)।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে এমন কোন জাতির জন্ম হয় নাই, যার হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্ পাক কোন নবী পাঠান নাই। সকল জাতিতেই আল্লাহ্ তাআলা সতর্ককারী পাঠিয়েছেন।

এখানে এমন মহান একটা সত্যকে জগতের সামনে তুলে ধরা হয়েছে, যা কুরআন অবতীর্ণ হবার পূর্ব- পর্যন্ত মানবজাতির কাছে অজ্ঞাত ছিল। সেই সত্যটি হলো–অতীতে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষদের আগমন হয়েছে, যারা নিজ নিজ জাতির মধ্যে নিজ নিজ যুগে একই আল্লাহ্‌র বাণী, একই সত্য ও ধর্মপরায়ণতার কথা প্রচার করেছিলেন। এই মহান-সত্য ও বিরাট-তথ্য অন্যান্য ধর্মের ঐশী উৎপত্তিকে সাব্যস্ত করে এবং ধর্মগুলোর প্রবর্তকগণকে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষরূপে প্রমাণ করে। এটা মুসলমানদের ধর্মের অঙ্গবিশেষ যে, তারা অন্যান্য ধর্মের সংস্থাপককে সমভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি করবে। বিশ্বমানবের কাছে এই মহাসত্যকে উপস্থাপন করে ইসলাম বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শুভেচ্ছা ও সমঝোতার ভিত্তি রচনা করেছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিশ্বাসধারী জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে যে পারস্পরিক হিংসা ও রেষারেষি বিদ্যমান রয়েছে, তা দূরীকরণে এ পবিত্র-সত্য সু-মহান অবদান রাখতে পারে।

## বিশ্ব নবী সমস্ত মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র রহমত

হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র মানবজাতির জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ-রহমত স্বরূপ। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- **"ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহ্‌মাতাল্লিল আলামীন।"**

অনুবাদঃ 'আর আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক রহমতরূপেই পাঠিয়েছি' (সূরা আল্ আম্বিয়াঃ ১০৮)

মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। কেননা, তাঁর বাণী বিশেষ জাতি বা দেশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর আগমণের মাধ্যমে বিশ্বের জাতিসমূহ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ-প্রাপ্ত হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে। হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর আগমন প্রকৃতপক্ষে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহের কারণ। তিনি (সা.) এসে ঘুমন্ত দুনিয়াকে জাগ্রত করেছেন। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই মহান এবং শ্রেষ্ঠ নবীকে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য পাঠিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁর আগমন। তিনি (সা.) সকলের মাঝে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন, কোন্‌টি ধ্বংসের পথ এবং কোন্‌টি শান্তি ও নিরাপত্তার পথ। মক্কার কাফেররা নবী করীম (সা.)-এর নবুওয়তকে নিজেদের জন্য বিপদ ও কষ্টের কারণ মনে করতো। তারা বলতো, এ-ব্যক্তি আমাদের জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আসলে তো এই নির্বোধরা যেই মহান ব্যক্তিকে জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টির কারণ মনে করেছে, তারা তখন বুঝতে পারেনি যে, তিনি সকল জাতির জন্য আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন।

## হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন **"ক্বুল ইয়া আইয়্যুহান্নাসু ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামীয়া নিল্লাজী লাহু মুলকুসসামাওয়াতি ওয়াল আরদি, লা ইলাহা ইল্লা হুয়া ইউহ্‌য়ি ওয়া ইউমিতু, ফাআমিনু বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহীন্নাবিঈল**

**উম্মিইল্লাযি ইউমিনু বিল্লাহি ওয়া কালিমাতিহি ওয়াত্তাবিউহু লায়াল্লাকুম তাহ্‌তাদুন।"**

অনুবাদঃ 'তুমি বল, হে মানুষ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি জীবিত করেন এবং মৃত্যুও দেন। অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌ এবং তাঁর এ রসূল উম্মী-নবীর প্রতি, যে আল্লাহ্‌তে ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখে। আর তোমরা তাকে অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হেদায়েত লাভ কর' (সূরা আল্ আ'রাফঃ ১৫৯)।

এ আয়াত থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পূর্বে আবির্ভূত আল্লাহ্‌ তাআলার সকল নবী জাতীয়-নবী ছিলেন। তাঁদের শিক্ষা কেবল মাত্র তাঁরা যে জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন সে জাতির উদ্দেশ্যেই ছিল এবং তা ছিল সেই বিশেষ কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ-যে সময়ে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল। পক্ষান্তরে, পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন, সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং সর্বকালের জন্য। মানবেতিহাসে তাঁর আবির্ভাব এক অনুপম ঘটনা। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে সমগ্র মানব-জাতির জন্য পাঠানোর উদ্দেশ্যই হল সকল পৃথক পৃথক জাতি ও বিভিন্ন মানবগোষ্ঠিকে একই ভাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ করা, যেখানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণজনিত সকল ভেদাভেদ বিলীন হয়ে যাবে, আর তিনি (সা.) একাজই তাঁর অসাধারণ কর্মময় জীবনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে **"ওয়ালিকুল্লি উম্মাতিররাসূলুন, ফাইযা জাআ রাসূলুহুম কুযিয়া বায়নাহুম বিল কিসতি ওয়া হুম লা ইউযলামুন।"**

অনুবাদঃ 'আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে কোন না কোন রসূল। অতএব, তাদের রসূল যখন তাদের কাছে এসে যায়, তখন তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে মিমাংসা করে দেয়া হয়। আর তাদের ওপর মোটেও অবিচার করা হয় না' (সূরা ইউনুসঃ ৪৮)।

'উম্মত'- শব্দটি এখানে শুধুমাত্র জাতির প্রতিশব্দ হিসেবে আনা হয়নি, বরং একজন রসূলের আগমনের পর তাঁর দাওয়াত যতগুলো লোকের কাছে পৌঁছে যায়, তারা সবাই তাঁর উম্মত-এই অর্থে শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এ জন্য রসূলের জীবিত থাকা এবং তাদের মধ্যে সশরীরে অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। বরং রাসূলের তিরোধানের পরও যতদিন তাঁর শিক্ষা জীবিত থাকে, ততদিন দুনিয়ার সমস্ত অধিবাসী তাঁর উম্মত হিসেবে গণ্য হবে। এ প্রেক্ষিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের পর সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁর উম্মত। সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ পাক প্রত্যেক জন-বসতিতে একজন করে নবী পাঠাবার পরিবর্তে সারা দুনিয়ার জন্য একজন মহান ও সবচেয়ে বড় নবী [হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)] কে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ্‌ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে প্রত্যেক জনপদেও নবী পাঠাতেন, এসম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে **"ওয়ালাও শি'য়না লাবায়াছনা ফী কুল্লি কারইয়াতিন নাযিরা।"**

অনুবাদঃ 'আর আমরা যদি চাইতাম, তাহলে অবশ্যই প্রত্যেক জনপদে (জনবসতিতে) সতর্ককারী পাঠাতাম' (সূরা আল ফুরকানঃ ৫২)

আল্লাহ্‌ তাআলা এখানে আমাদের এ শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, প্রত্যেক জনপদেও যদি সতর্ককারী পাঠানোর প্রয়োজন হতো তবে, এ কাজটাও ক্ষমতার বাইরে ছিল না। খোদা তাআলা চাইলে সব জায়গায় পূর্বের মত নবীর আবির্ভাব ঘটাতে পারতেন, কিন্তু তা না করে সারা দুনিয়ার জন্য একজন মহান-নবীকে পাঠিয়েছেন।

কুরআন মজীদে হযরত রসূল করীম (সা.) কে সতর্ককারী, জ্ঞাতকারী এবং গাফলতি ও গোমরাহীর অনিষ্টকর পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শনকারী উপাধি দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁকে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কুরআনের দাওয়াত ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর রিসালাত কোন একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের জন্য নয়, বরং সারা দুনিয়ার জন্য। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনের আরো বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে **"কুল আইউ শায়ইন আকবারু শাহাদাতান, কুলিল্লাহু, শাহিদুম বায়নি ওয়া বায়নাকুম, ওয়া উহিয়া ইলাইয়্যা হাযাল কুরআনু লিউনযিরাকুম বিহি ওয়া মাম বালাগা, আইন্নাকুম লাতাশহাদুনা আন্না মায়াল্লাহি আলিহাতান উখরা, কুল লা আশহাদু, কুল ইন্নামা হুয়া ইলাহুঁ ওয়াহিদুঁয়া ইন্নানি বারিউম মিম্মা তুশরিকুন"**।

অনুবাদঃ 'তুমি বল, সাক্ষ্যরূপে কোন্ বিষয়টি সবচেয়ে বড়? বল, আল্লাহ্‌ই আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী। আর আমার প্রতি এ কুরআন ওহী করা হয়েছে, যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদের এবং যার কাছে এ বাণী পৌঁছায় (তাকে) সতর্ক করি। তোমরা কি নিশ্চতভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছ, আল্লাহ্‌ ছাড়া আরোও কোন উপাস্য আছে? বল, কেবল তিনিই হলেন এক, অদ্বিতীয় উপাস্য এবং তোমরা (তাঁর সাথে) যা শরীক কর, নিশ্চয় আমি এ থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত' (সূরা আল আন্‌আমঃ ২০)। এ আয়াত থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, হযরত রসূল করীম (সা.)-এর ওপর আল্লাহ্‌ তাআলা যে কুরআন করীম নাযেল করেছেন, তা দিয়ে তিনি (সা.) সকলকে সতর্ক করবেন।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

## শুভেচ্ছা

**পাক্ষিক আহমদী'র সকল সম্মানিত লেখক-লেখিকা, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।**

**নতুন বছর সবার জন্য বয়ে আনুক অনেক কল্যাণ ও রহমত।**

**-সম্পাদক**

# চুয়াডাঙ্গা জামা'তের আদিকথা

*সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী*

খাঁটি ঈমান হচ্ছে ধর্মের একটি প্রধান ও প্রাথমিক-ভিত্তি, ইহা ধারণ না করলে ধর্মের কোন ভিত্তিই থাকে না। ঈমান অলীক ও সত্য-বিষয়ে অন্ধ-বিশ্বাস নহে। ইহা হচ্ছে স্বত:সিদ্ধ সত্য-বিষয়ের ওপর বিশ্বাস। যদি কেউ বলে যে, গত রাতে হিমালয় পর্বত উড়ে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত হয়েছে, তাহা কখনো যুক্তিসঙ্গত সত্য-বিশ্বাস নহে।

পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ-জীব। মানুষকে কেন্দ্র করেই আল্লাহ্ তাআলা আসমান-জমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা-কিছু আছে, তৎসমুদয় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সেরা-সৃষ্টি মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে তিনি হরণ করেন নি। হক্ব ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার সু-স্পষ্ট পার্থক্য মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়ার পর যে-কেউ হক্ব ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যা গ্রহণ করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন। অর্থাৎ-বেহেশত ও দোযখ, এর যে-কোন একটিকে বেছে নেওয়ার ব্যাপারে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। 'মানুষ সৃষ্টির সেরা'-একথা কেবল তখনই স্বার্থক হয়, যখন মানুষ আল্লাহ্‌র বিধান মান্য করে, চলার যে শক্তি তাকে দেওয়া হয়েছে, তাতে অহমিকা-গ্রস্ত না হয়ে সেটাকে আল্লাহ্‌র-বিধান পালনের কাজে ব্যবহার করে। আল্লাহ্‌র দেওয়া সেই শক্তি ও স্বাধীনতার অপব্যবহার না করে সে যদি আল্লাহ্‌র দেওয়া বিধানের গন্ডির মধ্যে তা ব্যবহার করে, তাহ'লে সে যেমন 'সৃষ্টির সেরা' গণ্য হয়, তেমনি সেই শক্তির অপব্যবহার করে যদি আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করে চলে, তাহলে সষ্টির-সেরা সেই মানুষই নিকৃষ্ট চতুষ্পদ- জন্তু, পশুত্বের সর্বনিম্ন স্তরে "আসফালা সাফিলিনে" নেমে আসে। তখনই সমাজের বুকে দেখা দেয় অন্যায়-অবিচার, অশান্তি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-কলহ, মারামারি, খুনাখুনি, রাহাজানি স্বজাতি-বিদ্বেষ, ইত্যাদি পশুসুলভ ক্রিয়া-কর্ম। এই অবস্থায় করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা মানবজাতিকে উদ্ধার করে মানবতার উচ্চাসনে উন্নীত করে 'আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষে' পরিণত করে কোন একজন প্রেরিত-মহাপুরুষকে ধরাধামে আবির্ভূত করেন। ইহা দয়াময় আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন বিধান।

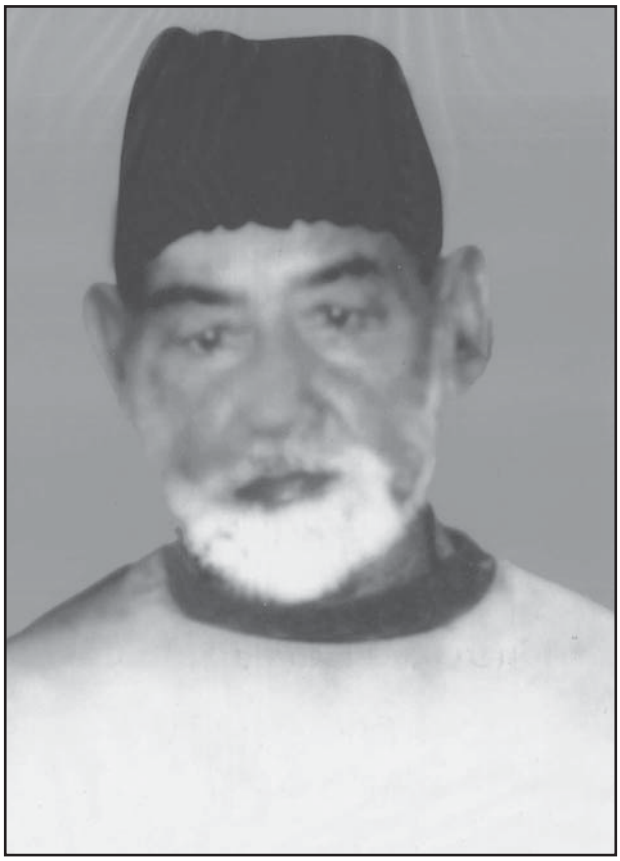

চুয়াডাঙ্গা জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্ট **জনাব মুসলিম বারী সাহেব**
জন্ম-১৯০৭, মৃত্যু-১৯৮৮, বয়আত গ্রহণ: ১৯৩৬

সে যাহোক, চুয়াডাঙ্গা জামাতের প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট জনাব মুসলিম বারি সাহেব পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম-পরিবারে ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন খোদা- ভীরু, ধর্মপরায়ণ, একজন সৎ ও সাধু ব্যক্তি। পুত্রকে ধর্মীয় আদর্শ-শিক্ষায় গড়ে তুলতে কোন ত্রুটি করেন নি। তিনি তাকে কোন অসৎ-সংশ্রবে মিশতে দিতেন না। যার ফলে বাল্যকাল থেকেই মুসলিম বারি সাহেব গড়ে উঠেছেন আদর্শ নৈতিক-চরিত্রের অধিকারী সৎ ও সাধু হিসাবে একজন পুণ্যবান ব্যক্তিরূপে। পিতার কাছ থেকেই তিনি জানতে পারেন যে, বর্তমান যুগই আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর জাহির হওয়ার যুগ। আস্তে ধীরে যখন তার বয়স হল, জানার-বোঝার জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা করার শক্তি হল, তখন এ বিষয়ে জানার ও বোঝার আগ্রহ নিয়ে তিনি বিভিন্ন আলেম-উলামার স্মরণাপন্ন হলেন, কিন্তু কারও কাছে ঐ-বিষয়ে সন্তোষ-জনক কোন উত্তর পেলেন না। কিন্তু তিনি হতাশ হলেন না, আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়ায় রত হলেন।

ইতিমধ্যে ১৯৩৫ সালের দিকে মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেব কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করেন। মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের আগমনের সংবাদ পেয়ে একদিন বিকাল বেলা তিনি তার কাছে যান। প্রথমে আলাপ-পরিচয়, তারপর বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয় মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের সাথে, যেমন ঈসা (আ.) এর মৃত্যু, দাজ্জাল, ইয়াজুজ ও মাজুজ এবং আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমন, ইত্যাদি। ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান-জাতিই যে দাজ্জাল এবং ইয়াজু ও মাজুজ যে তাদেরই শাখা-প্রশাখা, ইত্যাদি বিষয়ে গভীর আলোচনা হয়। মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে পবিত্র কুরআন ও

হাদীসের যুক্তিসংগত কথা শুনে মুসলিম বারি সাহেবের অন্তরাত্মা প্রশান্ত হয়, তৃপ্তি লাভ করে। এভাবে বেশ কিছুদিন আলাপ-আলোচনা করার পর সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করে, জেনে-বুঝে, স্বজ্ঞানে, সুস্থ-শরীরে ১৯৩৬ সালে বয়আত গ্রহণ করত: পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হয়ে তিনি সৌভাগ্যশালী হন।

উথলি নিবাসী আমীর হোসেন সাহেব যখন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন মুসলিম বারি ও আমীর হোসেন উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে প্রগাঢ়-বন্ধুত্ব। তখন তারা উভয়ে যুবক ছিলেন। উঠা-বসা, চলা-ফেরা, খেলা-ধুলা, তারা এক সাথে করতেন। মুসলিম বারি সাহেবের কাছেই আমীর হোসেন সাহেব জানতে পারেন হযরত ঈসা (আ.) এর মৃত্যুর সংবাদ, এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আগমন-বার্তা। মুসলিম বারি সাহেব আমীর হোসেন সাহেবকে সাথে করে মওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমীর হোসেন সাহেব সবকিছু জেনে ও বুঝে-শুনে, বয়আত গ্রহণ করার পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে আঁচ করতে পেরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। অত:পর মুসলিম বারি সাহেবের কথায়, প্রেরণায় ও উৎসাহে ১৯৩৮ সনে বয়আত গ্রহণ করত: পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। মুসলিম বারি সাহেব ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে কলিকাতায় চাকুরিতে যোগদান করেন এবং আমীর হোসেন সাহেব নিজ গ্রামে ফিরে এসে নিকটস্থ দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানীতে সুপারভাইজার পদে চাকুরিতে যোগদান করেন। কিন্তু সহকারীদের সাথে বনিবনা না হওয়ার কারণে উক্ত চাকুরী থেকে পদত্যাগ করে পেশা হিসাবে স্বাধীন ভাবে হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারীকে বেছে নেন এবং তাতে পসার লাভ করেন। তিনি ছিলেন উথলী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট। ১৯৫২ সালে উথলী জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশ-বিভাগের পর মুসলিম বারি সাহেব স্বদেশের মায়া-মহব্বত কাটিয়ে ১৯৫০ সালে হিজরত করত: চুয়াডঙ্গা শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। তখন তার পুত্র রবিউল হক সাহেবের বয়স তিন বছর। তার সাথে আমার পরিচয় ঘটে ১৯৫৭ সালের দিকে চুয়াডাঙ্গায়। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ, সৎ, সাধু, চরিত্রবান, বুযুর্গ, নির্ভীক-চিত্তের অধিকারী। যেখানেই যেতেন, তবলীগ করতেন। এ বিষয়ে তার মনে কোন-প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, ভয়-ভীতি ছিল না। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তবলীগের কাজে ছিলেন খুবই পারদর্শী। ব্যবসার ফাঁকে তিনি চুয়াডাঙ্গা শহরের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, উকিল, মুক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, ম্যাজিস্ট্রেট সহ সর্বস্তরের লোককে তবলীগ করতেন। তাতে অচিরেই তার নাম 'কাদিয়ানী' বলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে জার্জিস আলী নামক জনৈক ব্যক্তি ১৯৫৫-৫৬ সালের দিকে ভারত থেকে আগমন করত: চুয়াডাঙ্গায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদের অধিবাসী একজন সৎ, সাধু এবং ধর্মপরায়ণ-ব্যক্তি। কিছু দিনের মধ্যে মুসলিম বারি সাহেবের সাথে তার পরিচয় ঘটে এবং দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ফলে জার্জিস সাহেব প্রতিদিনই একবার মুসলিম বারি সাহেবের কাছে আসতেন এবং দুজন একসাথে বসে চা-পান ও নানাবিধ বিষয়ে বর্তমান- দুনিয়ার হাল-অবস্থা আলোচনা করতেন। জার্জিস সাহেব ছিলেন একজন যুক্তিবাদী ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। মুসলিম বারি সাহেব তাকে জামাতের পুস্তকাদি দিয়ে তবলীগ করেন। জার্জিস সাহেব জামাতি বই-পুস্তক পাঠে আকৃষ্ট হন এবং ১৯৬২ সালে বয়আত গ্রহণ করত: পবিত্র আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন।

এরই মধ্যে বগুড়া-নিবাসী স্কুল ইন্সপেক্টর জনাব আজমল হক সাহেব বদলী হয়ে চুয়াডাঙ্গায় আসেন এবং মুসলিম বারি সাহেবের বাসার সন্নিকটে বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনের মাধ্যমে জনাব মুসলিম বারি সাহেবকে প্রেসিডেন্ট এবং জার্জিস সাহেবকে সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করে চুয়াডাঙ্গা শহরে ১৯৬২ সালে সর্বপ্রথম জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। অত:পর উক্ত সালের শেষের দিকে জনাব আজমল হক সাহেব অন্যত্র বদলী হয়ে গেলে ১৯৬৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর উথলী-নিবাসী আমীর হোসেন সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল খালিদ সাহেব চুয়াডাঙ্গা কলেজের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং সপরিবারে চুয়াডাঙ্গায় বসবাস শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে তিনি চুয়াডাঙ্গা জামাতের সদস্য হন। পরবর্তীতে তিনি মেহেরপুর কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের বড়-জামাতা ছিলেন। তিনি ১৯৫১ সালে বয়আত গ্রহণ করত: আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হয়েছেন। ১৯৬৫ সালে মুসলিম বারি সাহেবের তবলীগে তৎকালীন মার্কেট ইনভেষ্টিগেটর সৈয়দ আব্দুল আযীয সাহেব বয়আত গ্রহণ করত: আহমদী জামাতের সদস্য হন।

জনাব জার্জিস সাহেব ছিলেন একজন কর্মঠ, যুক্তিবাদী, জ্ঞানী-ব্যক্তি। আরবীতে তার বেশ দখল ছিল। তারই তবলীগে চুয়াডাঙ্গা শহরে মাসুম আলী নামে একজন বিশিষ্ট-ব্যবসায়ী বয়আত গ্রহণ করত: পবিত্র আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। ফলে একদিকে যেমন জামাত শক্তিশালী হয়ে ওঠল, অপর দিকে হলো চরম-বিরোধিতা। বিরুদ্ধবাদীদের পুরোভাগে ছিল দুইজন ধনাঢ্য-ব্যক্তি, আব্দুল হাফিজ ও মুজিবর রহমান। তারা রস্তাঘাটে যেখানে-সেখানে অকথ্য ও অশ্লীল-ভাষায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে গালিগালাজ করত: সাধারণ-মানুষকে জামাতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে লাগলো।

পরিণাম হলো ভয়ানক-করুন। আল্লাহ্ তাআলা এ দুনিয়াতেই তাদের ওপর নানাভাবে আজাব দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সত্যের বিরোধিতা করার পরিণাম কি। নানাবিধ কারণে আব্দুল হাফিজের ব্যবসা-বাণিজ্য হল বন্ধ। উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে রেখে স্ত্রীর হল মৃত্যু। পরবর্তীতে স্ত্রীর নামে বসত-ভিটি, বাড়ি, লিখে দিয়ে সে দ্বিতীয়-বিয়ে করে। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই সেই স্ত্রী আব্দুল হাফিজকে কোর্ট মাধ্যমে তালক দেয় এবং তার নামে লিখে দেওয়া ভিটেবাড়ী অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। আব্দুল হাফিজ এখন পাগল-প্রায়। ব্যবসা নেই, আয়-রোজগার নেই, থাকার জায়গা নেই, রাস্তায় রাস্তায় সে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। কারো সাথে কথাবার্তা বলে না। আর মুজিবর রহমান পঙ্গু হয়ে সয্যাশায়ী হয়। তারা দুজনই ধুকে ধুকে মৃত্যুপথ-যাত্রী হল।

যাহোক, মুসলিম বারি সাহেবের বার্ধক্যজনিত কারণে ১৯৭২ সালে আব্দুল খালিদ সাহেব চুয়াডাঙ্গা জামাতের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুসলিম বারি সাহেব দীর্ঘদিন অসুস্থ থেকে ১৯৮৮ সনের ৩০ মে ইন্তেকাল করলে

**চুয়াডাঙ্গা জামা'তে ১৯৮৯ সালে শত বার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠানের ছবি।**
ছবিতে উপবিষ্ট বাম দিক থেকে জনাব মাসুম আলী, জনাব অধ্যাপক আবুল খালিদ, জনাব রবিউল হক, জনাব মোহাম্মদ মানিক, জনাব সামসুদ্দিন, জনাব আব্দুল গফুর মাষ্টার এবং একজন আহমদী ভ্রাতা এছাড়া চুয়াডাঙ্গা জামাতের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

উথলী জামাতের আহমদী ভাইদের গোরস্থানে সমাধিস্থ হন।

জনাব আব্দুল খালিদ সাহেব প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন চুয়াডাঙ্গা জামাত নানাদিক দিয়ে উন্নতি লাভ করে। সদরের নির্দেশে জনাব মাসুম আলী সাহেব ও জনাব জার্জিস আলী সাহেব যথাক্রমে অত্র জামাতের অর্থ-এবং ইসলাহ্ ও এরশাদের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। ১৯৭৯-৮০ সালে উক্ত জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল খালিদ সাহেবের তত্ত্বধানে জনাব রবিউল হক সাহেব অত্র জামাতের খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ মনোনীত হন এবং তিনি মজলিস পুনর্গঠন করত: তার উপর ন্যস্ত-দায়িত্ব ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত অতি সুন্দর ও সুষ্ঠু-ভাবে পালন করেন। ১৯৮৩ সালে ১৭ই ডিসেম্বর জনাব আব্দুল মান্নান সাহেব কায়েদ নির্বাচিত হন। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ মজলিসের ন্যাশনাল কায়েদের নির্দেশক্রমে রবিউল হক সাহেব পুনরায় উক্ত মজলিসের কায়েদ নির্বাচিত হন।

মুসলিম বারি সাহেব প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ৬০ এর দশকের দিকে রাবওয়া কেন্দ্র থেকে তৎকালীন ইসলাহ-ইরশাদের নাযের মওলানা নাযির আহমদ লায়ালপুরি, উকিলুল মাল জনাব সাব্বির আহমদ ও আরেকজন বুযুর্গ-ব্যক্তিসহ ঢাকার ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান সাহেব জামাত পরিদর্শন উপলক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গায় আসেন এবং জামাতের ব্যবস্থাপনা, সুন্দর-সুষ্ঠু কার্যাবলী লক্ষ্য করে মুগ্ধ হয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তারা খুবই প্রশংসা করেন।

১৯৮৪ সালের নভেম্বর মাসে ন্যাশনাল-আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের নির্দেশক্রমে জনাব মাসুম আলী সাহেব শারিরীক-অবস্থার কারণে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা জানিয়ে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট পত্র লিখলে ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের নির্দেশক্রমে জনাব রবিউল হক সাহেব প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর তালিম, তরবিয়ত এবং প্রচারকার্যের দিকে বিশেষভাবে মনযোগ দেন। তারই চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ এবং বটিয়াপাড়া অঞ্চল থেকে নারী-পুরুষ মিলে আটাশজন বয়আত গ্রহণ করত: পবিত্র আহমদী সিলসিলায় দাখিল হন। উক্ত ২৮ জনের মধ্যে বটিয়াপাড়ায় ১৮ জন, চুয়াডাঙ্গা শহরে ০৮ জন এবং ঝিনাইদহে (হলিদিনি গ্রামে) ২ জন বয়আত গ্রহণ করে।

বড় বাজার মসজিদের ইমাম, যে কি-না ভক্ত-সাধু সেজে ছলনার ছদ্মবেশে প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছে এসে খুব ভালমানুষ সেজে জামাতী আলাপ আলোচনা করতো। দুই-একটি পুস্তকও সে নিয়েছিল, কিন্তু তা পাঠ করতো কি-না, আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন। মসজিদে গিয়ে সে জামাতের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক বক্তৃতা দিয়ে মুসল্লীগণকে খেপিয়ে তুলতো। সে আহমদীয়া জামাতের জমাকৃত পবিত্র কুরআন শরীফ চেয়ে নিয়ে মুসল্লিগণকে বলেছিল যে, আমি কাদিয়ানীদের কুরআন পড়েছি, তাদের তরজমা ভুল, যা আমি কলম দ্বারা কেটে দিয়েছি। পবিত্র কুরআন শরীফে কলম চালানোর ফলে সেই ইমামের পরিণাম এই হল যে, কিছু দিনের মধ্যে খুবই অপমানজনক অবস্থায় ইমামতি ছাড়তে বাধ্য হলো। যে বাসাতে সে থাকতো, সেই বাসাও তাকে ছাড়তে হলো। বলতে গেলে সে এখন নিরাশ্রয়, পথের কাঙাল। সত্যের বিরোধিতার শাস্তি আল্লাহ্ তাআলা তাকে এভাবেই দিলেন।

পরিতাপের বিষয় এই যে, ভুলক্রমে একজন বুযুর্গ-ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। তিনি হলেন কৃষ্ণনগর নিবাসী ডাক্তার ইয়াকুব আলী সাহেব, মুসলিম বারি সাহেবের একজন বন্ধু-মানুষ। মুসলিম বারি সাহেবের তবলীগে তিনি বয়আত গ্রহণ করত: আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। পরবর্তীকালে দেশ বিভাগের পর কৃষ্ণনগর থেকে হিজরত করত: কুষ্টিয়া শহরে এসে বসবাস শুরু করেন। সৈয়দ সোয়াহেল আহমদ সাহেব যখন কুষ্টিয়া জেলার ডি সি, তখন তার বাসায় জুমুআর নামায আদায় করা হতো এবং তিনি ইমামতি করতেন। পরবর্তীতে তিনি কুষ্টিয়া থেকে পাবনায় বদলী হন।

ডা: ইয়াকুব আলী সাহেব কুষ্টিয়া জামাতের প্রথম-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ঐ সময় মহিউদ্দিন সাহেব নামে এক ভাই কৃষ্ণনগর শহর হইতে হিজরত করে কুষ্টিয়া শহরে বসবাস শুরু করেন। ডা: ইয়াকুব সাহেবের তবলীগে পরবর্তীতে তিনি বয়আত গ্রহণ করেন। ডা: ইয়াকুব সাহেবের অসুস্থতার কারণে মহিউদ্দিন সাহেব প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন সৎ, কর্মঠ, নির্ভীক, ও ভাল-আহমদী ছিলেন। রবিউল হক সাহেবের ব্যবসা- প্রতিষ্ঠান আল বুশরা বস্ত্রালয় কাদিয়ানী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেক পরিচিতি ও পসার লাভ করে। এতেকরে প্রতিদিনই কিছু না কিছু ব্যক্তি আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে জানতে আসতেন। কেউ কেউ জামাতের বই পুস্তক নিয়ে যেতেন।

তিনি তবলীগের আরেকটি কৌশল অবলম্বন

করেছিলেন। বুকপোষ্টের মাধ্যমে লিফলেট, পুস্তিকা বিভিন্ন-স্থানে পাঠাতেন। এছাড়া তিনি চুয়াডাঙ্গা শহরের একমাত্র লাইব্রেরীতে জামাতের ১০ খানা পুস্তক জমা দেন এবং পরবর্তীতে ক্যাটালগে ঐ বইগুলির নাম উঠানো হয়।

এছাড়া মেহেরপুর রাজনগর আলিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা, ও কুটির-শিল্প সংস্থায় মোট ১৫ খানা পুস্তক দেওয়া হয় এবং তারা ক্যাটালগে ঐ পুস্তকগুলির নাম উঠান। উভয় লাইব্রেরি থেকে প্রাপ্তি-স্বীকার পত্র দেন, যা আজও আছে।

উক্ত মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব মওলনা এরশাদ সাহেব ১/২ দিন অন্তর অন্তর প্রেসিডেন্ট সাহেবের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে আসতেন, এবং বেশকিছু সময় আলাপ-আলোচনা করে চলে যেতেন। ঐ সময় তিনি একবার ন্যাশনাল সালনা জলসাতেও এসেছিলেন।

১৯৮১-৮২ সাল হতে ১৯৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয়-ওহদাদারগণ ও সদর মুরব্বী সাহেবান চুয়াডাঙ্গা জামাত সফর করেন। এই সময় চুয়াডাঙ্গায় তবলীগের যেমন প্রসার লাভ করে, তেমনি মোখালেফাতও শুরু হয়। ঐ সময় চুয়াডাঙ্গা জামাতে সফরকারী সাহেবানগণরা হলেন :

(১) সর্বজনাব মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ্, ন্যাশনাল কায়েদ (১৯৮১-৮২), (২) মোহাম্মদ খলিলুর রহমান (৩) এ, কে রেজাউল করীম (৪) মওলনা আনিসুর রহমান (৫) মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী (৬) মওলানা সালেহ আহমদ (৭) মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী (৮) মৌলভী এ, কে, এম, আনসারী। (৯) মৌলভী ইসরাইল দেওয়ান (১০) মৌলভী মাহমুদ আহমদ শরীফ (১৯৮৮ সালে) ও আরও অনেকে।

জনাব রবিউল হক সাহেব প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে থাকাকালীন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস, খিলাফত দিবস, সীরাতুন নবী (সা.) জলসা, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস, গুরুত্বের সাথে সুন্দরভাবে পালন করতেন।

১৯৮৯ সালে শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন করা হয় অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে। উক্ত অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জামাতসহ কুষ্টিয়া, নাসেরাবাদ উথলী, শৈলমারী, বটিয়াপাড়া, আলমডাঙ্গা মিলে ৭টি জামাতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ডেকোরেটর দিয়ে প্যান্ডেল করা হয়, মাইকের ব্যবস্থা করা হয়।

আল্লাহ্ তাআলার ফজলে প্রতিটি জামাত থেকে ভ্রাতারা এসে অনুষ্ঠানটিকে কল্যাণমন্ডিত করেন। অবশেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়।

১৯৯০ সালে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে থাকাকালীন সময়ে ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবের নির্দেশক্রমে আরো কিছু দিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। ন্যাশনাল কায়েদ সাহেবের নির্দেশে ১৫/০৬/১৯৯০ তারিখে পার্শ্ববর্তী ৬টি মজলিস নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় কায়েদ-সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়। ন্যাশনাল কায়েদ ও বাংলাদেশ তবলীগ কমিটির সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হাদী সাহেব ০১/০৬/১৯৯৪ তারিখের এক চিঠিতে জনাব রবিউল হক সাহেবকে চুয়াডাঙ্গার তবলীগ কমিটির আহ্বায়ক মনোনীত করেন।

বর্তমানে জনাব রবিউল হক সাহেব ঢাকায় বসবাস করছেন। তিনি চলে যাওয়ায় চুয়াডাঙ্গায় কর্মীর অভাব অনুভূত হয়। তিনি কেন্দ্রে গিয়ে দাতব্য-চিকিৎসালয়ের নিয়মিত হোমিও-চিকিৎসক ও কেন্দ্রীয় রিসতানাতা কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। চুয়াডাঙ্গা জামাতের জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।


IT ACADEMY

**৩য় তলা, ৪ বকশী বাজার রোড,ঢাকা-১২১১**

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর দারুত তবলীগ কমপ্লেক্সে জামা'তের শিক্ষিত সদস্য/সদস্যাদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে একটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার (আই.টি একাডেমি) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গত ৯ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে এটি উদ্বোধন করা হয়।

## আমাদের বিশেষত্বঃ

১। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত
২। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা কম্পিউটার
৩। ন্যুনতম কোর্স ফি
৪। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের ব্যবহার
৫। সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা
৬। প্রত্যেক ক্লাসের পূর্বে লেকচার শিট প্রদান
৭। ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা
৮। কোর্স শেষে সার্টিফিকেট প্রদান

## আমাদের কোর্স সমূহঃ

1. MS Office with internet
2. Hardware Maintenance and Troubleshooting
3. Graphics Design
4. Elementary English
5. Familiar with Office Etiquette & Manners

## ভর্তির যোগ্যতা ও ফিসঃ

১. ন্যুনতম এস.এস.সি পাশ

২. কোর্স বাবদ প্রদেয় ঃ ভর্তি ফি -১০০ টাকা, কোর্স ফি-৫০০ টাকা এবং সার্টিফিকেট ফি -১০০ টাকা, সর্বমোট- ৭০০ টাকা।

## বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুনঃ

মোহাম্মদ মোহাইমিনুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৯১৪০৪৭৬০৭
ই-মেইল ঃ
mibakul@yahoo.com

মোহাম্মদ ইউনুস আলী
কায়েদ, ম.খো.আ, ঢাকা
ইনচার্জ, আইটি একাডেমি
মোবাইল ঃ ০১৭২৭৭৭৬৮৮৩
ই-মেইল ঃ
mdyounus.ali@gmail.com

# প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(৪র্থ কিস্তি)

মোহাম্মদ ওসমান গনি

অভিভাবকদের উপদেশ ছিল-বাবা গনি তুমি আহমদী হয়েছ, ধর্মের কাজ করছ, তবে তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে, সংসার-ধর্ম করতে হবে। বেকার থাকলে কে মেয়ে বিয়ে দিবে! তাই কিছু একটা কর। তোমার ভবিষ্যত-চিন্তা করা দরকার। ফলে গুরুজনের উপদেশ পালনে তখন ঢাকায় মডার্ন মটরস কোম্পানীতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু প্রাইভেট চাকুরির কাজের ছকে জামাতের কাজের সময় সুযোগ দিতে তাঁর সমস্যা হয়। জামাতের বিভিন্ন কর্মসূচি পালনে ঢাকার বাইরে যাবার ক্ষেত্রে ভাটা পড়ার উপক্রম হয়। এছাড়া এ চাকুরিতে বেতনও ছিল অপরিমিত। তাই অল্পকিছু দিন পরই এ চাকুরি থেকে ইস্তেফা দেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন–'দ্বীনকো দুনিয়া পর মুকাদ্দাম রাখুংঙ্গা'-অর্থাৎ ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেব। তাই এ অঙ্গীকারনামা পালনে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে কিছু উপার্জনের উদ্দেশ্যে নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় একটি মুদির দোকান দিয়ে ছিলেন। কিন্তু নিজে সর্বক্ষণ জামাতের খেদমতে নিয়োজিত থাকায় কর্মচারীর উপর নির্ভরশীল-ব্যবসা বেশি দিন টিকে নাই, ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই ব্যবসা বন্ধ করে দেন। ফলে সেনাবাহিনী হতে প্রাপ্ত সামান্য পেনশনের টাকাই ছিল তাঁর উপার্জনের একমাত্র সম্বল এবং ইসলামের খেদমতই ছিল জীবনের অবলম্বন। কেননা, তিনি আল্লাহ্ তাআলার সাথে উত্তম-বাণিজ্যের গুপ্তধনের সন্ধান লাভ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলার শিক্ষা–

'হে যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব হতে রক্ষা করবে? এটা এই, তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আন এবং নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন দ্বারা আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ' (আস্ সাফ্‌ফ ৬১ : ১১-১২)। গনি সাহেব সেই জ্ঞানই রাখতেন।

## জামাতের খেদমত

সমাজে অধর্মের প্রভাব প্রত্যক্ষ করে শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত স্বরূপটি অর্জনে বালক বয়স থেকে তাঁর মাঝে যে অতৃপ্ত বাসনা ছিল, যৌবনে সেই ঐশী নেয়ামত লাভের মাধ্যমে তিনি নিজেকে ধর্মের সেবায় সোপর্দ করে দেন। জামাতের কাজে ফানা হয়ে যান। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা–'তুমি বল, নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ, সব কিছুই বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এ (ঘোষণা দেয়ারই) আদেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি আত্মসমর্পনকারীদের (মাঝে) সর্বপ্রথম'। (সূরা আল্ আনআম ৬ : ১৬৩-১৬৪)। এর আলোকে তিনি আলোকিত হয়েছিলেন। তাই আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে গ্রামবাসীর নিকট আহমদীয়াতের শুভ সংবাদ নিরলস ভাবে প্রচার করেছেন।

কিন্তু অভিভাবকরা অত্যন্ত ব্যথিত হন। তাদের উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। তারা দুঃখে-শোকে অভিভূত হয়ে যান। উজ্জ্বল-ভবিষ্যৎ সম্পন্ন উত্তম-আদর্শের ছেলেটি কেন এমন হয়ে গেল তা ভেবে বিস্মিত হন। তবে সবার বদ্ধমূল ধারণা ছিল–'ওসমান গনি সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ। জেনে শুনে কোন অন্যায় করে না। বিপথে চলে না। সে ধোকায় পড়ে কাদিয়ানী হয়ে গেছে'। তাঁর মামার বাড়ির লোকজন বলতেন– 'সে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে। কেননা ব্রিটিশের প্রবর্তিত কাদিয়ানী জামাত'। ফলে তাঁর স্বজনরা এ পথ থেকে তাঁকে ফিরায়ে নিতে মরিয়া হয়ে যায়। যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি ছিলেন ঈমান ও আমলের পরীক্ষায় ধ্রুবতারা সম অবিচল।

সমাজের মৌলভীরা ফতোয়া দেয়– 'তিনি কাফের হয়ে গেছে। কাজেই এই কাফেরের সাথে কোন মুসলমানের খাওয়া-দাওয়া ও চলা-ফেরা নাজায়েজ'। একদল উগ্রপন্থী মৌলভী ঈর্ষণীয় হয়ে তাঁকে গ্রাম ছাড়া করার আন্দোলন শুরু করে। শান্তি, সৌহার্দ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার পরিবর্তে মারমুখী হয়ে দাঁড়ায়। তবে তিনি সকল অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নকে ঈমানের পরীক্ষার সোপান মনে করেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শিক্ষানুযায়ী জান, মাল, ইজ্জত ও সময় কুরবানীর অঙ্গীকার নামা হাসিমুখে বরণ করে নেন। তিনি উপলব্ধি করতেন যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা–'নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করা হবে এবং যাদেরকে তোমাদের পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাছ হতে এবং যারা শির্ক করেছে তাদের নিকট হতেও তোমরা নিশ্চয় অনেক পীড়াদায়ক কথা শ্রবণ করবে। এমতাবস্থায় যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, তাহলে এটা নিশ্চয় দৃঢ়-সংকল্পের বিষয় হবে' (সূরা আলে ইমরান ৩ : ১৮৭)

ফলে, তিনি একাই বীরত্বের সাথে সবার মোকাবেলা করেন। বিভিন্ন মাওলানাদের সাথে বহাস করেছেন। আলেম হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক কোন ডিগ্রি তাঁর না থাকলেও তিনি পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সুলতানুল কলমের জ্ঞানে, আল্লাহ্ তাআলার মহীমায় বহস করেছেন। এতে ফেরেশ্‌তার সহায়তায় ঐশী নিদর্শন প্রস্ফুটিত হয়। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ক্রয়ে তিনি উত্তরোত্তর আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করেন। তার প্রচেষ্টায় জন্মস্থান ধুল্যা গ্রাম ছাড়াও নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রামে আহমদীয়াতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

একবার পাকুটিয়া হাই স্কুলে গিয়ে ছোট ভাই আওলাদ হোসেনসহ ছাত্র শিক্ষকদেরকে আখেরী জামানায় আবির্ভূত প্রতিশ্রুত হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাবের শুভ-সংবাদ শোনান। তখন আওলাদ হোসেন

বিজ্ঞান বিভাগ থেকে মেট্রিক পরিক্ষার্থী। ১৯৫৩ সালের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। বড় ভাইয়ের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। বড় ভাইকে বলেন–'আপনি যখন আহমদী জামাত সত্য বলে মেনেছেন, আমিও বয়আত করবো। তাই বয়আত নামায় স্বাক্ষর করে তিনি আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। কিন্তু তখন জামাতে আহমদীয়ার ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে তার ভাল জ্ঞান ছিল না। জগন্নাথ কলেজে (বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়) আই, এস, সি-তে অধ্যয়ন কালে বকশীবাজারস্থ দারুত তবলীগের সাথে তাঁর আসা যাওয়ার সম্পর্ক হয়। জামাতী জ্ঞান আহরণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি আহমদীয়া জামাতের খেদমতে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকা প্রবাসী। তাঁর সহধর্মিণী ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বদিউজ্জামান ভূঞা সাহেবের কন্যা হোসনে আরা বেগম ময়মনসিংহ শহরে জামাতের মসজিদ নির্মাণের জন্য জমি দান করেছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে চাকুরিকালে জনাব ওসমান গনির সহকর্মী ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দেবগ্রামের আহমদী যুবক সালাহউদ্দিন চৌধুরী। দুই জনের পরিচয়ের পর ঘনিষ্ট-বন্ধুত্ব গড়ে উঠে এবং দুই বাঙালি মিলে জামাতের খেদমতে কাজ করেন। উপরন্তু সময় সুযোগ হলেই তিনি রাবওয়া চলে যেতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং জামাতের বিশিষ্ট বুযুর্গ সাহাবী ও আলেমদের সান্নিধ্যে এবং তাদের নূরের পরশ, স্নেহস্পর্শ ও দোয়া লাভের ব্যাকুলতা ছিল তাঁর। রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সালানা জলসা ও খোদ্দামের ইজতেমায় যোগদান করে দিবারাত খেদমত করেছেন। অধিকাংশ সময় জলসার নিরাপত্তার দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়। জলসার সময় কখনও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর দেহরক্ষীর দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। দেশ মাতৃকার অতন্দ্র প্রহরী, জামাতের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবেও কাজ করেছেন।

তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে সকল বাঙালি রাবওয়ার জলসায় যোগদান করেছেন, তাদেরকে কাছে পেয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে যেতেন, গভীর আন্তরিকতার সাথে খেদমত করতেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জামাত ও আহমদীদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং কিভাবে বাঙালি-সমাজে আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসার করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করতেন। তখন তিনি উর্দু ভাষা শিক্ষালাভে সুলতানুল কলম থেকে জ্ঞান আহরণে নিয়োজিত হন।

জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি ছিলেন ধর্মের সেবায় নিবেদিত। বিশেষত: সেনাবাহিনী হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের পর ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ সাল ছিল ঐশী-নূরে প্রজ্জলিত সোনাঝড়া দিন। তাঁর প্রধান কর্ম জামাতের খেদমত, কর্মস্থল ছিল দারুত তবলীগ। মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে চিড়া, মুড়ি, চাল, ডাল ইত্যাদি শুকনো খাবার নিয়ে আসতেন এবং দারুত তবলীগের এক টিনের ঘরের একটি ছোট্ট কক্ষে বসবাস করতেন। নিজে পাক করে খেতেন। পনরশত বছর পূর্বে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর সাহাবীরা ইসলামের খেদমতে যেমন 'আসাফে সোফা' হয়ে গিয়েছিল, সে আদর্শের অনুপ্রেরণায় গনি সাহেবও যেন 'আসাফে সোফায়' পরিণত হন।

তৎকালীন প্রাদেশিক আমীর মোহতরম শেখ মাহমুদুল হাসান ও মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবসহ জামাতের নেতৃস্থানীয় বুযুর্গ ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভে তাদের স্নেহভাজন ও আশীর্বাদ পুষ্ট ছিলেন তিনি। বিশ্বস্ত, উত্তম-খাদেম হিসেবে সকলের দৃষ্টি-নন্দিত হন। দারুত তবলীগের বিভিন্নমুখী কাজ এবং সমস্যা সমাধানের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। হযরত রসূল করীম (সা.)এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর বাক্য শ্রবণে ও আদেশ পালনে যেমন সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, আমাদের ওসমান গনির জীবনও সেই আদর্শের অনুকরণে মোহতরম প্রাদেশিক আমীর সাহেবের বাক্য শ্রবণে ও আদেশ পালনের দৃশ্যপট পরিলক্ষিত হয়।

সেকালে প্রাদেশিক জলসা কিংবা অন্য কোন উপলক্ষে জামাতে আহমদীয়ার মরকয রাবওয়া থেকে ্য অনেক বুযুর্গ ব্যক্তির শুভাগমন হয় বাংলার মাটিতে। আর তাঁদের অভ্যর্থনা, নিরাপত্তা ও আতিথেয়তার সেবায় অনেক দায়িত্ব পালন করেন ওসমান গনি। তিনি দেশ মাতৃকা রক্ষার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীতে নিরাপত্তা, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন, উপরন্তু আহমদীয়া জামাতে দীক্ষা গ্রহণের পর খিলাফতের প্রতি আনুগত্য ও দাসত্বের-কর্তব্যপরায়ণতার যে শিক্ষা লাভ করেন, এর প্রতিফলনে সম্মানিত অতিথিদের সেবায় কাজ করেছেন। ফলে সকলই তাঁর নিরলস খেদমতে মুগ্ধ হন। বুযুর্গ আলেমদের নিকট থেকে তাঁর খাস দোয়া লাভের সৌভাগ্য হয়। যাদের সান্নিধ্যে ও স্নেহস্পর্শে, সেবায় তিনি দোয়া লাভ করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪১তম সালানা জলসা। তখন বাংলার মাটিতে পদার্পন করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)। সে সময় তিনি নাযেম ইরশাদ ও ওয়াকফে জাদীদ। পরবর্তীকালে চতুর্থ খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বব্যাপী আহমদীয়াতের প্রচার ও প্রসারে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। তিনি ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ তারিখ অনুষ্ঠিত আহমদনগর জামাতের জলসায় যোগদান করেন এবং নারায়ণগঞ্জ জামাত সফর করেছেন। ঢাকায় তাঁর নিরাপত্তায় ও খেদমতের কাজ করেছেন সিপাহী যুবক ওসমান গনি।

৪ মে ১৯৬০ তারিখ ঢাকায় শুভাগমন করেন আহমদীয়া জামাতের বিশিষ্ট বুযুর্গ মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। তিনি ৬-৮ মে ১৯৬০ তারিখ অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম জামাতের জলসায় যোগদান করেন। অত:পর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, তারুয়া, রংপুর, নাটোর, বগুড়া, প্রভৃতি জামাত সফর করেছেন। তাঁর খেদমতেও গনি সাহেব নিরলস কাজ করেন।

২১-২৩ এপ্রিল ১৯৬১ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪২তম জলসা উপলক্ষে ঢাকায় পদার্পন করেন সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ও মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব। তাদের সেবায় গনি সাহেব দিবারাত নিরলস কাজ করেছেন এবং তাদের সাথে বিভিন্ন জামাত সফরে ঢাকার বাইরে গিয়েছেন।

১৯৬২ সালের ১৪-১৫ এপ্রিল তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৩তম প্রাদেশিক সালানা জলসার প্রাক্কালে জামাতের সাত তারকার শুভাগমন হয় ঢাকায়। তাদের পদার্পনে ঢাকার বকশীবাজারস্থ দারুত তবলীগ ঐশী নূরে আলোকিত হয়ে উঠে। সেই মহীয়ান বুযুর্গরা হলেন–(১) বিশিষ্ট সাহাবী হযরত কুদরতউল্লাহ্ সানোয়ারী (রা.), (২) সাহেবযাদা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) (নাযেম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ ও নায়েব সদর বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া), (৩) মাওলানা জালাল উদ্দিন সামস (লন্ডন মসজিদের সাবেক ইমাম), (৪) আব্দুল হক রামা সাহেব (নাযের বায়তুল মাল), (৫) চৌধুরী জহুর আহমদ বাজওয়া সাহেব (নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ), (৬) সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ (উকিলে আলা) এবং (৭) সৈয়দ দাউদ আহমদ (সদর বিশ্ব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া)।

তখন সিপাহী ওসমান গনি আবেগাপ্লুত হয়ে তাদের খেদমত করেছেন। হৃদয় উজাড় করে দিয়েছেন তাদের সেবায়। খাওয়া-দাওয়া ও আবাসন থেকে শুরু করে সার্বিক সেবায় তাঁর অবদান ছিল। কারও কোন অসুবিধা হয় কি-না, দিবারাত খোঁজখবর রাখতেন। ফলে সম্মানিত অতিথিরা তাঁর মনোমুগ্ধকর খেদমতে অভিভুত হন। তাঁর জন্য খাস দোয়া করেন। তারকারাজীর ঐশী-আলোতে ওসমান গনি আলোকিত হন। তাদের সাথে ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন জামাত সফরে গিয়েছেন।

(চলবে)

# হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাজারো নিদর্শন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.)

**সংকলন: মোজাফফর আহমদ রাজু**

(২য় কিস্তি)

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন দু'জাহানের বাদশা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দরজায় প্রহরার হল রুহুল কুদ্দুস। মুহাম্মদ (সা.)কে চিন্তা করলে ও পূর্ণরূপে ভাবলে আল্লাহ্‌কে লাভ করা যায়। মুহাম্মদ (সা.) কে প্রকৃত-সম্মান করার মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্ তাআলার সম্মান। আমরা মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্য করতেই খোদা তাআলার কৃতজ্ঞতা করা শিখেছি। মুহাম্মদ (সা.) সাধুগণের আত্মার-বস্তু, জগতের সূর্যের মতই এক সূর্য।

তিনিই (সা.) একমাত্র নবী, যিনি শির্‌ক থেকে পূর্ণ পবিত্র করেছেন। তিনি নিজেই নিজের সত্যতার এক দলিল। তাঁর আলো প্রত্যেক যামানাতেই বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর সত্যিকার-আনুগত্য মানুষকে স্বচ্ছভাবে পবিত্র করে তুলে এবং মারেফাতে, সৎকর্মে ও ঈমানের সৌন্দর্যে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি নাযাত বা পরিত্রাণ চায় সে যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর গোলামী করে। তাঁর গোলামী করার কারণে মহব্বত ও ইশ্‌কে ইলাহি দান করা হবে। তিনি (সা.) পুনরুত্থানকারী, যার পদচিহ্ন অনুসরণে লোকদেরকে উত্থিত করা হয়। দুনিয়া একেবারে মরে গিয়েছিল, খাতামুল আম্বিয়াকে প্রেরণ করে খোদা পৃথিবীকে জিন্দা করেছেন। তাঁর আনুগত্যে রুহুল কুদ্দুসের সাহায্যে হৃদয়গুলিকে জিন্দা করা হয়। তাঁর প্রকৃত ভালবাসা আধ্যাত্মিক মৃত্যু থেকে পরিত্রাণ দান করে। তাঁর (সা.) প্রকৃত-প্রেম, পবিত্র শক্তি, পবিত্র বোধও অনুভূতি দান করে।

তিনি (আ.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর খাঁটি আনুগত্য মানুষকে পবিত্র-জ্ঞান দান করে এবং সুন্দর প্রত্যয় ও অকাট্য দলিল দান করে। তাঁর (সা.) প্রকৃত প্রেমে মানুষ খোদা তাআলার সান্নিধ্যের মোকামে উপনিত হয়। মানুষ চিরস্থায়ী আধ্যাত্মিক-জীবন কেবল মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্যের ফলেই লাভ করে। তাঁর (সা.) আনুগত্যকে অস্বীকারকারী জীবিত নয়, মৃত। মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য হল বধিররা যেন শুনতে পায় আর অন্ধরা যেন দেখতে পায়। তিনি (সা.) দুনিয়াতে রসূল হিসেবে এজন্য আগমন করেছেন, যাতে বন্যদেরকে মানুষ বানানো যায়। তিনি (সা.) এমন এক রসূল, যিনি আগমন করে মানুষকে সচ্চরিত্র বা সত্যিকার নৈতিক চরিত্রের মানুষে পরিণত করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই পৃথিবীতে আগমন করে মানুষকে জানিয়েছেন যে, তার মাধ্যমে মানুষ খোদার রঙে রঙিন হতে পারে। তিনি (আ.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সত্যের জগতের এক সূর্য ছিলেন এবং আছেন। তিনি (সা.) এমন এক রসূল, যার চরণে হাজার হাজার মানুষ শির্‌ক, নাস্তিকতা ও কলুষিত জীবন থেকে মুক্ত হয়েছে। তিনি (সা.) অন্ধকার রাত্রকে আলোকের দিবসে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁর (সা.) আগমনের পূর্বে মানুষ আল্লাহ্ তাআলার মহিমাকে ভুলে গিয়েছিল, এই সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল আবার তা কায়েম করলেন। তাঁর (সা.) আগমনের পূর্বে মানুষ অবতার, পাথর, নক্ষত্র, বৃক্ষ, জানোয়ার ও মরণশীল মানবকে পূজা করত, এই নবীকূল শিরোমনি তা থেকে মানবকে রক্ষা করলেন। মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যেই মহামহিমান্বিত জ্যোতিঃ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছে। কোন নবীর কর্ম দ্বারা যদি শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয়, সেক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর কোন তুলনা নেই।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত ভালবাসা আল্লাহ্ তাআলার ইশ্‌ক ও মহব্বতের পূর্ণ-রঙে রঙিন করে প্রবল শক্তিতে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দরূদ পাঠ, খোদা তাআলার সাথে মধ্যস্থতার সকল দরজা উন্মোচিত হয়। কোন ধরণের অনুগ্রহ বা কল্যাণ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যম ছাড়া কারো কাছেই আসতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্ তাআলার আশিস ও অনুগ্রহ, ফয়েজ ও ফজল লাভ করতে চায়, তাহলে তার উচিত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি প্রচুর পরিমাণ দরূদ প্রেরণ করা।

তিনি (আ.) বলেন, আমি এক রাত্রে প্রচুর দরূদ পাঠ করি। এতে ফিরিশ্‌তারা আকাশের আশিস নিয়ে আমার ঘর ভরে দিল। খোদা তাআলার সমস্ত প্রস্রবনের মধ্যে সর্বোত্তম প্রস্রবন লাভ করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তাআলার নবীদের মধ্যে কেউ যদি প্রশংসা পাবার যোগ্য হয়, তিনি হলেন নবীদের সেরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)। মুহাম্মদ (সা.) এর মোজেজা এতই বড় যে তাঁর (সা.) আনুগত্য করার কারণে তাঁরই প্রতিবিম্ব স্বরূপ হয়ে যায়। তাঁর নবুওয়াতের আলো এতই শক্তিশালী যে, তাঁর (সা.) পূর্ণ আনুগত্য করার কারণে সেই ব্যক্তিকে আসলের ছায়ারূপে চিহ্নিত করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি এই উম্মত সকল উম্মত থেকে শ্রেষ্ঠ।

খাতামান নবীঈন (সা.) এর শান ও মর্যাদা কতই না মহান ও উন্নত যে, মানবীয় দৃষ্টিতে পরিমাপ করা অসম্ভব। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সত্যতার আলোর প্রভাব কতই না মহীয়ান, যার কুলকিনারা পাওয়া যাবে না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসরণ কাউকে পূর্ণ বিশ্বাসী বা মু'মিন-এ কামেল বানিয়ে দেয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসরণ কাউকে মর্তবা বা মর্যাদা দান করে এবং তার প্রতি ঐশী প্রশংসা বর্ষিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মহাকল্যাণময় সত্তায় সাধুতার সূর্য উদিত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্যের কল্যাণে হাজার হাজার ব্যক্তি উন্নত-স্তর সমূহে উন্নীত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্যে যোগ্য ব্যক্তিদেরকে এতো বেশী কৃপা, প্রাচুর্য, সমর্থন ও সাহায্য করেছেন, যার বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁর (সা.) আনুগত্যে মানুষ খোদা তাআলার প্রিয়ভাজন, ঐশী প্রাচুর্যের মহতী ছায়ার তলে অবস্থিত ঐশী কৃপায় ভূষিত হয়। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের নবী (সা.) এর দাবী সূর্যের ন্যায় আলো বিচ্ছুরণ করছে।

যে ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্য করে, সন্দেহ নেই যে, তাকে কবর থেকে উঠানো হয় এবং তাঁর আনুগত্য করে তাকে ভিন্নতর আধ্যাত্মিক জীবন দান করা হয়।

[হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর বিভিন্ন পুস্তকের আলোকে সংকলিত]

(চলবে)

# আমার বয়আত গ্রহণ ও ঐশী দিনর্শন

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন প্রধান

(২য় কিস্তি)

রাতারাতি অনেক লোকের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে যায় যে, হেলাল কাদিয়ানী হয়ে গেছে, কাফের হয়ে গেছে? আমি বললাম, মিথ্যা কথা, নূরু মৌলভী আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলছে। রাতে সে কুরআনের আয়াতকে অবমাননা করেছে, আমি তাকে কাফের বলেছি, এজন্য সে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলছে। পরে দেখি, এ কথা সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে গেছে। যে দিকে যাই সেদিকেই শুনি, হেলাল কাদিয়ানী হয়ে গেছে অথচ আমি তখনও বয়আত করিনি, বয়আত করার কথা মুখ দিয়েও উচ্চারিত হয়নি।

আরও দু'দিন পর ডা: সাহেবের বাড়ি গিয়ে বললাম, আমাকে বয়আত করান, আমি বুঝতে পেরেছি, আসল সত্য কি। ডা: সাহেব বললেন, তোমাকে এখানে বয়আত করানো যাবে না। কারণ তোমার বংশ অনেক বড়। তুমি প্রধান বংশের ছেলে। তোমাকে বয়আত করালে, এলাকার লোকজন এসে আমাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিবে, আর আমাদেরকেও কঠিনভাবে মারধর করবে। তুমি যদি বয়আত করতে চাও, তাহলে ঢাকায় চলে যাও। সে সময় ডা: সাহেবের বড় ছেলে এনামুল হাকীম বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে ঢাকার ৪নং বকশী বাজারের ঠিকানা দিয়ে বললেন, তুমি আগামীকাল সন্ধ্যার সময় এসো, আমি এ মসজিদে তোমার জন্য উপস্থিত থাকব। এতে আমি রাজি হলাম। কিন্তু আমি তখন ছাত্র। আমার কাছে কোন টাকা ছিল না। আমার হাতে একটি কেসিও ঘড়ি ছিল, তা ২৫০ টাকা বিক্রয় করে ঢাকার উদ্দেশ্যে সকাল বেলা রওনা দেই। যাওয়ার পথে প্রথমে ডা: সাহেবের বাড়ি যাই। ডা: সাহেব আমাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য হোসেনপুর বাজার পর্যন্ত আসেন। এক চায়ের দোকানে চা-নাস্তা খাওয়ার পর আমার হাতে একশত টাকা দিয়ে বললেন, তুমি ছাত্র, তোমার কাছে বেশী টাকা নেই, এ টাকা নিয়ে যাও, তোমার কাজে লাগবে। গফরগাঁও থেকে ট্রেনে চড়ে ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশনে নেমে রিক্সা করে ৪নং বকশী বাজার আসতে প্রায় ইশার নামাযের সময় হল। এনামুল হাকিম সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হল। আমাকে নিয়ে নামাযে যান । নামাযে যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারি এটাই আমার স্বপ্নে দেখা মসজিদ।

নামাযের পর এনামুল হাকিম সাহেব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের কাছে, যিনি আঞ্জুমানের গেটের দক্ষিণ পাশে তবলীগ-কক্ষে ছিলেন, সেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে বললেন, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) জীবিত না মৃত। বললাম মৃত। আরো কিছু প্রশ্ন করেন। তখন তিনি মহাসুসংবাদ বই এবং বয়আতের ফরম দিয়ে বললেন, এগুলো ভাল করে পড়েন, আর আগামীকাল জুমুআর নামাযের সময় আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমি বইগুলো নিয়ে এনামুল হক সাহেবের সঙ্গে তার বাসায় চলে যাই। সেখানে রাত যাপন করি এবং বইগুলো আরও ভাল করে পড়ে নেই।

পরের দিন ৭ ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার ১৯৯১ সাল। জুমুআ নামাযের পূর্বে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে তবলীগ-রুমে দেখা করি। তিনি আমাকে দেখে চার পাঁচটি প্রশ্ন করলেন, আমি সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দেই। তিনি বললেন, বাদ জুমুআ আপনার বয়আত নেওয়া হবে, আপনি উপস্থিত থাকবেন। বাদ জুমুআ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব আমার বয়আত গ্রহণ পরিচালনা করেন। বয়আতের পর যখন সকলের সঙ্গে কোলাকোলি করি, তখন জনাব মোস্তফা আলী সাহেব ন্যাশনাল আমীরের দায়ীত্বে ছিলেন, তিনি বললেন, এত অল্প বয়সে, ছাত্র মানুষ বয়আত করেছে, তার জন্য সকলেই দোয়া করবেন, সে যেন টিকে থাকতে পারে।

আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় এবং সকল আহমদী ভাই বোনদের দোয়ার বরকতে এখন পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা আমাকে আহমদীয়া মসলিম জামাতে থাকার সৌভাগ্য দিয়েছেন। আর এই কামনাই করি, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা যেন আমাকে এ-পথে রাখেন। আমি আল্লাহ্‌র কাছে তাঁরই শেখানো এ-প্রার্থনা করি, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক, হে আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমি আমার ইহকাল ও পরকালের অভিভাবক! তুমি আমাকে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যুদান করিও এবং আমাকে সৎকর্মকারীদের অন্তর্ভুক্ত করিও।' আমার বংশধরদেরকে তোমার ইবাদতকারী বান্দা বানিয়ে নিও। এ দোয়া আমি প্রতিদিন পাঠ করি।

আমি বয়আত গ্রহণ করে কিশোরগঞ্জ জেলার হোসেনপুর থানার কুড়িমারাস্থ গ্রামের-বাড়ী চলে যাই। প্রথম তিন মাস এ বয়আতের বিষয় গোপন রাখি, কাউকে কিছু বলিনি। তখন থেকেই আমি প্রত্যেক শুক্রবার ডা: আব্দুল হাকিম সাহেবের বাড়ি গিয়ে জুমুআর নামায আদায় করতাম। আস্তে আস্তে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। আসলো রমযান মাস। ডা: সাহেব বললেন, তুমি জনাব আলী মাষ্টার সাহেবের বাড়িতে বিকালে দরস দিবে, রাতে আরবী পড়াবে। সেই সময় ডা: সাহেব আমাদের বীরপাইকসা জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জামাতের নিয়ম অনুযায়ী এ আদেশ মেনে নেই। প্রতিদিন মাষ্টার সাহেবের বাড়ি গিয়ে আসরের নামায পড়ি, পরে কুরআনের দরস দেই। দরস শুনার জন্য গ্রামের কিছু অ-আহমদী মেহমানও আসত। আমি তাদেরকে নিয়ে একত্রে ইফতার করি, মাগরীবের নামায পড়ে, বাড়ি গিয়ে আমার থাকার ঘরে শুয়ে থাকি। এদিকে বাড়ির মসজিদের মুসল্লীরা ২০ রাকাত তারাবির নামায পড়ে আরও অনেক সময় পর্যন্ত দরূদ ও হালকা-যিকির করে। আমার দেখা না পেয়ে আলোচনা-সমালোচনা করতে শুরু করে।

তৃতীয় রমযানের দিন ছিল শুক্রবার। আমি ডা: সাহেবের বাড়িতে জুমুআর নামায পড়তে যাই। নামাযের পর ডা: সাহেব আমাকে বললেন, তুমি আজ বাড়ি যেও না। মাষ্টার সাহেবের বাড়িতে আসরের নামায পড়ে কুরআনের দরস দিবে, রাতে তারাবী পড়ে এ বাড়িতেই থাকবে, সকালে মক্তব পড়িয়ে বাড়ী যাবে।

আমি ডা: সাহেবের কথা মত তাই করি। ইতোমধ্যে আমার আহমদী হওয়ার বিষয়টি সকলে জেনে যায়। পরের দিন শনিবার, সকালে লোকদের কাছ থেকে জানতে পারি, গত রাত মসজিদের সকল মুসল্লিরা আমার ঘর চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে এজন্য যে, আমি কেন আহমদী হলাম। আমাকে না পেয়ে তারা ওয়াদা করেছে যে, যখন আমি বাড়ি আসব, তখন তারা যে যেখানে থাকুক না কেন, নিজ দায়িত্বে চলে আসবে। আমি তাদের কথায় কান না দিয়ে বাড়ি এসে মসজিদের সামনে পুকুরে নেমে ওযু করি, এমন সময় আব্বা বললেন, হেলাল তুমি কোথাও যাবে না, তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমি ওযু করে আমার ঘরে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছি।

(চলবে)

যিকরে খায়ের-স্মৃতি কথা

# চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লার প্রথম প্রেসিডেন্ট মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা-র স্মরণে

চট্টগ্রাম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর আব্দুল লতিফ খান সাহেব বয়আত গ্রহণ করেন ১৯১৬ সালে, আর পরলোক গমন করেন ১৯৩১ সালে। প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল মুন্সি নঈমউদ্দিন আহমদ সাহেবের ছোট মেয়ে সামসুন্নেসা বেগমকে বিবাহ করেন। তৎকালীন বঙ্গদেশের প্রথম আমীর হযরত মওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব (রহ.) এ ওসীয়্যত করেছিলেন যে, তাঁর জানাযা যেন হযরত প্রফেসর সাহেব পড়ান। সেই অনুযায়ী প্রফেসর সাহেব চট্টগ্রাম হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গিয়ে তাঁর জানাযা পড়ান। এতে এই ইশারাও ছিল যে, তাঁর পরে হযরত প্রফেসর সাহেব (রহ.) বঙ্গদেশের আমীর হবার উপযুক্ত। সেই মতে, তাঁর পরে হযরত আমীরুল মু'মিনীন তাঁকে বঙ্গদেশের আমীর নিযুক্ত করেন। ১৯৩১ সালে প্রফেসর সাহেবের ওফাতের খবর হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাজি.) এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেছিলেন...."প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেব (রহ.) এক বড়ে জুযুর্গ থেঁ"। মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম (আমার শ্রদ্ধেয় নানীজান) এই পবিত্র সিলসিলার জন্য অনেক কুরবানী করেছেন। কথিত আছে যে, ....মরহুম মীর সাহেব হতে জানা যায় যে, একবার তিনি তাঁর শ্বশুরকে তাঁর শ্বাশুড়ী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তাঁর জীবনে তাহাজ্জুদের নামায ক্বাযা হয় নাই... সুবহানাল্লাহ্! এও শুনা যায় যে, তাঁর বাড়ী থেকে কোন দিন কোন ভিক্ষুক খালী হাতে ফিরে যায় নাই [তথ্য সূত্রঃ কীর্তিমান পুরুষদের জীবন কথা (সংকলন গ্রন্থ) ও ১৯৬৫-৬৬ সালের পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা দ্রষ্টব্য]।

**প্রথম প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ :**

মরহুমা সামসুন্নেসা বেগমের বড় সাহেবযাদী মোহতরমা মাহমুদা বেগম (বর্তমান বয়স ৮৭)। তিনি বর্ণনা করেন, "আমার মা একজন ধার্মিক এবং দানশীলা মহিলা ছিলেন। আমাদের বাসায় সেই সময় একজন ভিক্ষুক নিয়মিত আসত, সে ছিল অন্ধ। সেই ভিক্ষুককে আমার আম্মা সবসময় খাবার দিতেন, একদিন সেই অন্ধ মহিলা বলল, আমি তো রোজ আসতে পারি না, আপনি যদি আমাকে বেশী করে তরকারী রান্না করে দেন, তবে আমার উপকার হবে। সেই অন্ধ মহিলা দুই/তিন দিন পর পর কিছু কাঁচা সবজী নিয়ে আসত আমার আম্মা তার সাথে আরো কিছু দিয়ে বেশ ভালোভাবে রান্না করে দিতেন, যেন ঐ মহিলা দু'তিন দিন রেখে খেতে পারে।

**দ্বিতীয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ :**

"বর্তমানে চট্টগ্রাম জামাতের অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠা প্রবীণতম সদস্যা মোহতরমা সৈয়্যদা আমাতুল মজীদ (ছুট্টি আপা) সাহেবা বর্ণনা করেন... "আমার আব্বা মরহুম সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেব যখন বয়আত করেন, তখন চট্টগ্রামে আহমদীদের মধ্যে একান্ত আপনজন বলতে এই পরিবারটিকেই আমরা জানতাম। আমার বাবা বলেছিলেন.... আজ হতে মোহতরমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা আমার 'মা', আমরা তখন থেকেই মরহুমা সামসুন্নেসা সাহেবাকে 'দাদী' ডাকতাম। উনার ছেলে মরহুম গোলাম আহমদ খাঁন (ফালু মিয়া) কে কাকা বলে ডাকতাম ও মরহুমার দুই মেয়ে মাহমুদা বেগম ও মোহসেনা বেগমকে ফুফু বলে ডাকতাম। আমার আব্বা আহমদীয়াত গ্রহণ করার পরে আমি আমার প্রথম ইসলামী-শিক্ষা ও আহমদীয়াতের যাবতীয় তালিম-তরবীয়ত প্রফেসর লতিফ সাহেবের স্ত্রী মোহতরমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা'র নিকট থেকে পেয়েছি। এক কথায় বলতে গেলে, তিনি আমার ধর্মীয়-শিক্ষিকা ছিলেন এবং অত্যন্ত স্নেহাস্পদ, নেক-মহিলা ছিলেন। তিনি চট্টগ্রাম জামাতের লাজনা ইমাইল্লাহ্'র প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৪৮-১৯৫২ সাল পর্যন্ত লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সব সভা তাঁর বাসাতেই হতো।

আসলে আমরা তো খৃষ্টান থেকে আহমদী হয়েছিলাম। সত্যিকার অর্থে আমরা আহমদীয়াতের শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তার কিছুই জানতাম না। আমরা এই পরিবারের মাধ্যমেই সবকিছু শিক্ষা লাভ করেছি। আমাদের পরিবারের জন্য প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের পরিবারের অবদান আমরা কোনদিনই ভুলতে পারব না এবং কৃতজ্ঞচিত্তে তা স্মরণ করি। তখনকার দিনে চট্টগ্রাম জামাতের আহমদী পরিবারদের মধ্যে যে-ধরনের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহমর্মিতার-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, সেটি আমাদের কাছে আহমদীয়াতের স্বর্ণযুগ বলে মনে হয়। আমি কায়দা, কুরআন শরীফ পড়াসহ যাবতীয় ইসলামী দোয়া, তাহরীকে জাদীদ, ওয়াকফে জাদীদ, ইত্যাদির শিক্ষা দাদীজান অর্থাৎ মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা'র কাছ থেকেই শিখেছি

পরবর্তীতে আমি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তবলীগ সেক্রেটারী হিসেবে সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বৎসর কাজ করেছি এবং ওসীয়্যত সেক্রেটারী হিসেবে প্রায় ৩ বছর কাজ করেছি। আমি ওসীয়্যত করেছি ১৯৫৮ সালে। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে, আমার সবকিছুতেই দাদীজানের (মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা'র) একটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা কাজ করেছে।"

আমি তখন ছোট, আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি যত দোয়া শিখেছি, তার প্রায় সবগুলো আমার নানী জানের কাছ থেকে শিখেছি। ছোট বেলায় আমার নানীজানের কাছে ঘুমাতাম। ঘুম আসার আগ পর্যন্ত উনি আমাদেরকে দোয়া শিখাতেন। তাছাড়া, কায়দা ও কুরআন শরীফ পড়া নানীজানের কাছ থেকেই শিখেছি।

মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার সুযোগ্য সন্তান মরহুম গোলাম আহমদ খাঁন (ফালু মিয়া) সাহেব এক কথায় চট্টগ্রাম জামাতের

প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি ১৯৬৩-১৯৬৫ এবং ১৯৬৮-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৮৫ সালে এমারত প্রতিষ্ঠার পর তিনি স্থানীয় জামাতের আমীর নিযুক্ত হন এবং আমরণ চট্টগ্রাম জামাতের আমীরের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সালে তিনি চট্টগ্রামে ইন্তেকাল করেন।

চট্টগ্রামের বায়তুল বাসেত মসজিদ কমপ্লেক্সেই তার কবর বিদ্যমান এবং বেহেশ্‌তী মাকবেরা রাবওয়া-তে তাঁর ইয়াদগার কাতবা (নাম-ফলক) স্থাপিত রয়েছে। খিলাফতের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালবাসা। সেই আকর্ষণে প্রায় প্রতি বছরই তিনি ছুটে যেতেন আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্রীয় জলসায়, যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করে উজ্জীবিত করতেন নিজেকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অবসর-জীবনে তিনি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় 'ভক্সওয়াগন' গাড়িটি বিক্রি করেও যুগ-খলীফার কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন– 'স্পেনের বাশারত' মসজিদের উদ্বোধনী-অনুষ্ঠানে। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর স্মরণে চট্টগ্রাম জামাতকে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলেন। মরহুম গোলাম আহমদ খাঁন সাহেবের স্ত্রী মরহুমা মুখতার বানু সাহেবাও দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্'র প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মরহুমা মুখতার বানু সাহেবা ২০০৭ সালে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন।

মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার বড় মেয়ে মোহতরমা মাহমুদা বেগম সাহেবার স্বামী হলেন মরহুম জনাব মীর হাবিব আলী সাহেব (ডিস্ট্রিক্ট ফিজিক্যাল অর্গানাইজার), যিনি প্রফেসর আব্দুল লতিফ সাহেবের বাড়িতে থেকেই চট্টগ্রাম কলেজে লেখাপড়া করেন। মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার দ্বিতীয় মেয়ে মোহসেনা বেগম সাহেবার স্বামী মরহুম ডক্টর শফিউল আলম আতহার সাহেব, যিনি রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। উল্লেখ্য যে, মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার দুই মেয়ে ওসীয়্যতকারী এবং তাদের সন্তানরা সবাই জামাতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ও খিলাফতের সাথে অকৃত্রিম ভালবাসার সম্পর্ক রাখে। বড় মেয়ে মোহতরমা মাহমুদা বেগম সাহেবার বড় ছেলে অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আর্কিটেক্ট। তিনি বুয়েটের স্থাপত্য-বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। বর্তমানে তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১ পদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং জামাতের এক নিবেদিত প্রাণ খাদেম। মোহতরমা মাহমুদা বেগম সাহেবার দ্বিতীয় ছেলে জনাব মীর শওকত আলী (বাসেত) সাহেবও জামাতের এক নীরব খাদেম এবং চট্টগ্রামস্থ 'মসজিদ বায়তুল বাসেত' নির্মাণের ক্ষেত্রেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবার বড় নাতি অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী সাহেব বর্ণনা করেন যে....."দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়" আমার আব্বা সবাইকে নিয়ে চিটাগাং থেকে সরাইলে আমাদের গ্রামের বাড়ি চলে আসেন। সাথে নানীজানকেও নিয়ে আসেন। আমার নানীজান সদালাপী, অমায়িক ও নেক মহিলা ছিলেন। আশেপাশের সবাই আসত–নানীজানের সাথে পরিচিত হতে। মহিলাদেরকে তিনি স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে কায়দা ও কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং সঠিকভাবে নামায পড়তে শিখাতেন। আশেপাশের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ/প্রবীণ গ্রামবাসীরা এখনও তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন"।

চট্টগ্রাম জামাতের প্রথম লাজনা প্রেসিডেন্ট মরহুমা সামসুন্নেসা বেগম সাহেবা আমাদের সবার নিকট প্রাতঃ স্মরণীয়। আল্লাহ্ তাআলা এই মু'মিনার আচরিত আদর্শগুলি আমাদের নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রবিষ্ট করুন, আমিন।

**মিসেস নিলুফার মমতাজ**
লেখিকা : মরহুমার নাতনী

কবিতা-

## *সকাতর প্রার্থনা*

*মুহাম্মদ হাসান (ফুলু)*

তুমি দিলে আঁধারে আলো
অনন্ত সূর্যের আলো,

আকাশ মালা চন্দ্র তারা
সাগর বারি ধারা।

জিয়ন মরণ তোমারি লীলা
পবন মেঘের খেলা,

তুমি নিপুন তুমি কোথায়
তোমারেই খুঁজি নিরালায়।

নিখুঁত সবি তুমি নিখিল
আমি যে মাতাল,

আমায় দিওনা ছেড়ে
অন্ধ-অতল গহ্বরে।

দিওনা কভু কঠিন জ্বালা
ফিরিয়োনা আমার থালা,

চিরকাল ভিখারী তোমার
হিসাব করনা আমার।

তোমার প্রিয়ের সাথী মম
পুণ্যবানের সহযাত্রী করে,

ওপারে আমায় নিও তবে
অভিলাষ এই যে ভেবে।

তুমি যাকে দিয়েছ ঠাই
না থাকুক কোন ভয়,

তোমারি অভয় বাণী অলঙ্ঘ্য
তুমি যে অনড়।

**"হৃদয়ে আমার-কুরআন তোমার
চুমি আমি ক্ষণে-ক্ষণে,
তাওয়াফ করিব-প্রতীতি যে এই
ইহারেই কাবা জ্ঞানে"**

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)

# পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল ***"বল প্রয়োগ ইসলামের শিক্ষা নয়"*** পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

## *ইসলামের শিক্ষা বল প্রয়োগ নয়*

বল প্রয়োগ করে এই পৃথিবীতে কেউ কারো উপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে পারে না। আর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে চাপিয়ে দিতে পারলেও সে তা স্বানন্দে গ্রহণ করেনি। ইসলাম কোন দিনই বল প্রয়োগে বিশ্বাসী নয়। আর বল প্রয়োগের মাধ্যমে কারো কাঁধে কোন কিছু চাপিয়ে দেয়া কোন দিনই ইসলামের শিক্ষা নয়। কেউ কেউ মনে করতে পারে, ইসলাম তো বল প্রয়োগে আর শক্তির মাধ্যমে টিকে আছে। কিন্তু না, তাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণই ভুল।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, ধর্মের প্রয়োজনে আত্মোৎসর্গ করা এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত। এতে করে কেউ ভুল বুঝতে পারে যে, ইসলাম-প্রচারের জন্য আল্লাহ্ তাআলা বুঝি মুসলমানদেরকে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন। বল প্রয়োগ সম্পর্কে মানুষের যত ভুল বুঝাবুঝি ছিল, তা পরিষ্কার ও জোরালো ভাষায় কুরআন দূর করেছে। মুসলমানরা যেন মানুষকে ইসলাম গ্রহণের জন্য কোন জবরদস্তি বা বল প্রয়োগ না করে। এতে করে কি প্রমাণ হয় না, শক্তি বা বল প্রয়োগ ইসলামের শিক্ষা নয়?

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে উল্লেখ করেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম'। আজকে যদি আমরা বাইরে তাকাই, দেখতে পাই, সবাই সবার শক্তি প্রদর্শন নিয়ে ব্যস্ত। কে কার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। আজকে শুধু মানুষই না, বরং ক্ষমতাসীন দেশগুলোও ব্যস্ত বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর উপর তাদের বল ও শক্তি প্রয়োগ নিয়ে। প্রয়োজনে উন্নত দেশগুলো তাদের শক্তি দেখানোর জন্য কামান রকেট আর গোলা বারুদ নিক্ষেপ করতে এতটুকুও পিছপা হচ্ছে না।

ইসলাম এই কাজগুলোকে নিন্দার চোখে দেখে। ভালবাসা দিয়ে একটা মানুষকে যেভাবে তার মনটা অর্জন করা সম্ভব, বল প্রয়োগের মাধ্যমে এ কাজটা করতে গেলে তার কাছ থেকে কতটুকু ধিক্কার পাওয়া যাবে। সুতরাং শক্তি বা বল নয়, ইসলামকে প্রচার ও প্রসার চায় এর জন্য ভালবাসা ও সুন্দরতম ব্যবহার। আর সেটাই হচ্ছে ইসলামের মূল-শিক্ষা। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে ইসলামের রজ্জুকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন,আমীন।

*ইব্রাহীম আহমদ (মামুন)*
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

## *ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই*

সূরা আল বাকারার ২৫৭নং আয়াতে বর্ণিত আছে, "ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। কারণ সৎ পথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে; সুতরাং যে ব্যক্তি "তাগুতকে" (পুণ্যের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে, সে নিশ্চয়ই এমন এক সুদৃঢ় মজবুত করে ধরেছে, যা কখনো ভাঙ্গবার নয়।"

খোদা তাআলার প্রেরিত নবীগণ এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যখন তাঁরা স্বয়ং এ শিক্ষা দেন, তখন তাঁরা শুধু ধর্মান্তর গ্রহণের কারণে কারো প্রতি বল প্রয়োগ বা জুলুম করা কিরূপে শিক্ষা দিতে পারেন? নবীগণের জামাতগুলিই নয়, তাঁদের মৃত্যুর শত শত বছর পরেও অনেক মহান ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, যাঁদের প্রতি সমসাময়িক আলেমগণ ধর্মের নামে জুলুম করেছিল। নবীগণের কর্তব্য হলো খোদার বাণী মানুষের মধ্যে কেবল পৌঁছে দেয়া। ধর্ম কখনো অশান্তি ও রক্তপাতের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় নাই। ধর্মের নামে জুলুমকারীগণ নিজেরাই ধর্মহীন, তাদের মধ্যে ধর্মের লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই।

হযরত নূহ্ (আ.) সমসাময়িক লোকদের ধর্মপথ ও পুণ্যের দিকে আহ্বান করেন। তিনি কখনো কারো প্রতি অত্যাচার করেন নাই। নূহের বাণী শুনে লোকজন বললো, "হে নূহ্! যদি তুমি এই ধর্ম হতে বিরত না হও এবং তোমার চালচলন পরিবর্তন না কর, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে।" (সূরা শোয়ারা রুকু ৬) হযরত ইব্রাহীম (আ.) শান্তি, প্রেম, সহানুভূতি ও গাম্ভীর্যের সাথে মানুষজনকে সত্যের পথে আহ্বান করেন। তাঁর হাতে তো কোন তরবারি ছিল না, ছিল না জুলুম করার কোন উপকরণ। তাঁর জাতির লোকজন তাঁকে বললো, "যদি তুমি তোমার বিশ্বাস ও প্রচার পরিত্যাগ করো, তাহলে ভাল কথা, নচেৎ তোমাকে আমরা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলবো।" (সূরা মারইয়াম রুকু ৩)

অনুরূপ, হযরত লুত (আ.) ও হযরত শোয়েব (আ.) এর প্রতিও বিরুদ্ধবাদীগণ একই নীতি অবলম্বন করেছিল!

বিশ্বাসের- স্বাধীনতা হচ্ছে সব মানুষের মৌলিক অধিকার। ইসলাম ধর্মের বিধান মতে "ধর্ম" হচ্ছে নিজ, পছন্দের একটি বিষয়। এ ধর্ম একটি সুস্পষ্ট ধর্ম। এই ধর্ম গ্রহণের পরেও চাইলে কেউ এটা ত্যাগ করতে পারে, কোন জোর নেই, তবে এর বিচার সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিজ হাতেই করেন! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কুরআন করীমে নির্দেশ আছে যে, ধর্ম-বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করো না। ধর্মের গুণ ও বৈশিষ্টসমূহ নেক-নমুনা ও উত্তম-আদর্শ দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করো। শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা এবং শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অস্ত্র ব্যবহার হয়। ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি করা কখনো উদ্দেশ্য ছিল না।" (সিতারায়ে কায়ছারীয়া)

ধর্মে যদি বল প্রয়োগের বিধান থাকতো, তাহলে হযরত রসূল করীম (সা.) মক্কা বিজয়ের পর অমুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য বাধ্য করতেন এবং মক্কায় বসবাসের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নাই! এতে প্রমাণিত হয় যে, "ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ ইসলামের শিক্ষা নয়।"

*আনোয়ারা বেগম,*
রংপুর

## সরল সুদৃঢ়, কার্যকর, প্রকৃতি-সম্মত যে চিরস্থায়ী শিক্ষা তাই ইসলাম

সত্য, সুন্দর ও প্রশান্তির ধর্ম ইসলাম। আর এটা এমন এক পন্থা, যে পন্থা স্বয়ং স্রষ্টা-কর্তৃক নির্ধারিত ও কার্যকর। অন্য কথায়-সরল সুদৃঢ়, কার্যকর, প্রকৃতি-সম্মত যে চিরস্থায়ী ঠিকানা তাই ইসলাম। যারা আল্লাহ্‌র সে বিধানে নিজেদেরকে সমর্পণ করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করে ইহকাল-পরকালের সফলতা অর্জন করতে চায়, তারাই মুসলিম-তথা মুসলমান। অন্য কথায় আত্ম-সমর্পিত। যারা এটা বুঝে না, বা বুঝে ও নিজেদের প্রবৃত্তির মোহ মায়ায় তা গ্রহণ করতে চায় না, তার উপর ইসলাম কোন-প্রকার বল প্রয়োগ করে না। ক্রম বিবর্তন ও ক্রম প্রগতির ধারায় যোগ্যতা অর্জন ব্যতীত দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়। ইসলাম কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পন করে না, যা তার জন্য বোঝা,– যা সে বহন করতে পারবে না।

ইসলামের শিক্ষা তথা পবিত্র কুরআনের ঘোষণা–"আর তুমি বল 'এ সত্য তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং যে চায় সে অস্বীকার করুক।' বল প্রয়োগ ইসলামের শিক্ষা নয়। এমন কি, কোন ধর্মেই বল প্রয়োগের শিক্ষা নেই। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিকৃতি আসে এবং আধ্যাত্মিকতার উপর পার্থিবতার আসন গেড়ে বসে, রুটি, রুযি, ভোগ-বিলাস, ক্ষমতার লোভও চিরন্তন-সত্য ও সুন্দরের পথ থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে ফেলে। পরিণামে অবিচার, অনাচার, লোভ-লালসা এবং বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপকতা লাভ করে। বর্তমান বিশ্বও এমনই এক চরম নৈরাজ্যের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। বিশ্বে এখন বল- প্রয়োগের রাজত্ব চলছে, তাই শান্তি হয়েছে বিঘ্নিত, অর্থাৎ-ইসলাম থেকে মানুষ সড়ে গেছে। ইসলাম বিশ্ব মানবের ও মানবিকতার ধর্ম। বল প্রয়োগের সাথে এর বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। যারা বল প্রয়োগের ধারণা পোষণ করেন, তারা ইসলামের মিত্র নয়, বরং শত্রু এবং নিজেদের ধ্বংসকারী। কারণ, ইসলাম প্রকৃতি-সম্মত ধর্ম। এ থেকে বিচ্যুত হলে আখেরাত তো বটেই, বিশ্ব-প্রকৃতিও তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নীতি-নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাই ইসলামের শিক্ষা। তলোয়ার দিয়ে রাজ্য জয় করা যায়, হৃদয় জয় করা যায় না।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) মানুষের হৃদয় জয় করেছেন, রাজ্য পরে পদানত হয়েছে। এ সত্য যারা বুঝতে পারে না তারা ইসলামের শিক্ষা বুঝেনি। পবিত্র কুরআন পরিষ্কার বলে দিয়েছে, "লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়াদ্বীন" 'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম' (সূরা কাফেরূন : ৭)। ইসলামের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের এক নাম ফুরকান, অর্থাৎ-সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। পবিত্র কুরআন মিজানও বটে। তবে কি ভাবে এটা সম্ভব যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেওয়ার পরও সে নিজেই মিথ্যা অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে। সত্য ও সুন্দরের কাছে চিরকালই মিথ্যা পরাভূত হয়। পবিত্র কুরআন বলে "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা পালিয়েছে মিথ্যা পালিয়েই থাকে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮২)

ইসলামের অনুসারী (নামধারী অনুসারী) স্বজাতি ও বিজাতী দ্বারা আজ ইসলামের উপর যথেচ্ছা কালিমা লেপন করার অপচেষ্টা চলছে। এরা কেউই সফলকাম হবে না ইনশাআল্লাহ্‌। অতএব, সবার প্রতি আহ্বান, আসুন, ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেদেরকে ধন্য করুন। প্রতিশ্রুত যুগ-ইমাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের প্রকৃত চেহারা অর্থাৎ-হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক আনীত ইসলামের শিক্ষা আজ তুলে ধরেছেন। যুগ খলীফার দিক নির্দেশনা মান্য করুন এবং নিজেদেরকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করুন। এ আহ্বান শুধু ব্যক্তি বিশেষের প্রতি নয়, এ আহ্বান রাষ্ট্র, সমাজ ও গোটা বিশ্বের প্রতিও। "লা ইকরাহ্‌ ফিদ্দীন" ধর্মে বল প্রয়োগ নাই।

*মোহাম্মদ নূরুজ্জামান,* বড়চর

## ইসলাম ধর্মে কোন প্রকার জোর-জুলুম নেই

ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত এক মহান ধর্ম। এই ইসলাম ধর্মে কোন প্রকার জোর-জুলুম নেই। কারণ ইসলামের সৃষ্টিলগ্ন থেকে এই বাক্যটি প্রসিদ্ধ। আল্লাহ্‌ তাআলা ইসলামকে সর্ব ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। আর তাই তিনি নিজেই ইসলামের সকল নিয়ম-কানুন জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন করীমে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন, ইসলামের বৈশিষ্ট্য, নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ, ইবাদত ইত্যাদি কিভাবে পালন করতে হবে। আর ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই ধর্মে কোন প্রকার জুলুম অন্যায়ের স্থান নেই। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর প্রিয় ধর্মের বান্দাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন–"লা ইকরাহা ফিদ্দিন" অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ অনুমোদিত নয়। কারও প্রতি জোর করে ধর্মের ঝান্ডা চাপিয়ে দেওয়া ইসলাম পরিপন্থী কাজ। কেননা ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম।

এই মহান স্বীকৃত ধর্মের কাছ থেকে অন্যান্য ধর্মের মানুষ শিক্ষা লাভ করবে। কাউকে কষ্ট দিয়ে, যন্ত্রণা দিয়ে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে কোন ফায়দা নাই। তথাকথিত নামধারী মুসলমানদের এখন জোর-যুলুম এবং জেহাদের নামে ভয়ংকর কর্মকান্ডই তাদের কাছে ফরজের মত হয়ে গেছে। তারা মনে করে, কাউকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ধর্ম গ্রহণ করাতে পরলেই বুঝি পার পেয়ে যাবে। কিন্তু আসলে বিষয়টি মোটেও তা নয়। কেননা ধর্মে আমি কোন ব্যক্তিকে দাওয়াত দিতে চাইলে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত তবলীগি ফায়সালা গ্রহণ করা হল শ্রেষ্ঠ। কারণ তবলীগি পন্থা পালনের মাধ্যমে ইসলামের সঠিক নিয়ম-কানুন পালন করা হয়।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কোন কাজেই বল প্রয়োগের পথ অবলম্বন করতেন না। আর ধর্মের ব্যাপারেও ছিলেন আরও সচেতন। সত্য ধর্মে একজনকে আনা তবলীগ করার উত্তম মাধ্যমই হল প্রথমে নিজের চরিত্রের পরিবর্তন করা। কারণ আমার নৈতিক চরিত্র দেখেই একজন ব্যক্তি ইসলামের অনুপম শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে। যার ফলশ্রুতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ধর্মীয় আদর্শ এবং ইসলামের নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণরূপে পালন করার চেষ্টা করে। যার ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ বিধর্মী লোক আহমদীয়াতের সুশীতল পতাকাতলে এসে ইসলামের সম্মানকে আরও উপরে তুলছেন। এ যাবৎ পর্যন্ত যা কিছু আহমদী মুসলমানরা আদায় করে নিয়েছে– তার সব কিছুই চরিত্র, নৈতিকতা, উত্তম আদর্শ এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যেরই ফল। এখানে বল প্রয়োগের কোন স্থান নেই। অতএব বল প্রয়োগ ইসলামের শিক্ষা হতে পারে না।

*শেখ মোহাম্মদ সানাউল্লাহ্‌*
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

## সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই

শান্তির ধর্ম ইসলাম কখনই অশান্তির কারণ হতে পারে না। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। যেখানে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদ, সেখানে ইসলাম নেই। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। সারা পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলাম নামের ধর্ম, আল্লাহ্ তাআলা এই পৃথিবীতে ইসলামের নবী, বিশ্ব-নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ শরীয়তবাহী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শান্তির অমিয় বাণী দিয়ে পাঠিয়েছেন।

আমরা জানি, মহান খোদা তাআলার এক নাম 'ছালাম' অর্থাৎ শান্তি। বিশ্বনিয়ন্ত্রণকর্তা সব সময়ই মানুষকে শান্তির দিকে আহ্বান করে থাকে। প্রকৃত শান্তির ধারক ও বাহক ইসলাম-ধর্মের নিষ্ঠাবান শান্তিপ্রিয় অনুসারী মুসলমান কখনো সমাজের ও দেশের অশান্তির কারণ হতে পারে না। মূল কথা হল, প্রকৃত মুসলমান যারা, তারা কখনো মানবসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে না।

ইসলাম ধর্মে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। যারা সামাজিক পরিমন্ডলে বিশৃংখলা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে, রক্তপাত ঘটায়, ধ্বংস যজ্ঞ এবং নৈতিকতা বর্জিত ইসলামিক কর্মকান্ড চালায়, তারা কখনো শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী হতে পারে না। শ্রেষ্ঠ নবীর উম্মত হওয়ার দাবী সবাই ঠিকই করতে পারে, কিন্তু কার্যকলাপে শ্রেষ্ঠত্ব না দেখালে তারা কখনো প্রকৃত-ইসলামের অনুসারী বলে আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয়তার মর্যাদা পাবে না।

ইসলাম ধর্ম মুসলমানকে গুপ্ত-হত্যা, ধ্বংস যজ্ঞ এবং ন্যাক্কারজনক কার্যকলাপ করা থেকে বিরত থাকতে সব সময়ই নিষেধ করেছেন। ইসলামের আদর্শ হল শত্রুর সাথেও বন্ধুসুলভ আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। কাজেই নির্বিচারে মানুষ হত্যা, বিভিন্ন স্থানে জঙ্গি-হামলা চালিয়ে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা কোন শান্তিকামী মানুষের কাজ হতে পারে না।

এসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি কার্যকলাপ আবু জাহল, আবু লাহাব, ফেরাউন, নমরুদদের পদলেহী, মানবতার শত্রুদের কাজ। ইসলামের শত্রুদের জন্য যে কাজ শোভা পায়, তা কোন প্রকৃত মুসলমানদের জন্য বৈধ হবে কি? আবারো বলছি, ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম, ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের ধর্ম নয়। এই শান্তির ধর্মে কোন সন্ত্রাস ও জনজীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত কোন অপশক্তির স্থান নেই। যার ধর্ম যেটা, সে তাই পালন করবে, এটাই ইসলামের শিক্ষা।

*ফারহানা মাহমুদ তন্বী,* তেজগাঁও, ঢাকা

"ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে"

## দৃষ্টি আকর্ষণ

### পাঠক কলামে
### আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'র 'নবীনদের পাতা'র পাশাপাশি প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**। এবারের পাঠক কলামের বিষয়-

***"ইসলামে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের গুরুত্ব"***

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ জানুয়ারি, ২০১৩-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

**লেখা পাঠানোর ঠিকানা-**

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১,
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

### *শোক সংবাদ*

অত্যন্ত দুঃখের জানানো যাচ্ছে যে, কউনিয়া মজলিসের সদস্য মোহাম্মদ সুলতান আহমদ সিকদার গত ১০/১২/২০১২ রোজ সোমবার রাত ১০.৫০ মি. এর সময় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম মৃত্যুর আগে মজলিসের বাজেট অনুযায়ী ২০১২ সনের চাঁদা পরিশোধ করে গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

জামা'তের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন, আল্লাহ্ যেন মরহুমের রুহের মাগফেরাত ও তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য দান করেন।

*মোহাম্মদ আব্দুর রব সিকদার*

# সংবাদ

## শীতবস্ত্র বিতরণ

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার উদ্যোগে আখাউড়া রেলষ্টেশনে গরীবদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কায়েদ নাজির হোসেন ভুইয়া, মারুফুর রহমান (সেন্টু), নেসার আহমদ সুমন।

*এজাজ আহমদ*

## লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ ঢাকার উদ্যোগে গত ১৪-১২-২০১২ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ তালীম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোহতরমা আমাতুল কাইয়ূম, নায়েব সদর-১, লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন তানজীন আক্তার বেলী। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন প্রধান অতিথি। হাদীস পাঠ করেন নওশিন আনজুম তানিয়া। অনুষ্ঠানে একজন আহমদী নারীর কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন প্রধান অতিথি। তালিম তরবিয়তী ক্লাসে নযম পড়েন আমাতুর রশিদ। তারপর তালিমী পরীক্ষা নেওয়া হয়। শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ১৫০ জন লাজনা, নাসেরাত ও আতফাল উপস্থিত ছিল। দোয়া মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

*শাহজাদী রোকেয়া*

## শুভ বিবাহ

* গত ১৩/০৭/২০১২ তারিখ আমাতুল সামিয়া উর্মি, পিতা-মোহাম্মদ আলী, শিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে শহিদুল ইসলাম মুক্তা, পিতা মৃত-জহির মিয়া, শিমরাইল কান্দি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ১,৮৫,০০১/- (একলক্ষ পঁচাশি হাজার এক) টাকা মোহরনায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০২১/১২

* গত ১৬/০৬/২০১২ তারিখ রানি পারভীন, পিতা মৃত-বাক্কার তরফদার, যতিন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে ইসমাইল বোখারী, পিতা মৃত-ইব্রাহিম মুন্সি, আহমনগর পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০২২/১২

* গত ২৭/০৬/২০১২ তারিখ সাগরিকা পারভিন (সম্পা), আবু মহাসিন গাজি, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ শামিম আহমদ, পিতা-নূরুল ইসলাম, পাঁচ পুরুলিয়া, নাটোর-এর বিবাহ ১,৯০,০০০/- (একলক্ষ নব্বই হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০২৩/১২

* গত ২৭/০৬/২০১২ তারিখ মোছা: সামিনা আকতার, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ মিয়া, আহমদনগর-এর সাথে মোহাম্মদ সেরাজুল ইসলাম প্রধান, পিতা মরহুম মতলুবুর রহমান প্রধান, গ্রাম কানিয়াল খাতা (গাবতলা) নীলফামারী-এর বিবাহ ১,১০,০০০/- (একলক্ষ দশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০২৪/১২

* গত ০৯/০৭/২০১২ তারিখ ববিতা পারভীন, পিতা-জিন্নাত সরদার, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে আসলাম আহমদ গাজি, পিতা-ইসমাইল গাজি, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৫৫,০০০/- (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০২৫/১২

* গত ২৪/০৮/২০১২ তারিখ মোছা: জেসমিন আক্তার সোনালী, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল কাদের কাজিপাড়া, কাজির হাট, রংপুর-এর সাথে শরিফ আহমদ, পিতা মোহাম্মদ ইসলাম মিয়া, কসাইটুলি মাহিগঞ্জ, রংপুর-এর বিবাহ ৩০,০০০/- (তিরিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০২৬/১২

* গত ১৫/০৫/২০১২ তারিখ নিপা আক্তার, পিতা মৃত- খলিলুর রহমান, শাহাবাজপুর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ আফসার সরকার, পিতা-মোহাম্মদ নাসির সরকার, ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০২৭/১২

* গত ১৫/০৬/২০১২ তারিখ মুন্নি আখতার চৌধুরী, পিতা-ডা: রফিক আহমদ চৌধুরী, জামালপুর, হবিগঞ্জ-এর সাথে এজাজ আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুর রশিদ, ১৯/১ নগর খানপুর, নারায়ণগঞ্জ এর বিবাহ ১,৬০,০০০/- (একলক্ষ ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০২৮/১২

* মোসাম্মৎ শিরিন আক্তার, পিতা- মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক, লতিফপুর, কালিয়াকৈর, গাজীপুর-এর সাথে মোহাম্মদ আল্ আমীন (রিপন), পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল কাদের তালুকদার, লতিফপুর, কালিয়াকৈর-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ টাকা) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০২৯/১২

* গত ২৪/০৮/২০১২ তারিখ মেরিনা আক্তার, পিতা-আব্দুর রহিম, সোনাচান্দি, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর সাথে সেলিম আহমদ, পিতা-আবু তাহের, শালশিড়ী, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৩০/১২

* গত ১৫/০৬/২০১২ তারিখ সামিয়া আফরোজা রিফাত, পিতা-মোহাম্মদ তোজাম্মেল হক, সবুজপাড়া, নিলফামারী-এর সাথে এ, এইচ, এম, জাহাঙ্গীর ইসলাম, পিতা মরহুম হায়দার আলী, ধানীখোলা-এর বিবাহ ২,০০,০০০/- (দুইলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৩১/১২

* গত ২৮/১০/২০১২ তারিখ জান্নাতুল ফেরদাউস (তন্বী), পিতা- মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, ৭, রামকৃষ্ণ মিশন রোড-এর সাথে শীবলী মাহমুদ হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, শীলা মহল, এ/৩৭ নতুন উপশহর যশোর-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৩২/১২

* গত ১২/০৪/২০১২ তারিখ মোছা: সোনালী সরকার, পিতা-নূর মোহাম্মদ সরকার, খায়ের হাট, বাঘা রাজশাহী-এর সাথে মোহাম্মদ তৈয়ব আলী, পিতা-মরহুম আজীম উদ্দিন আহমদ, কাফুরিয়া, নাটোর-এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৩৩/১২

* গত ২৯/১০/২০১২ তারিখ রেশমা পারভীন ঝর্ণা, পিতা মৃত-আবুল কালাম তরফদার, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ জিন্নাত আলী সরদার, মীরগঞ্জ, যতীন্দ্রগরণ-এর বিবাহ ৫৫,০০০/- (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৩৪/১২

* গত ২৫/১০/২০১২ তারিখ শারমিন আক্তার, পিতা-জি, এম, জাহাঙ্গীর হোসেন, মীরগঞ্জ, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মেহেদী হাসান মোড়ল, পিতা-ডা: হযরত আলী মোড়ল, বড় ভেটখালী, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৩৫/১২

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

# বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্‌ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্‌! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আইঃ)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

*বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত*
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

بسم الله الرحمن الرحيم

# এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

## জানুয়ারী ২০১৩, এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানের সম্ভাব্য অনুষ্ঠানসূচী (প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭:৩০ এর পর)

| তারিখ | বিষয়বস্তু |
|---|---|
| ০১/০১ /১৩ , মঙ্গল URDV 557 (পুণঃ) | প্রামাণ্য অনুষ্ঠানঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শতবার্ষিকীর সূচনা (প্রথমাংশ) |
| ০২/০১ /১৩, বুধ URDV 558 (পুণঃ) | প্রামাণ্য অনুষ্ঠানঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শতবার্ষিকীর সূচনা (শেষাংশ) |
| ০৫/০১/১৩ , শনি URDV 559 (পুণঃ) | তথ্যভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানঃ মহানবীর (সাঃ) প্রতি অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের বিরুদ্ধে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিক্রিয়া। অংশগ্রহণেঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী । |
| ০৭/০১/১৩, সোম URDV 557 (পুণঃ) | প্রামাণ্য অনুষ্ঠানঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শতবার্ষিকীর সূচনা (প্রথমাংশ) |
| ০৮/০১/১৩, মঙ্গল URDV 558 (পুণঃ) | প্রামাণ্য অনুষ্ঠানঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় শতবার্ষিকীর সূচনা (শেষাংশ) |
| ০৯/০১/১৩, বুধ URDV 560 (পুণঃ) | পুস্তক আলোচনাঃ "আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব" এবারের ব্যক্তিত্বঃ জনাব সূফী মতিউর রহমান বাঙ্গালী, আলোচনায়ঃ প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, জনাব যাফর আহমদ ও জনাব জাহাঙ্গীর বাবুল। ছোটদের ধর্মীয় জ্ঞানের অনুষ্ঠানঃ (পর্ব - ১) পরিচালনায় - প্রফেসর আমীর হোসেন । |
| ১২/০১/১৩, শনি URDV 559 (পুণঃ) | তথ্যভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানঃ মহানবীর (সাঃ) প্রতি অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের বিরুদ্ধে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিক্রিয়া। অংশগ্রহণেঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী । |
| ১৪/০১/১৩, সোম **URDV 544 (নতুন)** | মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবের সাক্ষাৎকার, উপস্থাপনায় - আহমদ তবশির চৌধুরী। শিশুদের অনুষ্ঠানঃ "এসো গল্প শুনি", পরিচালনায়ঃ সৈয়দা আমাতুর রশিদ । |
| ১৫/০১/১৩, মঙ্গল URDV 556 (পুণঃ) | "স্মৃতি কথা" - জনাব মোহাম্মাদ খলিলুর রহমান, উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী । |
| ১৬/০১/১৩, বুধ URDV 555 (পুণঃ) | লন্ডন প্রবাসী প্রবীন বাংলাদেশী আহমদী শরাফত আলী সাহেবের সাক্ষাতকার, সাক্ষাতকার গ্রহণেঃ মোহাম্মদ আব্দুল হাদী; বক্তৃতাঃ "আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি সমূহের খন্ডন" - আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ। |
| ১৯/০১/১৩, শনি URDV 559 (পুণঃ) | তথ্যভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠানঃ মহানবীর (সাঃ) প্রতি অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের বিরুদ্ধে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিক্রিয়া। অংশগ্রহণেঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আলহাজ্ব মাওলানা সালেহ আহমদ; উপস্থাপনায়ঃ আহমদ তবশির চৌধুরী । |
| ২১/০১/১৩, সোম **URDV 563 (নতুন)** | উথলীর আব্দুল গফুর সাহেবের একটি সাক্ষাৎকার; বক্তৃতাঃ "ইসলাম বিরোধী চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিবাদে আহমদীয়া মুসলি জামা'ত (হুযুরের খুতবার আলোকে)" - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। |
| ২২/০১/১৩, মঙ্গল **URDV 564 (নতুন)** | বক্তৃতাঃ "মানবতার সুরক্ষায় মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ এবং আমাদের করণীয়" - মোহাম্মদ খলিলুর রহমান; আলোচনাঃ 'ফিকাহ আহমদীয়া' থেকেঃ অংশগ্রহণে - মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়। |
| ২৩/০১/১৩, বুধ **URDV 565 (নতুন)** | আলোচনাঃ 'ফিকাহ আহমদীয়া' থেকেঃ অংশগ্রহণে - মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান ও মোহাম্মদ এহসানুল হাবীব জয়; ছোটদের ধর্মীয় জ্ঞানের অনুষ্ঠানঃ (পর্ব - ৩) পরিচালনায়ঃ প্রফেসর আমির হোসেন; স্পটলাইটঃ ইজতেমা ২০১২ ম.খু.আ. |
| ২৪ থেকে ৩০ জানুঃ | সত্যের সন্ধানে, ১৯ তম পর্বের পুণঃপ্রচার (৭ দিন) |
| **৩১ জানুঃ থেকে** | **সত্যের সন্ধানে, ২০ তম পর্ব (নতুন)** |

- *প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় (শীতকালীন সময় অনুযায়ী)- লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে যুগ খলিফার জুমুয়ার খুতবার সরাসরি সম্প্রচার এবং খুতবার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান,*
- *প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টায় — পূর্ববর্তী জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার*
- *প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টায় — কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান ।*

***নিয়মিত এমটিএ দেখুন, নিজের ও পরিবারের হেফাজত করুন***

প্রচারেঃ এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও
যোগাযোগঃ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪, বকশি বাজার রোড, ঢাকা - ১২১১
**Email:** atabshir@hotmail.com **Web:** www.mta.tv; www.ahmadiyyabangla.org; www.alislam.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965


## আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়'আত গ্রহণের ৫ম ও ৬ষ্ঠ শর্তাবলী

### বয়'আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তাআলার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে এবং সকল অবস্থায় তাঁর ফয়সালা মেনে নিবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।


সৌজন্যে :

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

গাজী
গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

New Vol. No. 75 | 12th Issue

# The Ahmadi

Fortnightly

31st December, 2012 | Tk. 15.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

**ধানসিড়ি রেস্তোরা-১**

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

**ধানসিড়ি খাবার**

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com